প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক
বি. রায়
দেশকাল
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অলংকরণ ও মুদ্রণে
কোলাজ
২ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩



পিনোক্কিও-র দুঃসাহসিক অভিযান

অনেক কাল আগে ......

'এক রাজা ছিলেন।' ছোট্ট খোকাখুকুরা বলে উঠবে। না ছেলেমেয়েরা, মোটেই তা নয়। অনেককাল আগে একটা কাঠের টুকরো ছিল। ওটা অবশ্য মোটেই খুব ভাল কাঠ ছিল না। শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্যে আমরা স্টোভে বা ফায়ার-প্লেসে যেরকম কাঠ জ্বেলে আগুন করি, সেইরকমই একটা অতি সাধারণ কাঠের টুকরো ছিল।

ঠিক কীভাবে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, তা আমি বলতে পারব না। তবে সত্যি ঘটনা হচ্ছে এই যে, একদিন এক বুড়ো ছুতোর মিস্ত্রি মিঃ আন্তোনিও-র দোকান ঘরে ওই কাঠের টুকরোটা পড়ে থাকতে দেখা গেল। মিঃ আন্তোনিও-কে সবাই মিঃ চেরি বলে ডাকত, কারণ ওঁর নাকটা সবসময়ে পাকা চেরি ফলের মত লাল চক্চকে হয়ে থাকত।

মিঃ চেরি যেই ওই কাঠের টুকরোটা দেখতে পেলেন, অমনি ওঁর মনে খুব স্ফূর্তি হ'ল। উনি আনন্দের চোটে দুই-হাত ঘষতে ঘষতে নিজের মনে বলে উঠলেন, 'ঠিক সময়ে কাঠের টুকরোটা আমার চোখে পড়েছে। ওটা দিয়ে আমার ছোট টেবিলটার একটা পায়া বানাতে হবে।'

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি তাঁর ধারালো কুড়ুলটা নিয়ে কাঠের টুকরোটার ছাল ছাড়িয়ে কাটবার জন্যে তৈরি হলেন। কিন্তু যেমনি তিনি কুড়ুলটা তুলে কাঠটাকে কাটতে যাবেন, অমনি তাঁর কানে এল একটা ক্ষীণ সরু গলার আওয়াজ, 'আমাকে খুব জোরে মেরো না।' ওঁর দুই হাত ওপরে তোলা অবস্থাতেই থেমে গেল। আর ভাব তো, মিঃ চেরির কি হতচকিত অবস্থা!

ভীষণ ভয় পেয়ে দোকানের চতুর্দিকে তাকালেন তিনি, কোথা থেকে এই আওয়াজটা এল, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। বেঞ্চির তলায় উঁকি মারলেন। কেউ নেই। আলমারির

তালা খুলে ভেতরে দেখলেন, কেউ নেই। ময়লা ফেলা ঝুড়িটা দেখলেন। কেবল কাঠের গুঁড়োয় ভর্তি। কেউ নেই। দোকানের দরজা খুলে বাইরে রাস্তাতেও উঁকি মারলেন। নাঃ, কেউ কোথাও নেই। তাহলে?



শেষপর্যন্ত উনি মাথার পরচুলাটা একটু চুলকিয়ে নিয়ে নিজের মনেই হাসতে আরম্ভ করলেন, 'বুঝেছি, ওই গলার আওয়াজটা স্রেফ কল্পনা। যাক, এবার কাজ শুরু করা যাক।'

কুড়ুলটা আবার তুলে নিয়েই কাঠটার ওপর ঘা দিলেন। 'উহু হু, বড্ড লেগেছে!' আবার সেই সরু গলার প্যানপ্যানানি।

এবার তো মিঃ চেরি একেবারে হতভম্ব। ভয়ের চোটে যেন চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে আর জিভটা বেরিয়ে একেবারে চিবুকের কাছে ঝুলছে।

খানিকক্ষণ বাদে একটু ধাতস্থ হয়ে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর তোতলাতে তোতলাতে চেরি বললেন,' কোথা থেকে এই সরু গলায় 'উ হু হু ' শব্দটা এল? এখানে তো আর কোন জীবন্ত মানুষ নেই? তাহলে কি আওয়াজটা এই কাঠের টুকরোটার মধ্যে থেকে এল? এটা তো একটা বাচ্চা ছেলের মত প্যান্‌পেনে গলায় নালিশ করছে। নাঃ, বিশ্বাসই হয় না, এই কাঠের টুকরোটা, অসম্ভব। এটা তো অন্য সব কাঠের মতোই একটা জ্বালানি কাঠের টুকরো মাত্র। এটা আগুনে পুড়িয়ে তো কেট্‌লিতে জল গরম করা যায়। তাহলে? এটার ভেতরে কি কেউ লুকিয়ে আছে? যদি থাকে, তো ওর কপাল মন্দ। আমি এখুনি এর ব্যবস্থা করছি!'

এই না বলে, বেচারা কাঠের টুকরোটাকে দু'হাতে ধরে নির্দয় ভাবে দেওয়ালের ওপর দমাদ্দম পিটতে লাগলেন।

তারপর থেমে গিয়ে উনি কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলেন, কোন সরু গলায় কেউ প্যানপ্যান করে নালিশ করছে কিনা। দু-মিনিট কেটে গেল, কোন আওয়াজ নেই। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট — কেউ শব্দ করছেনা, কোন আওয়াজ নেই, সব চুপচাপ।

'এবার বুঝেছি,' উনি হাসতে হাসতে পরচুলাটা দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, 'ওই সরু গলায় 'উ হু হু' আওয়াজটা আমি নিশ্চয়ই কল্পনা করেছি। ঠিক আছে, এবার কাজটা শুরু করা যাক।' খুব ভয় পেয়েছেন বলে, নিজেকে সাহস দেবার জন্যে উনি গান গাইতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে উনি কুড়ুলটা রেখে দিয়ে র‍্যাঁদাটা নিয়ে কাঠের টুকরোটা চেঁছে মসৃণ করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু র‍্যাঁদা যেমনি সামনে পেছনে ঘষতে আরম্ভ করল, অমনি আবার সেই সরু গলার আওয়াজ. এবার হেসে হেসে, 'আরে থাম থাম, সুড়সুড়ি লাগছে যে!'

এইবার মিঃ চেরি একেবারে মাথায় বাজ পড়ার মত ধপাস করে পড়ে গেলেন। যখন তাঁর চোখ খুলল, দেখলেন যে, ঘরের মেঝেতে বসে আছেন।

চোখ মুখের চেহারা দেখলে তোমরা তখন তাঁকে আর চিনতেই পারতে না। এমন কি ওঁর নাক, যেটা সবসময়েই লাল টকটকে হয়ে থাকত, ভয়ের চোটে এখন একেবারে নীল হয়ে গেছে।

ঠিক সেই সময়ে কেউ দরজায় ঠকঠক করল।

ছুতোর মশাই বলে উঠলেন, 'ভেতরে আসুন।' মিঃ চেরির গায়ে তখন আর উঠে বসবার মত জোর নেই।

একটা ছোট্টখাট্ট তেজি বুড়ো দোকানের ভেতরে ঢুকল। নাম তার জেপেত্তো, কিন্তু তার হলদে পরচুলাটা একদম একপাত্র হলদে 'পলেন্তা' বা পরিজ-এর মত দেখতে বলে, পাড়ার বাচ্চারা ওকে 'পলেন্দিনা' বলে খ্যাপাত।

জেপেত্তো ছিল ভীষণ রগচটা। ওকে যদি কেউ পলেন্দিনা বলে ডাকত, তো তার কপালে ছিল দুঃখ। বুড়ো এমন খেপে যেত যে, কেউ ওকে সামলাতে পারত না।

'সুপ্রভাত মিঃ আন্তোনিও' বুড়ো বলে উঠল, 'নীচে বসে কি করছেন?'

'পিঁপড়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি!'

'খুব ভাল মশাই, খুব ভাল।'

'কি কারণে আপনার আগমন, মিঃ জেপেত্তো?'

'মিঃ আন্তোনিও, আপনার কাছে একটা জিনিস চাইতে এসেছি।'

'আপনার সেবা করার জন্যে আমি প্রস্তুত।' মিঃ আন্তোনিও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

'আজ সকালে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

হয়ে ছুতোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর দ্বিতীয়বারের লড়াইটা হ'ল প্রথমবারের চেয়েও খারাপ।

এইবারের লড়াইটা শেষ হবার পর দেখা গেল, মিঃ আন্তোনিও-র নাকের ওপর আরো দুটো খাম্‌চানির দাগ আর জেপেত্তো-র জ্যাকেটের দুটো বোতাম উড়ে গেছে। হিসাব-নিকাশ বরাবর! ওরা আবার পরস্পরের হাত মেলাল আর শপথ করল, আমরণ ওরা ভাল বন্ধু হয়ে থাকবে। তারপর জেপেত্তো কাঠের টুকরোটা নিয়ে মিঃ আন্তোনিও-কে ধন্যবাদ জানিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।

জেপেত্তো থাকত একতলার একটা ছোট ঘরে। সিঁড়ির নীচের একটা জানলা দিয়ে ওই ঘরটায় আলো আসত। ওর আসবাবপত্র বলতে একটা নড়বড়ে চেয়ার, একটা নড়বড়ে খাট আর একটা ভাঙা টেবিল। ঘরটার পেছনের দেয়ালে একটা আগুন জ্বালানোর জায়গা, তাতে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আগুনটা একটা আঁকা ছবি আর ওই আগুনের ওপরে একটা কেট্‌লি বসানো আছে, সেটাও আঁকা। কেটলির জলটা ফুটছে আর সত্যিকারের বাষ্পের মত বাষ্পের মেঘ জমে আছে।

ঘরে ঢুকেই জেপেত্তো যন্ত্রপাতি নিয়ে ওর নাচিয়ে পুতুল বানানোর কাজে লেগে পড়ল।

'ওকে কী নামে ডাকা যায়?' ও স্বগতোক্তি করে, 'ইচ্ছে হচ্ছে, ওকে পিনোক্কিও নামে ডাকি। এই নামটা ওকে সৌভাগ্য এনে দেবে। এক সময়ে তো আমি একটা পুরো পিনোক্কিও পরিবারকে জানতাম। ওদের বাবা ছিল পিনোক্কিও, মা ছিল পিনোক্কিও, এমনকি ছেলেমেয়েগুলোও ছিল পিনোক্কিও, আর বেশ সুখেই ছিল। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ধনী ছিল, সে ছিল একটা ভিখিরি।'

পুতুলটার নামটা ঠিক করার পরেই ও নিবিষ্টচিত্তে কাজ শুরু করল। খুব তাড়াতাড়িই ও পুতুলটার চুল, কপাল আর চোখ দুটো বানিয়ে ফেলল। চোখ দুটো খোদা যেই শেষ হ'ল, অমনি ও দুটো নড়তে আরম্ভ করল আর বুড়োর দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইল। ভাবো তো, বুড়োর কি হতবাক অবস্থা!

জেপেত্তো ওই কাঠের চোখদুটোকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রেগে গিয়ে বলল, 'এই দুষ্টু কাঠের চোখ, আমার দিকে অমন করে কী দেখছিস?' কিন্তু, কেউ জবাব দিল না।

চোখ দুটো বানানোর পরে ও এবার পুতুলের নাকটা বানাল। কিন্তু নাকটা যেই শেষ হ'ল, অমনি ওটা বাড়তে থাকল। ওটা বেড়েই চলেছে,আর কিছুক্ষণের মধ্যে ওটা এত লম্বা হয়ে গেল যে, মনে হতে লাগল, ওটার কোন শেষই নেই।

বেচারা জেপেত্তো যতই কাটছাঁট করে নাকটাকে ছোট করে, অবাধ্য নাকটা ততই আবার বেড়ে যায়। অগত্যা বুড়ো নাক ছেড়ে দিয়ে এবার মুখটা বানাতে আরম্ভ করল। মুখটা

বানানো শেষ হয়েছে কি না হয়েছে, ওটা হাসতে আরম্ভ করল আর বুড়োকে নিয়ে রগড় করতে লাগল।

'হাসা বন্ধ কর।' জেপেত্তো বিরক্ত গলায় বলল। কিন্তু বলাই সার। মনে হ'ল, যেন দেয়ালকে বলছে। 'বলছি হাসা বন্ধ কর।' এবার ও চেঁচিয়ে শাসন করল।

মুখটা হাসি বন্ধ করল বটে, কিন্তু জিভ বার করে ভ্যাংচাল।



যাই হোক, পুতুল বানানোটা যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্যে জেপেত্তো না দেখার ভান করে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

মুখটা বানানোর পরে, ও এবার চিবুক বানাল, গলা বানাল, কাঁধ দুটো, পেট, হাত দুটো আর হাতের পাতাও বানিয়ে ফেলল।

যেই না হাত দুটো বানানো শেষ হ'ল, অমনি ওর মাথা থেকে পরচুলাটা ছিনিয়ে নিল। জেপেত্তো চোখ তুলে দেখে কী, ওর হলদে পরচুলাটা পুতুলটার হাতে ঝুলছে।

'পিনোক্কিও, এক্ষুনি আমার পরচুলাটা ফিরিয়ে দে।'

কিন্তু পিনোক্কিও পরচুলাটা না দিয়ে নিজের মাথাতেই পরে ফেলল আর ওটার তলায় ওর পুরো শরীরটাই প্রায় ঢেকে গেল।

ওর এই অবাধ্য ব্যবহার, ইয়ার্কি মারা দেখে জেপেত্তো এমন দুঃখ পেল যে, সারাজীবনেও এরকম দুঃখ পায়নি। ও পিনোক্কিও-কে বলল, 'শয়তান ছেলে, এখনও তোকে পুরো বানানো হয়নি, এর মধ্যেই তুই তোর বাবার অবাধ্য হচ্ছিস? খারাপ হচ্ছে কিন্তু, খুব খারাপ!' ও চোখের কোল থেকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেলল।

এখনও পা দুটো আর পায়ের পাতা তৈরি করা বাকি।

যেমনি জেপেত্তো পা দুটো আর পায়ের পাতা বানানো শেষ করল, অমনি ওর নাকের ওপর এক লাথি।

ও নিজের মনে বলে উঠল, 'আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। আগেই আমার এ সব কথা ভাবা উচিত ছিল। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' ও পুতুলটা হাতে তুলে নিয়ে মেঝের ওপর নামিয়ে দিল, দেখল পুতুলটা হাঁটতে পারে কি না। কিন্তু পিনোক্কিও-র পা দুটো শক্ত হয়ে আছে আর ওতো জানে না কি করে পা নাড়াতে হয়। তাই জেপেত্তো ওর হাত ধরে কী করে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে হয়, শিখিয়ে দিল।

যখন পিনোক্কিও-র পায়ের শক্তভাবটা কেটে গেল, তখন ও একা একাই হাঁটতে লাগল আর তারপর ঘরের মধ্যে দৌড়তেও শুরু করল। আর দৌড়তে দৌড়তেই খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল আর দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বেচারা জেপেত্তো ওর বুড়ো পায়ে যত জোরে পারে, ওর পেছনে দৌড়তে লাগল, কিন্তু ওকে ধরতেই পারল না। ছোট্ট পাজি ছেলেটা খরগোসের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ওর কাঠের পা দিয়ে রাস্তায় কুড়ি জোড়া জুতোর মত খটাখট শব্দ তুলে দৌড়চ্ছে।

জেপেত্তো চেঁচিয়ে উঠল, 'ধর, ধর, ওকে ধর।' কিন্তু রাস্তার লোকজনেরা যখন দেখল যে কাঠের পুতুলটা রেসের ঘোড়ার মত জোরে দৌড়চ্ছে, ওরা প্রথমে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, তারপর হাসতে শুরু করল। সে কি হাসি, হাসছে তো হাসছেই, শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে ওদের পেটব্যথা হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত, ভাগ্যক্রমে একটা পুলিশকে রাস্তায় আসতে দেখা গেল। পুলিশটা যখন ওই খটাখট আওয়াজটা শুনল, তখন ভাবল, বোধহয় কারো ঘোড়া দৌড়ে পালাচ্ছে, তাই ও ঘোড়াটাকে থামানোর জন্যে খুব সাহসের সঙ্গে রাস্তার মাঝখানে দু'পা ফাঁক করে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল।

পিনোক্কিও অনেক দূর থেকেই দেখল যে, পুলিশটা রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে আর তাই ও ভাবল যে পুলিশটা কিছু বুঝবার আগেই ওর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু বেচারার মন্দ কপাল।

পুলিশটা ওর জায়গা থেকে একটুও না নড়ে পিনোক্কিও-র লম্বা নাকটা ধরে তুলে ফেলল (মনে হচ্ছে যেন ওই হাস্যকর লম্বা নাকটা পুলিশ ধরে তুলবে বলেই তৈরি করা হয়েছে) আর জেপেত্তোর হাতে ফিরিয়ে দিল। জেপেত্তো তো ভেবেই রেখেছে যে, এবার ওর কান মুলে ওর দুষ্টুমির সাজা দেবে। কিন্তু ভাবো তো, জেপেত্তোর কী অবস্থা হ'ল যখন ও কানই খুঁজে পেল না। পাবে কি করে, ও এততাড়াতাড়ি পুতুলটা বানিয়েছে, যে ওর কান বানাতেই ভুলে গেছে।

অগত্যা ওর ঘাড় ধরেই ওকে নিয়ে চলল আর যেতে যেতে রাগের চোটে মাথা নাড়িয়ে বলতে লাগল, 'চল্, ঘরে চল্, তারপর তোর মজা দেখাচ্ছি।' এই শাসানি শুনেই তো পিনোক্কিও একেবারে রাস্তায় শুয়ে পড়ল আর হাঁটতেই চাইল না। ওদের চারিদিকে তখন বেশ কিছু বেকার, কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেল। কেউ এটা বলছে, কেউ ওটা বলছে। একজন বলে উঠল, 'বেচারা পুতুল! ওর বাড়ি না যাওয়াই উচিত। জেপেত্তো দুষ্টু লোক, ওকে কী মারটাই না মারবে!'

অন্যরাও সব বাজে বাজে মন্তব্য করতে লাগল, 'জেপেত্তো দুষ্টু লোক না হ'লেও বাচ্চাদের ওপর খুব অত্যাচার করে। যদি এই বেচারা পুতুলটাকে ওর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা'হলে ও তো ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

এত এত সব কথা শুনে, পুলিশটা পিনোক্কিও-কে ছেড়ে দিল আর উল্টে বেচারা জেপেত্তোকে জেলখানায় নিয়ে যাবে ঠিক করল। জেপেত্তো বেচারা নিজের কথা কিছুই বলতে পারল না আর জেলখানার দিকে যেতে যেতে ছোট বাচ্চার মত কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'হতভাগা ছেলে, তোকে একটা সুন্দর নাচিয়ে পুতুল বানানোর জন্যে আমি কী পরিশ্রমই না করেছি। আর তুই কি না শেষে....... আমার উপযুক্ত শাস্তিই আমি পেলাম। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল, কী হতে পারে।'

কী যে হ'ল পরে, তা একেবারে অবিশ্বাস্য!

যখন বেচারা জেপেত্তোকে বিনা দোষে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ওই পাজি ছেলেটা, পিনোক্কিও, যত তাড়াতাড়ি পারে, মাঠ পার হয়ে একা একা বাড়ির দিকে দৌড়চ্ছিল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে কখনও ও উঁচু উঁচু ঢিবি, কখনও কাঁটাঝোপ, কখনও বা জল-ভরা নালা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছিল। যেন একটা ছাগলের বাচ্চা কিংবা খরগোস শিকারির হাত থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে।

যখন ও বাড়ি পৌঁছল, দেখল দরজাটা ভেজানো। ও ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই খিল লাগিয়ে দিল। তারপর মুক্তির শ্বাস ফেলে মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ল।

কিন্তু এই মুক্তির স্বাদ বেশিক্ষণ পেতে হ'ল না, কারণ ও শুনতে পেল ঘরের মধ্যে কে যেন বলছে, 'ক্রি-ক্রি-ক্রি!'

পিনোক্কিও ভয় পেয়ে গেল, 'কে আমায় ডাকছে?'

'আমি ডাকছি।'

পিনোক্কিও ঘুরে তাকিয়ে দেখল, একটা বড় ঝিঁঝিঁপোকা আস্তে আস্তে দেয়াল বেয়ে উঠছে।

'কী বলছ, ঝিঁঝিঁপোকা? তুমি কে?'

'আমি একটা কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকা, আর এই ঘরে আমি একশ' বছর ধরে আছি।'

'কিন্তু এই ঘরটা আজ আমার। তুমি দয়া করে এক্ষুনি এই ঘর ছেড়ে চলে যাও।'

'তোমাকে একটা অপ্রীতিকর সত্যি কথা না বলে তো আমি এঘর ছেড়ে যেতে পারিনা,'— ঝিঁঝিঁপোকা বলল।

'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি বল।'

'যে ছেলেরা বাবার অবাধ্য হয় আর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়, তাদের কপালে দুঃখ আছে। তারা এই পৃথিবীতে কখনও সুখী হবে না আর কখনও না কখনও অনুশোচনায় পুড়ে মরবে।'

'বলে যাও, ঝিঁঝিঁপোকা, যা খুশি বলে যাও, কিন্তু কাল সকালে, সূর্য উঠলেই আমি পালিয়ে যাব। কেননা, এখানে থাকলে সব ছেলেদের ভাগ্যে যা হয়, আমারও তাই হবে। আমাকে ধরে বেঁধে স্কুলে পাঠাবে, আর আমাকে পড়াশুনো করতে হবে। তোমাকে চুপি চুপি বলে রাখি, আমি মোটেই পড়াশুনো করতে চাই না। আমি প্রজাপতির পেছনে ছুটতে চাই, গাছে চড়ে পাখির বাসা থেকে বাচ্চা পাড়তে চাই, ওতেই আমার মজা।'

'আরে বোকা ছেলে! তুমি কি জানো যে, এইভাবে সময় নষ্ট করলে, যখন তুমি বড় হবে, তখন লোকে তোমাকে মহামূর্খ গাধা বলে ডাকবে, আর সবাই তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে?'

পিনোক্কিও চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ কর্ ঝিঁঝিঁপোকা, তোর বক্‌বকানি থামা।'

কিন্তু ঝিঁঝিঁপোকাটা ওর এই অভদ্রতায় মোটেই রাগ করল না। খুব ধৈর্যের সঙ্গে, দার্শনিকের মত একভাবে বলে যেতে লাগল, 'যদি তুমি স্কুলে যেতে না চাও, তা'হলে অন্য কোন কাজ শিখতে পার। তা'হলে তো অন্তত তোমার নিজের ভাতরুটির ব্যবস্থা সৎভাবে করে নিতে পারবে।'

পিনোক্কিও ক্রমেই ধৈর্য হারাচ্ছে। ও জবাব দিল, 'তোকে একটা কথা বলব? এই পৃথিবীতে যত রকম কাজ আছে, তার মধ্যে একটা কাজই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।'

'সেটা আবার কী কাজ?'

'খাব, দাব, ঘুমাব, মজা করব আর সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত টই টই করে ঘুরে বেড়াব, এটাই আমার ভাল লাগে।'

কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকা ধীর ঠান্ডাভাবে জবাব দিল, 'তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার। যারা এইভাবে জীবন কাটায় তাদের শেষকালটা হাসপাতালে কিংবা জেলখানায় কাটে।'

'সাবধান ঝিঁঝিঁপোকা, অশুভ কথা বলবি না। যদি আমি রেগে যাই, তাহলে তোর কপালে দুঃখ আছে।'

'বেচারা পিনোক্কিও। তোমার জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়।'

'কেন, আমার জন্যে তোমার দুঃখ হবে কেন?'

'তুমি একটা নাচিয়ে পুতুল বলে, আর তোমার মাথাটা কাঠের বলে।'

এই শেষ কথায় পিনোক্কিও এত রেগে গেল যে, বেঞ্চি থেকে কাঠের হাতুড়িটা তুলে নিয়ে ঝিঁঝিঁপোকাটার দিকে ছুড়ে মারল।

মনে হয় ও ঝিঁঝিঁপোকাটাকে মারতে চায়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাতুড়িটা সোজা গিয়ে ওর মাথায় লাগল। বেচারা ঝিঁঝিঁপোকার গলা থেকে শেষ কটা শব্দ বেরোল, 'ক্রি-ক্রি-ক্রি।' বেচারার শরীরটা তখন শক্ত হয়ে গিয়ে দেয়ালে ঝুলছে।

ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে এল। তখন পিনোক্কিও-র মনে পড়ল, যে সারাদিন ওর কিছু খাওয়া হয়নি। ওর পেটের মধ্যে কিরকম অস্বস্তি হচ্ছে, মনে হচ্ছে, যেন খিদে পেয়েছে।

বাচ্চাদের খিদে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। মানে, কিছুক্ষণের মধ্যেই খিদেটা আগুনের মত জ্বলতে থাকে, আর তারপর আরও কিছুক্ষণ বাদে এমন রাক্ষুসে খিদে হয়, যেন একটা নেকড়ে বাঘের মত প্রচণ্ড খিদে আর খিদের চোটে মনে হয় লোহার পেরেক পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারে।

বেচারা পিনোক্কিও দৌড়ে ওই আগুনের কুণ্ডের কাছে গেল, যেখানে আগুনের ওপর বসানো কেটলিতে জল ফুটছে। ও তাড়াতাড়ি কেটলির ঢাকনা খুলে দেখতে গেল ভেতরে কী খাবার আছে। কিন্তু কেটলিটা তো দেয়ালে আঁকা একটা ছবি! কী নিরাশই না হ'ল বেচারা! ওর লম্বা নাকটা আরো কয়েক ইঞ্চি বেড়ে গেল।

ও সারা ঘর দৌড়ে দৌড়ে প্রতিটি থালা-বাটি উল্টে পাল্টে দেখল, সব দেরাজগুলো টেনে টেনে খুঁজল, যদি একটুকরো রুটি, এমনকী শুকনো রুটিও পায়। পাউরুটির কালো মাথাটা , কিম্বা কুকুরের ফেলে দেওয়া একটুকরো হাড় বা মাছের কাঁটা, নিদেন পক্ষে চেরিফলের বিচিটা, যা হোক কিছু চিবোনোর মত, যদি খুঁজে পায়। কিন্তু ও কিছুই খুঁজে পেলনা, একদম কিচ্ছু না।

আব এর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে ওর খিদে বেড়েই চলেছে। অথচ হাই তোলা ছাড়া কিছুই করার নেই। ও এমন বিশাল এক হাই তুলল যে, ওর মুখের হাঁ কান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তারপর ও থুতু ফেলল, আর মনে হল যেন ওর পেটের মধ্যে পাকস্থলীটাই নেই।

শেষপর্যন্ত মনের দুঃখে ও কাঁদতে শুরু করল আর বলতে লাগল ঃ 'কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকাটা ঠিকই বলেছিল। বাবার অবাধ্য হয়ে পালিয়ে গিয়ে আমি ঠিক কাজ করিনি। যদি বাবা এখন বাড়ি থাকত, তা'হলে আমাকে আর হাই তুলে তুলে মরতে হ'ত না। ওঃ খিদে জিনিসটা একটা সাংঘাতিক রোগ।'

হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, ঘরের ময়লার ঢিবির মধ্যে একটা কি যেন ডিমের মত সাদা আর গোলমত জিনিস। সঙ্গে সঙ্গে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা তুলল। আরে, এটাতো সত্যিই একটা ডিম!

ওর যে কী আনন্দ হ'ল, তা বলে বোঝানো যাবেনা। ওটা কল্পনা করে নিতে হবে। ওতো ভাবছে, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? ও এক হাত থেকে আরেক হাতে ডিমটা নিয়ে খেলতে লাগল, ডিমটাকে আদর করল, তারপর চুমুটুমু খেয়ে বলতে লাগল ঃ

'এখন কিভাবে এটাকে রান্না করা যায়? অম্‌লেট বানাব, নাকি পোচ? মনে হয় এটাকে ভাজলে খুব সুস্বাদু হবে। না কি, খোলা সমেতই এটাকে রান্না করব? না, না, এটাকে পোচ বানালেই তাড়াতাড়ি হবে। আর তর সইছেনা।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। ও কাঠকয়লার আগুনের ওপর একটা প্যান্ বসিয়ে, তাতে জল ঢেলে দিল, কেননা তেলও নেই, মাখন ও নেই। তারপর যেই না জল ফুটতে আরম্ভ করল, অমনি পট করে ডিমের খোলাটা ভেঙে ও প্যানের ওপর ধরল।

কিন্তু কী হ'ল? ডিমের কুসুম আর সাদা অংশটার বদলে একটা ছোট্ট মুরগির বাচ্চা ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ল আর ওকে মাথা হেলিয়ে নমস্কার করে খুশি খুশি গলায় বলল, 'মিঃ পিনোক্কিও, তোমাকে হাজার ধন্যবাদ, আমাকে আর কষ্ট করে নিজে নিজে খোলাটা ভাঙতে হ'ল না। বিদায়, নিজের যত্ন নিও আর সবাইকে আমার ভালবাসা জানিও।'

এই বলে, ছোট্ট মুরগির বাচ্চাটা পাখা ছড়িয়ে উড়তে উড়তে খোলা জানালাটা দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

বেচারা নাচিয়ে পুতুল তো তখন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি স্থির, মুখটা হাঁ, আর হাতে ডিমের ভাঙা খোলাটা। যখন ওর হতভম্ব ভাবটা একটু কাটল, ও তখন আবার চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করল, হতাশায় দুঃখে মেঝের ওপর পা ঠুকতে লাগল, আর কাঁদতে কাঁদতে বলল ঃ

'হ্যাঁ, কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকাটা সত্যি কথাই বলেছিল। যদি আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে না যেতাম আর যদি বাবা বাড়িতে থাকত, তা'হলে আমাকে খিদের চোটে মরতে হ'ত না। ওঃ, খিদেটা একটা ভয়ানক রোগ!'

ওর পেট্‌টা এখন আগের চেয়েও খালি মনে হচ্ছে আর যেহেতু ও পেটে দেবার মত কিছুই আর খুঁজে পেলনা, তাই ভাবল, ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে যাই, কোন সহৃদয় লোকের দেখা পেতেও পারি, আর চাইলে কি আর একটুকরো রুটি দেবেনা?

রাতটা ছিল খুব ঠান্ডা। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল । মনে হচ্ছিল আকাশে আগুন লেগেছে। শন্‌শন্ করে জোর হাওয়া বইছিল। ধুলোর ঝড়ে চারিদিক ঢেকে যাচ্ছিল । বড় বড় গাছগুলো ঝড়ের দাপটে দুলছিল আর মড়মড় করে যেন আর্তনাদ করছিল।

পিনোক্কিও তো বজ্র-বিদ্যুৎকে দারুণ ভয় পায়। কিন্তু ভয়ের চাইতেও ওর খিদেটা আরও তেজি আর তাই ও দরজাটা খুলেই যত তাড়াতাড়ি পারে গ্রামের দিকে দৌড়লো আর যখন ও গ্রামে পৌঁছলো, তখন ওর জিভটা শিকারি কুকুরের মত বেরিয়ে এসে ঝুলছে।

কিন্তু গ্রামের সব বাড়িই অন্ধকার। চুপচাপ। দোকানগুলো বন্ধ। সব বাড়ির দরজা, জানালাও বন্ধ। রাস্তায় একটা কুকুরও দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, যেন এটা একটা মরা মানুষের গ্রাম।

যাই হোক্, পিনোক্কিও প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় থাকতে না পেরে একটা বাড়ির ঘন্টি বাজাতে লাগল আর নিজের মনেই বলতে লাগল, 'কেউ না কেউ তো নিশ্চয়ই জেগে উঠে খোঁজ নিতে আসবে।' আর ঠিক তখনই একটা তেজি বুড়ো, মাথায় রাতের টুপি পরা, জানালা দিয়ে উঁকি মারল, আর রেগেমেগে বলল ঃ

'এত রাতে তুই কে রে, কী চাস্?'

'আমাকে দয়া করে একটুকরো রুটি দেবেন, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'দাঁড়া, এক্ষুণি আসছি।' এই বলে বুড়ো জানালা থেকে সরে গেল। ও বুঝতে পেরেছে, এটা একটা বাড়ি-পালানো দুষ্টু ছেলে, যে রাত্তিরবেলা ভালো লোকদের বাড়ির ঘন্টি বাজিয়ে বিরক্ত করে, আর শান্তিতে ঘুমোতে না দিয়ে মজা পায়।

আধ মিনিট বাদে, জানালাটা আবার খুলে গেল আর ওই একই গলার স্বর পিনোক্কিওকে বলল ঃ

'জানালার নীচে এসে দাঁড়া আর তোর টুপিটা পাত।' তা, পিনোক্কিও-র তো কোন টুপিই নেই, তাই ও চুপচাপ জানালার নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল আর তক্ষুনি এক গামলা জল ওর মাথার ওপর ছপাস্ করে পড়ল আর ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরটা ভিজে ন্যাতার মত হয়ে গেল।

পিনোক্কিও তো একটা ভিজে ইঁদুরের মত বাড়ি ফিরে এল। ওর তখন খিদেয়, ক্লান্তিতে মরার মত অবস্থা। ওর আর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই, তাই ও বসে পড়ল আর ওর ভিজে, কাদামাখা পা দু'খানা জ্বলন্ত কাঠকয়লার ওপর তুলে দিল।

এইভাবে বসে থাকতে থাকতে কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়েছে, জানে না। আর ওর ঘুমের মধ্যেই ওর কাঠের পা দুটোয় আগুন ধরে গেছে আর আস্তে আস্তে জ্বলতে জ্বলতে ওর দুটো পা-ই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

পিনোক্কিও তো নাক ডেকে ঘুমিয়েই চলেছে, ওর পায়ের যে কী দশা ও জানেই না। শেষে, যখন সকাল হয়েছে, তখন দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ শুনে ওর ঘুম ভাঙল।

'কে?' ও হাই তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল।

'আমি।' একটা গলার স্বর ভেসে এল।

ওটা আর কারো গলার স্বর নয়, জেপেত্তোর।

বেচারা পিনোক্কিও-র চোখ তখনও ঘুমে আধ-বোঁজা আর ও লক্ষ্যই করেনি, যে ওর পা দু'খানা পুড়ে গেছে। তাই ওর বাবার গলার আওয়াজ শুনেই ও টুল থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়ে দরজার খিল খুলতে গেল। কিন্তু নড়বড় করতে করতে ধড়াম করে মেঝের ওপর পড়ে গেল আর এমন শব্দ হ'ল, যেন পাঁচতলা উঁচু থেকে এক বস্তা কাঠের চামচ নীচে পড়েছে। এদিকে জেপেত্তো তো চেঁচাচ্ছে, 'দরজা খোল্।'

'পারছিনা বাবা,' নাচিয়ে পুতুলটা কাঁদতে কাঁদতে আর মেঝের ওপর গড়াতে গড়াতে জবাব দিল।

'কেন?'

'আমার পা দুটো কেউ খেয়ে নিয়েছে।'

'কে খেয়েছে?'

'বিড়াল।' পিনোক্কিও দেখল যে একটা বিড়াল ঘরে ঢুকে কাঠের কুচি নিয়ে খেলা করছে।

'দরজা খোল বলছি।' জেপেত্তো চেঁচিয়ে উঠল, 'যদি না খুলিস, তাহলে ঘরে ঢুকে তোকে বিড়ালের লেজের চাবুক মারব।'

'সত্যি বলছি বাবা, আমি দাঁড়াতেই পারছিনা। এখন আমার কী হবে! আমি কি সারাজীবন হাঁটু দিয়ে হাঁটব?'

জেপেত্তো ভাবল যে, নাচিয়ে পুতুলটা কান্নাকাটির ভান করছে আর তাই ও কোনরকমে দেয়াল বেয়ে উঠে, জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল।

প্রথমে তো ও খুব রেগে গিয়েছিল, কিন্তু যখন দেখল যে, পিনোক্কিও ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে আর ওর দুটো পা-ই নেই, তখন ওর রাগ পড়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি পিনোক্কিও-কে দু'হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে আদর করতে লাগল। ওর দু'গাল বেয়ে তখন চোখের জল পড়ছে আর কাঁদতে কাঁদতে ও বলল ঃ

'বাবা পিনোক্কিও, কি করে তোমার পা দুটো পুড়ে গেল?'

'জানিনা বাবা, কিন্তু বিশ্বাস কর, কি ভয়ঙ্কর রাতটা কেটেছে, আমার সারা জীবনেও ভুলতে পারব না। ঘন ঘন বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে আর আমার এত খিদে পেয়েছে,

আর ঝিঁঝিঁপোকাটা বলল, 'ঠিক হয়েছে, যে যেমন দুষ্টু, তার তেমনি সাজা,' আর আমি বললাম, 'সাবধান ঝিঁঝিঁপোকা,' আর ও বলল, 'তুমি একটা নাচিয়ে পুতুল আর তোমার মাথাটা কাঠের,' আর তাই আমি ওকে হাতুড়ি ছুড়ে মারলাম আর ও মরে গেল, কিন্তু সেটা তো ওরই দোষ, ওকে তো আমি মারতে চাইনি আর দেখনা, আমি কাঠকয়লার আগুনে প্যানটা বসালাম, আর ডিম থেকে মুরগিটা উড়ে গেল আর বলে গেল, 'বিদায় ভাই, সবাইকে ভালবাসা জানিও' আর আমার খিদে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, আর সেইজন্যে বুড়োটা মাথায় রাত-টুপি পরে, জানালা খুলে বলল, 'তোর টুপিটা পেতে জানালার নীচে দাঁড়া,' আর দেখ, আমার মাথায় এক গামলা ঠাণ্ডা জল পড়ল, আর বলতো একটুকরো রুটি চাওয়া কি অসম্মানের ব্যাপার? তাই আমি দৌড়ে বাড়ি চলে এলাম, আর পা দুটো শুকোনোর জন্যে আগুনের আংটাটার ওপর তুলে দিলাম, আর যখন তুমি বাড়ি এলে, তখন আমার পা দুটো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আর আমার তো এখনও দারুণ খিদে, আর আমার পা-ই নেই, অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ।'

বেচারা পিনোক্কিও এত জোরে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল যে, কয়েক মাইল দূরেও ওর কান্নার আওয়াজ শোনা যেত।

জেপেত্তো এত কথার মধ্যে শুধু এইটুকুই বুঝতে পারল যে, নাচিয়ে পুতুলটা খিদের চোটে মরতে বসেছে। ও পকেট থেকে তিনটে ন্যাশপাতি বার করে ওকে দিয়ে বলল ঃ

'এই ন্যাশপাতি তিনটে আমার সকালের জলখাবার ছিল। এগুলো তোকে দিলাম। এগুলো খা, গায়ে জোর হবে।'

'এগুলো আমি খেতে পারি, কিন্তু তোমাকে খোসা ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

'খোসা ছাড়িয়ে দিতে হবে?' জেপেত্তো অবাক হয়ে গেল, 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না বাছা যে, তুই এত খুঁতখুঁতে আর এত উদ্ভুটে কথা তোর মাথায় আসে। খুব খারাপ! ছোটবেলা থেকেই আমাদের এই অভ্যেসটা করা উচিত যে, যা সামনে দেওয়া হবে, তাই খাব এবং তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কেন না কখন যে কী ঘটে, কেউ তা জানেনা। এ পৃথিবীটা বড়ই আজব জায়গা।'

'যা বললে, সবই ঠিক, ' পিনোক্কিও জবাব দেয়, 'কিন্তু খোসা না ছাড়িয়ে আমি কোন ফলই খাবনা, আর আমি তো খোসা ছাড়াতে পারিনা।'

অগত্যা জেপেত্তো পকেট থেকে ছোট পকেট-ছুরিটা বার করে খুব ধৈর্যের সঙ্গে তিনটে ন্যাশপাতির খোসা ছাড়িয়ে দিল। ছাড়ানো খোসাগুলো ও টেবিলের কোনায় রেখে দিল।

দু'গাল ন্যাশপাতি খাবার পর যখন পিনোক্কিও ভেতরের শক্ত অংশটা ছুড়ে ফেলে দিতে যাবে, তখন জেপেত্তো ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল ঃ

'ছুড়িস না, ছুড়িস না. রেখে দে, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।'

পিনোক্কিও রেগে গিয়ে বলল. 'তুমি কী ভাবছ যে, আমি এই ভেতরটা খাব?'

জেপেত্তো ঠান্ডা মাথায় জবাব দিল, 'কে জানে! পৃথিবীটা একটা আজব জায়গা।' তাই তিনটে ন্যাশপাতির ভেতরের শক্ত অংশগুলোও জানালা দিয়ে ফেলে না দিয়ে খোসার সঙ্গে টেবিলের ওপরই রাখা হল।

তিনটে ন্যাশপাতি গোগ্রাসে গিলবার পর পিনোক্কিও হাত-পা ছড়িয়ে একটা হাই তুলল। পরক্ষণেই আবার কাঁদুনি শুরু করল ঃ

'আমার আবার খিদে পেয়েছে।'

'কিন্তু বাছা, আমার কাছে তো আর কিছুই নেই।'

'কিছুই নেই, কিচ্ছু নেই?'

'এই খোসাগুলো আর ভেতরের শক্ত অংশগুলো আছে।'

পিনোক্কিও নিজেকে বলল, 'ধৈর্য ধর, যদি আর কিছুই না থাকে, তা'হলে একটু খোসাটা খেয়ে দেখতে পারি।'

এই বলেই ও খেতে আরম্ভ করল। প্রথমে একটু মুখ কোঁচকালো বটে, কিন্তু তারপরেই একটু একটু করে সমস্ত খোসাগুলোই খেয়ে ফেলল। তারপর ভেতরের শক্ত অংশগুলোও খেয়ে ফেলল। যখন সব খাওয়া শেষ, তখন ও পেট চাপড়ে খুশি খুশি মুখে বলল ঃ

'এখন বেশ ভাল লাগছে।'

জেপেত্তো বলল, 'দেখলি তো, আমি বলেছিলাম না যে, খাওয়ার ব্যাপারে কোন খুঁতখুঁতুনি করবিনা। বাছা শোন, কখন যে কী ঘটে, কেউ বলতে পারে না। বললাম না, পৃথিবীটা একটা আজব জায়গা।'

খাওয়া শেষ হতে না হতেই নাচিয়ে পুতুলটা আবার ঘ্যানঘ্যান করতে শুরু করল, ওর এখন নতুন পা চাই।

কিন্তু জেপেত্তো ওর দুষ্টুমির সাজা দেবার জন্যে প্রায় অর্ধেক দিনটা ওকে কাঁদতে আর ভ্যানভ্যান করতে দিল। শেষ পর্যন্ত বলল ঃ

'কেন তোকে আমি নতুন পা বানিয়ে দেব? বাড়ি থেকে আবার পালিয়ে যাবার জন্যে?'

পুতুলটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে আমি ভাল ছেলে হয়ে যাব।'

জেপেত্তো বলল, 'আরে এটা তো সব বাচ্চারাই বলে থাকে যখন ওরা কোন জিনিস চায়।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি স্কুলে যাব, পড়াশুনো করব আর আমার জন্যে তোমার গর্ববোধ হবে....'

'যখন বাচ্চারা কিছু চায় তখন ওরা ঠিক এই সব কথা বলে থাকে।'

'কিন্তু আমি তো অন্য বাচ্চাদের মত নই। আমি ওদের চেয়ে ভাল, আর আমি তো সবসময় সত্যি কথা বলি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবা, আমি কিছু একটা কাজ শিখব আর তোমার বুড়ো বয়সে তোমার দেখাশুনো করব।'

জেপেত্তোকে দেখতে রাগী হলে কি হবে, বেচারা পিনোক্কিও-র এই দুর্দশা দেখে, লোকটার দু'চোখ জলে ভরে গেল আর ওর মনে খুব কষ্টও হ'ল। আর কোন কথা না বলে ও দু'টুকরো ভাল কাঠ আর ওর যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করল আর আধঘণ্টার মধ্যেই দুটো হাল্কা, চটপটে পা বানিয়ে ফেলল, যেন সত্যিকারের শিল্পীর সৃষ্টি। তারপর জেপেত্তো বলল, 'চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়।'

পিনোক্কিও চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করে শুয়ে রইল। জেপেত্তো একটা ডিমের খোলার মধ্যে কিছু আঠা গলিয়ে নিয়ে ওর পা দুটো ঠিক জায়গায় আটকে দিল। আর এই কাজটা এমন নিখুঁত ভাবে করল যে, কোন্ জায়গায় পা দুটো আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে না।

যেই পুতুলটা টের পেল যে, ওর নতুন পা হয়েছে, ও অমনি টেবিলে শোয়া অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল আর আনন্দের চোটে পাগলের মত ঘুরে ঘুরে নাচতে আর লাফাতে লাগল।

তারপর পিনোক্কিও ওর বাবাকে বলল, 'এবার তোমাকে দেখাতে চাই, আমি তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ। আমি এখুনি স্কুলে যেতে চাই।'

'বা, বা! কী ভাল ছেলে।'

'কিন্তু স্কুলে যেতে গেলে তো আমার জামাকাপড় চাই।'

জেপেত্তো ছিল খুব গরিব। ওর পকেটে একটাও পয়সা নেই। তাই ও পিনোক্কিওর জন্যে ফুল-আঁকা একটা কাগজ দিয়ে জামা প্যান্ট বানিয়ে দিল, কাঠের ছাল দিয়ে একজোড়া জুতো বানিয়ে দিল আর একটুকরো নরম রুটি দিয়ে একটা টুপি বানিয়ে দিল।

পিনোক্কিও দৌড়ে গিয়ে একটা জল-ভরা গামলার জলে ওর নিজের চেহারাটা দেখে নিল আর এত খুশি হ'ল যে, বলে উঠল, 'আমাকে ঠিক একটা ভদ্রলোকের মত দেখাচ্ছে।'

জেপেত্তো বলল, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে রেখ, সুন্দর কাপড়-চোপড় পরলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না। জামা- কাপড় পরিষ্কার হওয়া চাই।'

পিনোক্কিও বলতে থাকে, 'স্কুলের কথা ভাবছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর দরকারি জিনিসটাই তো এখনও নেই।'

'সেটা আবার কী?'

'আমার তো কোন বই-ই নেই।'

'ঠিক বলেছিস। কিন্তু কি করে একটা বই জোগাড় করা যায়?'

'সোজা! বই-এর দোকানে যাও আর একটা বই কিনে নাও।'

'আর টাকা?'

'আমার কাছে কিছু নেই।'



বুড়ো দুঃখিত ভাবে বলল, 'আমার কাছেও নেই।'

পিনোক্কিও যদিও খুব হাসিখুশি ছেলে, কিন্তু ওরও খুব দুঃখ হ'ল।

কারণ দারিদ্র, যদি সত্যিকারের দারিদ্র হয়, তো সব আনন্দই ধ্বংস করে দেয়, এমনকী বাচ্চাদের আনন্দও।

'দাঁড়া, দাঁড়া,' হঠাৎ জেপেত্তো চেঁচিয়ে উঠল, আর লাফ দিয়ে উঠে ওর ফুটো-ওয়ালা, তালি-মারা পুরোনো কোটটা পরে নিয়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ফিরে এল, হাতে একটা বই, ওর ছেলের জন্যে। কিন্তু বুড়োর গায়ে খালি ওর জামাটা আর এদিকে বাইরে বরফ পড়ছে।

'বাবা, তোমার কোটটা কোথায়?'

'ওটা আমি বেচে দিয়েছি।'

'ওটা বেচে দিলে কেন?'

'ওটা পরে খুব গরম লাগছিল, তাই।'

পিনোক্কিও তো সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী, আর তাই ওর এত মনে লাগল যে, ও জেপেত্তোর গলা জড়িয়ে ধরে ওর মুখে চুমু খেতে লাগল।

বরফ পড়া বন্ধ হ'লে পিনোক্কিও ওর নতুন কেনা বই বগলে স্কুলের দিকে রওনা হ'ল। যেতে যেতে ও মনে মনে কত ভাল ভাল ফন্দিই না আঁটল আর নিজের মনে বলতে লাগল ঃ

'আজ স্কুলে গিয়ে আমি তো আজকেই পড়তে শিখে যাব। কাল লিখতে শিখব আর পরশু আমি অঙ্ক শিখে ফেলব। তারপর আমার এত বিদ্যা হবে যে, আমি অনেক টাকা রোজগার করব। আর প্রথম টাকা পেয়েই আমি বাবার জন্যে একটা নতুন খুব সুন্দর কাপড়ের কোট কিনব। না, না, কাপড়ের কোট কেন, আমি একটা সোনা আর রুপো দিয়ে তৈরি কোট কিনব, ওটার বোতামগুলো হবে হিরের। বেচারা বাবার একটা কোট খুব দরকার, কেননা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করবে বলে, বাবা এই ঠান্ডার দিনে নিজের কোট খুলে বিক্রি করে আমায় বই কিনে দিয়েছে। বাবা ছাড়া আর কেউ এরকম স্বার্থত্যাগ করবে?'

যখন ও এই সব বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, ঠিক তখনই ও দূর থেকে বাঁশি আর ঢোলের আওয়াজ শুনতে পেল, 'পিঁ পিঁ পিঁ, ডুম ডুম ডুম'। ও দাঁড়িয়ে পড়ে শুনতে লাগল। মনে হ'ল যেন, এই স্কুলে যাবার রাস্তাটা আড়াআড়ি কেটে যে লম্বা রাস্তাটা দূরে চলে গেছে, সেই রাস্তার শেষ থেকে এই বাজনার আওয়াজটা আসছে। এই রাস্তাটার শেষে সমুদ্রের ধারে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে।

'এটা কিসের বাজনা? ইস্, যদি স্কুলে না যেতে হ'ত......'

ও ভাবতে লাগল। ইস্কুলে যাবে, না, বাজনা শুনতে যাবে।

'ঠিক আছে, আজ বাজনা শুনতে যাই, কাল স্কুলে যাব। আরে, স্কুলে যাবার জন্যে ঢের সময় পড়ে আছে।' দুষ্টু ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

যেই না বলা, অমনি কাজ। ও তাড়াতাড়ি রাস্তাটা ধরে যেদিক থেকে বাজনার আওয়াজটা আসছে, সেদিকে জোর ছুট লাগালো। যত কাছে যায়, তত বাজনার শব্দটা জোর হয়ে ওঠে, 'পিঁ পিঁ পিঁ, ডুম ডুম ডুম।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ও পৌঁছে গেল একটা ছোট মাঠে, সেখানে একটা কাঠের তক্তা আর কাপড় দিয়ে বানানো বাড়িমত, চক্‌চকে রঙ-টঙ করা আর চারপাশে অনেক লোকের ভিড়।

ভিড়ের মধ্যে একটা ছেলে ছিল, দেখে মনে হ'ল, ওখানেই থাকে। পিনোক্কিও ওকে জিগ্‌গেস করল,' এই বাড়িটা কিসের? এখানে কী হচ্ছে?'

'ঐ যে দেয়ালে কাগজটা সাঁটা আছে, ওটা পড়ে নাও, সব লেখা আছে।'

'কিন্তু আমি যে মোটে পড়তেই জানি না!'

'বাঃ বাঃ বোকারাম। তাহলে আমিই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। ওই বড় কাগজটায় বড় বড় লাল অক্ষরে কী লেখা আছে, জান? লেখা আছে,— 'পুতুল নাচের থিয়েটার।''

'পালাটা কি অনেকক্ষণ শুরু হয়েছে?'

'না, না, এই তো সবে শুরু হচ্ছে।'

'ভেতরে ঢুকতে ক'টাকা লাগে?'

'দু'টাকা।'

ভেতরে ঢুকবার জন্যে পিনোক্কিও তখন এত কৌতূহলী যে, লজ্জার বালাই না রেখে ছেলেটাকে বলল ঃ

'তুমি আমাকে দু'টাকা ধার দেবে? কাল দিয়ে দেব।'

ছেলেটা হাসতে হাসতে বলল,'দিতে পারতাম, যদি আজ আমার কাছে টাকা থাকত।'

নাচিয়ে পুতুল বলল, 'আমার জ্যাকেটটা তোমায় দু'টাকায় বিক্রি করতে রাজি আছি।'

'এই ফুল-আঁকা কাগজের জ্যাকেট নিয়ে আমি কী করব? যদি বৃষ্টি নামে, তাহলে তো এটা গা থেকে খুলতেই পারবনা।'

'আমার জুতোজোড়া তা'হলে কিনে নাও।'

'আরে ওগুলো তো কেবল জ্বালানি কাঠের কাজ করবে।'

'আমার টুপিটা বিক্রি করলে ক'টাকা দেবে?'

'খুব ভাল ব্যবসাদারি শিখেছ তো? ওই রুটির তৈরি টুপিটা? ওটা তো আমার মাথা থেকে ইঁদুরগুলো খেয়ে নেবে।'

পিনোক্কিও-র ছটফটানি বেড়ে গেল। ওর গায়ে যেন ছুঁচ ফুটছে। আর একটা জিনিস বিক্রি করতে ওর সাহসে কুলোচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করে তুত্‌লিয়ে ও বলেই ফেলল, 'এই নতুন বইটার বদলে আমাকে দু'টাকা দেবে?'

ছেলেটা বলল, 'আমি তো একটা ছোট্ট ছেলে আর অন্য ছোট ছেলেদের কাছ থেকে আমি কিছু কিনি না।' ওর মাথায় পিনোক্কিও-র চাইতে বেশি বুদ্ধি।

একটা পুরোনো জামা পরা লোক, যে ওদের কথাবার্তা শুনছিল, তক্ষুনি বলে উঠল, 'আমি তোমার বইটার জন্য দু'টাকা দিতে রাজি আছি।' বইটা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে গেল। ভাবতো, ছেলের বই কিনবার জন্যে বেচারা জেপেত্তো নিজের কোটটা বিক্রি করে দিল আর এখন এই ঠাণ্ডায় বেচারা শুধু জামা গায়ে দিয়ে বাড়িতে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে।

পিনোক্কিও পুতুল নাচের থিয়েটার হল্-এ ঢুকতেই প্রচণ্ড হৈ চৈ বেধে গেল। কেননা, তার আগেই পর্দা উঠে গেছে আর পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। দুটো নাচিয়ে পুতুল, যাদের নাম হার্লেকুইন আর পুঁচিনেল্লো, স্টেজের ওপর অভিনয় করছে, এমন ঝগড়া করছে যেন আর একটু হ'লেই ঘুষোঘুষি শুরু হয়ে যাবে।

দর্শকরা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ওই কাঠের পুতুলগুলোর ঝগড়া করা, মারামারি করা, আর, একজন আরেকজনকে খুব গালাগাল দিচ্ছে, এই সব দেখে দর্শকদের তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়। ওরা এমন সুন্দর অভিনয় করছে যে, মনে হচ্ছে দুটো সত্যিকারের মানুষ ঝগড়া করছে।

কিন্তু হঠাৎই হার্লেকুইন ওর অভিনয় থামিয়ে দিয়ে দর্শকদের দিকে ঘুরে, হলের পেছনদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে, নাটকীয় ভাবে চেঁচিয়ে উঠল ঃ

'হা ভগবান! আমি কি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি? আরে, পেছনে তো ওই পিনোক্কিও দাঁড়িয়ে!'

পুঁচিনেল্লোও চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে তাইতো! পিনোক্কিওই বটে।'

একটা মেয়ে পুতুল, তার নাম, সিনোরা রোজাউরা, সেও স্টেজের পেছনদিক থেকে মাথা উঁচিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পিনোক্কিও-ই তো।'



এবার স্টেজের পাশের পর্দা ঠেলে সব পুতুলগুলো স্টেজের ওপর ছুটে এল,আর সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে পিনোক্কিও, আরে এই তো পিনোক্কিও! আমাদের ভাই পিনোক্কিও, পিনোক্কিও জিন্দাবাদ।'

হার্লেকুইন চেঁচাচ্ছে, ' পিনোক্কিও, এখানে ওপরে উঠে এস আমাদের কাছে। তোমার কাঠের পুতুল বন্ধুদের সাথে কোলাকুলি কর।'

এত আদরের ডাক শুনে পিনোক্কিও আর থাকতে পারল না। প্রথমে এক লাফ দিয়ে হলের পেছন দিক থেকে সামনের সিটে এসে পড়ল, আর এক লাফে একদম বাজনাদারদের ঘাড়ের ওপর আর তারপর একটা উড়ন্ত লাফ দিয়ে ওখান থেকে একেবারে স্টেজের ওপর।

তারপরে যা হৈ চৈ, গণ্ডগোল শুরু হ'ল! কোলাকুলি, জড়াজড়ি, আদর করে চিমটিকাটা, পিঠ চাপড়ানো, সমস্ত পুতুল অভিনেতা অভিনেত্রীরা পিনোক্কিও-কে নিয়ে স্টেজের ওপরেই হুল্লোড় বাধিয়ে দিল।

সত্যিই, দেখার মত কাণ্ড একটা ঘটল বটে। কিন্তু দর্শকেরা তো তা মানবেনা। ওরা যখন দেখল যে, পালাটা মোটেই এগোচ্ছেনা, অন্য সব ব্যাপার-স্যাপার হচ্ছে, ওরা অধৈর্য হয়ে চেঁচাতে লাগল, 'পালা শুরু কর, পালা শুরু কর।'

কিন্তু কিসের পালা, কারা করবে? পুতুলগুলো উল্টে পিনোক্কিও-কে নিয়ে আরও হৈ হৈ করে আনন্দ করতে লাগল, তারপর পিনোক্কিও-কে কাঁধে তুলে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে স্টেজের সামনের ফুটলাইটের দিকে এগিয়ে চলল।

এই সময় হঠাৎ পুতুল নাচের মালিক স্টেজের ওপর উপস্থিত। লোকটা বেজায় ঢ্যাঙা আর দেখতে এমন কুচ্ছিত যে ওর দিকে তাকালেই ভয় করে। এক ধ্যাবড়া কালো কালির মত ওর দাড়িটা এত লম্বা যে, দাড়ির শেষ প্রান্তটা মাটিতে লুটোচ্ছে আর ও যখন হাঁটে, তখন দাড়ির ওপর পা পড়ে। একটা উনুনের মত বড় ওর মুখের হাঁ আর চোখ দুটো যেন দুটো জ্বলন্ত লাল লণ্ঠন। সাপ আর খ্যাঁকশেয়ালের লেজ জড়িয়ে জড়িয়ে বানানো একটা বিরাট চাবুক ও হাঁকড়াচ্ছে।

যেই মালিক স্টেজে এল, সবাই তো ভয়ে একদম চুপ। একটা পিন পড়ার শব্দও বুঝি টের পাওয়া যায়। সব নাচিয়ে পুতুলগুলো তো ভয়ের চোটে গাছের পাতার মত থরথর করে কাঁপছে।

রাক্ষসের সর্দি-বসা গলার মত ঘড়ঘড়ে গলায় মালিকপিনোক্কিও-কে জিগ্‌গেস করল, 'তুই কেন এখানে এসেছিস আমার থিয়েটারে গণ্ডগোল পাকাতে?'

'বিশ্বাস করুন হুজুর, আমার কোন দোষ নেই।'

'আর একটাও কথা নয়। আজ রাতেই তোর ব্যবস্থা করছি।'

পালাটা তারপর তো কোনোরকমে শেষ হল। মালিক তক্ষুনি রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল, সেখানে তখন ওর রাতের খাবারের জন্যে একটা আস্ত ভেড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগুনে ঝলসানো হচ্ছে। ও যখন দেখল যে, ভেড়াটা পুরো ঝলসানোর জন্যে আগুনে দেওয়ার মত

যথেষ্ট কাঠ নেই, তখন ও হার্লেকুইন আর পুঁচিনেল্লোকে ডেকে হুকুম করল, 'ওই যে পুতুলটাকে দেয়ালে পেরেকের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছি, ওটাকে নিয়ে আয়। ওটা বেশ ভাল শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরি আর ওটা আগুনে দিয়ে আমার রোস্টটা পুরো ঝলসানো হয়ে যাবে।' প্রথমে তো হার্লেকুইন আর পুঁচিনেল্লো যেতে চাইছিল না, কিন্তু মালিক ওদের দিকে এমন ভয়ঙ্কর চোখে তাকাল যে, ওরা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে দৌড়ল। কিছুক্ষণ পরেই ওরা পিনোক্কিও-কে রান্নাঘরে নিয়ে এল, বেচারা তখন জল থেকে তোলা মাছের মত ছটফট করছে আর প্রাণভয়ে চিৎকার করছে, 'বাবা, বাবা, আমাকে বাঁচাও! আমি মরতে চাইনা! আমি মরতে চাইনা!'

আগুনখেকো (মালিকের আসল নাম) লোকটার মাটি পর্যন্ত লুটোনো, বুক-পা ঢাকা ইয়া-লম্বা দাড়ি-সমেত চেহারাটা দেখতে ভয়ঙ্কর হ'লে কী হবে, আসলে লোকটার মনটা খুব খারাপ ছিল না। পিনোক্কিও-কে 'আমি মরতে চাইনা, আমি মরতে চাইনা' বলে চিৎকার করে কাঁদতে আর ছটফট করতে দেখে ওর মনে একটুএকটু কষ্ট হতে লাগল আর ও চেষ্টা করেও চাপতে না পেরে বিরাট এক হাঁচি দিল।

হার্লেকুইন তো এতক্ষণ মনমরা হয়ে কাঁদোকাঁদো মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু যেই না ও হাঁচিটা শুনল, ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর ও পিনোক্কিও -র কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'সুখবর ভাই, মালিক হেঁচেছে। তার মানে, তোমার প্রতি ওর দয়া হয়েছে। তুমি বেঁচে গেলে।'

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, অন্য লোকে যেখানে কারো জন্যে দুঃখকষ্ট হলে একটু চোখের জল ফেলে, কিংবা নিদেনপক্ষে চোখ মোছে, আগুনখেকো কিন্তু কারো জন্যে দুঃখ বা করুণা হ'লে, হেঁচে ফেলে, কারণ এটাই ওর অভ্যেস। হয়ত, দয়া দেখাবার এটাও একটা ভাল লক্ষণ।

যাই হোক, হাঁচি-টাচি দিয়ে মালিক কিন্তু তখনও বেশ রূঢ়ভাবেই পিনোক্কিওর ওপর চেঁচাচ্ছে, 'কান্না বন্ধ কর্, তোর কান্না শুনে আমার পেটের ভেতর গুড়গুড় করছে, আর পেটের মধ্যে এমন ব্যথা করছে, যে,..... যে,..... হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!' এবার পরপর দুটো হাঁচি।

পিনোক্কিও বলে উঠল, 'মালিক দীর্ঘজীবী হোন্।'

আগুনখেকো বলল, 'ধন্যবাদ। তোর বাবা-মা বেঁচে আছে তো?'

'আমার বাবা বেঁচে আছেন, কিন্তু আমার মাকে আমি কোনদিন দেখিনি।'

'তোকে আগুনে ছুঁড়ে ফেললে, তোর বাবার কত কষ্ট হত, বল্‌তো? বেচারা বুড়ো।



ওর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো।' এবার পরপর তিনবার।

'আপনি দীর্ঘজীবী হোন্।' পিনোক্কিও চেঁচিয়ে বলল।

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমার জন্যে তোর দুঃখ হওয়া উচিত, কারণ, দেখছিস্‌ই তো, আমার রাতের খাবার রান্না করার মত যথেষ্ট কাঠ নেই, অথচ তোকে জ্বালালে আমার রান্নাটা শেষ হত। কিন্তু যেহেতু আমি তোকে মুক্তি দিয়েছি, তাই তোর বদলে আমার থিয়েটার কোম্পানির অন্য কোন পুতুলকে আগুনে জ্বালিয়ে রান্নাটা শেষ করতে হবে। পুলিশ, পুলিশ!' হুকুম শুনে দুটো কাঠের পুতুল-পুলিশ তক্ষুনি ছুটে এল। ওরা ছিল বেজায় ঢ্যাঙা আর দারুণ রোগা। ওদের মাথায় ছিল পুলিশের হেলমেট আর হাতে ছিল খোলা তরোয়াল।

মালিক ফ্যাঁসফেঁসে কর্কশ গলায় হুকুম করল, 'ওই হার্লেকুইনটাকে ধরে ভাল করে বেঁধে আগুনে ফেলে দে। আমার ভেড়ার মাংসটা ভাল ভাবে রোস্ট করা দরকার।'

ভাব এবার বেচারা হার্লেকুইনের অবস্থাটা! ও এত ভয় পেয়ে গেল যে, দুই হাঁটু মুড়ে ধড়াম্ করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

এই না দেখে, পিনোক্কিও একেবারে মালিকের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আর এমন কান্নাই কাঁদল যে, মালিকের পুরো লম্বা দাড়ি ওর চোখের জলে ভিজে গেল। কাঁদতে কাঁদতে পিনোক্কিও অনুনয় করতে লাগল, 'হুজুর, দয়া করুন হুজুর।'

'এখানে কোন হুজুর-টুজুর নেই।' মালিক কড়া গলায় বলল।

'দয়া করুন মালিক।'

'এখানে কোন মালিক-টালিক নেই।'

'দয়া করুন সেনাপতি।'

'এখানে কোন সেনাপতি-টেনাপতি নেই।'

'দয়া করুন মহামান্য মহামহিম।'

যখন ও শুনল যে, ওকে 'মহামান্য মহামহিম' বলছে, তখন ও খানিকক্ষণ ঠোঁট টিপে বসে থাকল, তারপর হঠাৎ খুব ভাল মানুষের মত দয়ার্দ্র গলায় বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন বল আমায় কী করতে হবে।'

'আপনি বেচারা হার্লেকুইন-কে রক্ষা করুন।'

'এ সব বলে কোন লাভ নেই। তোমাকে ছেড়ে দিলাম, এখন ওকে ছেড়ে দিলে আমার ভেড়ার মাংসটা তো ভাল করে রোস্টই হবে না।'

পিনোক্কিও করল কি, সটান দাঁড়িয়ে উঠে, ওর রুটির তৈরি টুপিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, 'সেক্ষেত্রে আমার কী কর্তব্য, আমি জানি। হেই পুলিশ, এগিয়ে এস, আমাকে বেঁধে আগুনে ফেলে দাও। আমার সত্যিকারের বন্ধু বেচারা হার্লেকুইনকে আমার জন্যে মরতে হবে, এটা হতে দেওয়া যায় না।'

এই বীরের মত ভঙ্গিতে, চেঁচিয়ে বলা কথাগুলো শুনে যত পুতুল ওখানে ছিল, সবাই কাঁদতে লাগল। এমন কি পুলিশ দুটোও , কাঠের তৈরি যদিও, সেদুটোও বাচ্চাদের মত কাঁদতে লাগল।

প্রথমদিকে আগুন-খেকো গ্রাহ্যই করলনা, ঠিক জমাট-বাঁধা বরফের স্তূপের মত শক্ত, ঠান্ডা হয়ে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে বরফ যেমন গলে, ও-ও তেমনি গলতে আরম্ভ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁচতেও আরম্ভ করল। চার-পাঁচ বার হাঁচার পর ও পিনোক্কিও-র দিকে দু'হাত বাড়িয়ে স্নেহময় স্বরে বলল, 'তুই খুব ভাল, সাহসী ছেলে। আয় আমার কাছে আয়, আমাকে একটা চুমু দে।'



পিনোক্কিও তো দৌড়ে গিয়ে একটা কাঠবেড়ালির মত ওর দাড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে পড়ল আর চকাম্ করে ওর নাকের ডগায় একটা চুমু খেল। বেচারা হার্লেকুইন কাঁপা কাঁপা

গলায় ফিসফিস করে জিগগেস করল, 'তা'হলে আমার জীবন বাঁচল তো?'

আগুনখেকো উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, তুমি বেঁচে গেলে।'

তারপর বলল, 'ঠান্ডা মাথায় শোন সবাই। আজ রাত্রে আমি আধা রোস্টই না হয় খেলাম। কিন্তু এর পরের বার মাংস রোস্ট করতে কারোর কপালে দুঃখ থাকতে পারে।'

যখন ওরা বুঝতে পারল, ওদের ভাইরা সব বেঁচে গেল, তখন সব নাচিয়ে পুতুলগুলো একছুটে স্টেজে গিয়ে সব আলো গুলো জ্বালিয়ে দিল, তারপর এমন নাচা শুরু করল যে, রাত কেটে যখন সকাল হ'ল, তখনও ওরা নেচেই চলেছে।

পরদিন আগুনখেকো পিনোক্কিও-কে একপাশে ডেকে নিয়ে শুধোলো ঃ

'তোর বাবার নাম কী রে?'

'জেপেত্তো।'

'তোর বাবা কী কাজ করে?'

'বাবা খুব গরিব।'

'তোর বাবার রোজগার কেমন?'

'বাবা এমন রোজগার করে, যে, পকেটে একটাও পয়সা থাকে না। ভাবুন দেখি, আমি স্কুলে যাব, তাই বই কিনতে হবে বলে বাবা ওর নিজের গা থেকে তালি-মারা, ফুটো-ওয়ালা কোটটা পর্যন্ত খুলে বিক্রি করে দিল।'

'বেচারা। ওর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। শোন্, এই যে পাঁচটা সোনার মোহর। তাড়াতাড়ি চলে যা, গিয়ে তোর বাবাকে দিবি আর বলবি যে, আমি দিয়েছি।'

পিনোক্কিও তো আনন্দের চোটে মালিককে হাজার ধন্যবাদ জানিয়ে, একের পর এক সব পুতুলের সঙ্গে কোলাকুলি করল, এমন কি পুলিশ পুতুলদের সঙ্গেও, তারপর নাচতে নাচতে বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু আধ মাইল যেতে না যেতেই একটা একপা খোঁড়া খ্যাঁকশিয়াল আর দু'চোখ কানা বিড়ালের সঙ্গে পিনোক্কিও-র দেখা হল। ঠিক যেন দুর্দশাগ্রস্ত দুই বন্ধু, কোনরকমে হেঁটে চলেছে। খোঁড়া শিয়ালটা বিড়ালের কাঁধে ভর রেখে হাঁটছে আর কানা বিড়ালটাকে শিয়ালটা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে।

খ্যাঁকশিয়ালটা খুব নম্রগলায় বলল, 'সুপ্রভাত পিনোক্কিও।'

নাচিয়ে পুতুলটা অবাক হয়ে জিগ্গেস করল, 'তুমি আমার নাম জানলে কী করে?'

'আমি তোমার বাবাকেও ভালমত চিনি।'

'আমার বাবাকে আবার কোথায় দেখলে?'

'কেন, গতকাল তো উনি বাড়ির দোরগোড়ায় বসে ছিলেন।'

'কী করছিলেন?'

'শুধুমাত্র একটা জামা গায়ে দিয়ে বসে ঠান্ডায় কাঁপছিলেন।'

'বেচারা বাবা। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ, আজ থেকে আর উনি কখনও ঠান্ডায় কাঁপবেন না।'

'কেন, কেন?'

'কারণ, আমি এখন বড়লোক।'

'তুমি? বড়লোক?' খ্যাঁকশিয়াল মুখ বেঁকিয়ে হাসতে লাগল।

বিড়ালটাও হাসতে শুরু করল, কিন্তু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে, লুকিয়ে।

পিনোকিও বিরক্ত হয়ে বলল, 'এতে হাসার কি আছে? তোমাদের লোভ দেখাতে চাইনা, কিন্তু এই পাঁচটা সুন্দর সোনার মোহর দেখে কি কিছু বুঝতে পারছ?' এই বলে ও পকেট থেকে আগুনখেকোর দেওয়া মোহরগুলো বের করল। সোনার মোহরের অপূর্ব ঝনঝনানি শুনে খ্যাঁকশিয়ালের খোঁড়া পা-টা যেন সোজা হয়ে গেল, আর বিড়ালটার . কানা দুই চোখ পরিষ্কার খুলে গেল, কিন্তু ও এত তাড়াতাড়ি চোখ দুটো আবার বুজে ফেলল যে, পিনোকিও কিছু লক্ষই করতে পারল না।

'তাহ'লে এখন তুমি এই মোহরগুলো নিয়ে কী করবে?' খ্যাঁকশিয়ালটা জানতে চাইল।

নাচিয়ে পুতুল জবাব দিল, 'প্রথমে তো আমি বাবার জন্যে একটা সুন্দর নতুন কোট কিনব, কোটটা হবে সোনা আর রুপো দিয়ে তৈরি আর কোটের বোতামগুলো হবে হিরের। তারপর আমি আমার জন্যে একটা বই কিনব।'

'তোমার নিজের জন্যে?'

'নিশ্চয়ই। আমি তো স্কুলে গিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে চাই।'

খ্যাঁকশিয়ালটা বলল, 'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি বোকার মত লেখাপড়া করতে গেছিলাম বলে আজ আমার পা খোঁড়া।'

বিড়ালটা বলল, 'আমার দিকে দেখ। আমি বোকার মত লেখাপড়া করতে গেছিলাম বলে আজ আমি দু'চোখে অন্ধ।'

ঠিক তক্ষুনি রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে থেকে একটা সাদা রং-এর ব্ল্যাকবার্ড পাখি গান গেয়ে বলে উঠল, 'পিনোকিও, দুষ্টু লোকদের কথা শুনোনা, দুঃখ পাবে।'

বেচারা ব্ল্যাকবার্ড, কথাটা না বললেই পারত। কেননা, বিড়ালটা সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা লাফ দিয়ে পাখিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর পাখিটা উঃ আঃ করার আগেই ওকে ধরে পালক-টালক শুদ্ধু চিবিয়ে গিলে ফেলল। তারপর মুখ-টুখ মুছে আবার চোখ বুজে ফেলে কানা সেজে রইল।

পিনোক্কিও বলল, 'বেচারা ব্ল্যাকবার্ড, তুমি ওকে খেলে কেন?'

'ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার ছিল। অন্য লোকেদের কথাবার্তার মধ্যে নাক না গলানোর শিক্ষাটা ও পেয়ে গেল।'

ওরা সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে যখন পিনোক্কিও-দের বাড়ির আধা-রাস্তা এসেছে, তখন খ্যাঁকশিয়ালটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আর পিনোক্কিওকে জিগ্‌গেস করল, 'তোমার সোনার মোহরগুলোকে দ্বিগুণ করতে চাও?'

'তুমি কী বলতে চাও, বলতো?'

'বলছি, তুমি তোমার ওই সামান্য পাঁচটা মোহরকে একশ মোহর কি একহাজার মোহর, কি দু'হাজার মোহর করতে চাও?'

'চাই না আবার? কিন্তু কী করে হবে?'

'খুব সোজা। বাড়ি না গিয়ে আমাদের সঙ্গে চল, সব হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তোমবা কোথায় যাবে?'

'আমরা ঠগ দেশে যাব।'

পিনোক্কিও কিছুক্ষণ চিন্তা-টিন্তা করে বেশ শক্ত হয়েই বলল,'না, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই না। প্রায় বাড়ির কাছাকাছি তো এসেই গেছি, বাবা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, ওঁর কাছে যাব। আমি বাড়ি আসিনি বলে, না জানি কত চিন্তা করছেন। আমি তো জানি আমি মোটেই ভাল ছেলে নই। কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকাটা তো ঠিকই বলেছিল যে, অবাধ্য ছেলে মেয়েরা কখনও সুখী হয়না। আমি অনেক কষ্ট সয়ে এই কথাটা ভালমতোই বুঝেছি। আর গত রাতে, আগুনখেকোর বাড়িতে আমার যা বিপদ হচ্ছিল, ওরে বাবা, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

খ্যাঁকশিয়ালটা বলল, 'ঠিক আছে, বাড়ি যেতে চাইছ, যাও, কিন্তু কপালে দুঃখ আছে।'

বিড়ালটা বলল, 'কপালে দুঃখ আছে।'

'ভাল করে ভেবে দেখ পিনোক্কিও, কারণ তুমি সৌভাগ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।' 'সৌভাগ্য থেকে।' বিড়ালটা বলল।

'একদিনেই তোমার পাঁচ মোহর দু'হাজার মোহর হয়ে যেত।''একদিনেই দু'হাজার।' বিড়াল বলল।

পিনোক্কিও-র মুখ হাঁ হয়ে গেল। ও অবাক হয়ে জিগগেস করল,

'কিন্তু কেমন করে এত মোহর হবে?'

'এক্ষুনি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।' খ্যাঁকশিয়ালটা বলল। 'শোন, ঠগদেশে একটা পবিত্র

মাঠ আছে, ওটার নাম 'যাদুর মাঠ'। ওই মাঠে একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে, মনে কর, একটা সোনার টাকা পুঁতে দিলে। তারপর মাটি দিয়ে ভাল করে ঢেকে , দু'বালতি ঝরণার জল ঢেলে দাও। ওপরে একচিমটে নুন ছড়িয়ে দাও, তারপর তুমি শান্তমনে ঘুমোতে চলে যাও। রাত্তিরবেলা, ওই সোনার টাকা থেকে গাছ বেরোবে, ফুল ধরবে, ফল হবে, আর সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মাঠে গিয়ে তুমি কী দেখবে? দেখবে, একটা সুন্দর ঝলমলে গাছ, আর গাছ থেকে অসংখ্য সোনার টাকা ঝুলছে, কত জানো? এক একটা ধানের শিষে যত ধান থাকে, তত।'

পিনোক্কিও তো একদম বাক্যহারা। কোনরকমে বলল, 'তা'হলে, আমার এই পাঁচটা মোহর যদি ওই মাঠে পুঁতে দিই, তা'হলে সকালবেলা কত মোহর পাব?'

খ্যাঁকশিয়াল জবাব দিল, 'আরে, এতো সহজ অঙ্ক, আঙুলে গুণেই বলে দেওয়া যায়। মনে কর, এক একটা মোহরে যদি পাঁচশ করে মোহর হয়, তা'হলে পাঁচশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে কত হয়? সকালবেলা তোমার পকেটে তাহলে দু'হাজার পাঁচশ চক্চকে সোনার মোহরের ঝনঝনানি শুনতে পাবে।'

' বাঃ বাঃ, কী মজা,' পিনোক্কিও আনন্দে নাচতে লাগল, 'মোহরগুলো হাতে পেলেই, আমি দু'হাজার মোহর নিজের কাছে রাখব, আর পাঁচশ মোহর তোমাদের উপহার দেব।'

'আমাদের উপহার দেবে?' খ্যাঁকশিয়াল নাক কুঁচকালো, 'তুমি আমাদের অপমান করছ? হায় ভগবান!'

বিড়াল বলল, 'হায় ভগবান!'

পিনোক্কিও ভাবল, 'এরা কী ভাল লোক!' আর সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা, নতুন কোটের কথা, বই-এর কথা আর সব ভাল ভাল প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে খ্যাঁকশিয়াল আর বিড়ালকে বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে চল আমাকে, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাব।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে, শেষকালে ঠিক সন্ধের মুখে একেবারে ক্লান্ত, মৃত প্রায় অবস্থায় 'লাল কাঁকড়া' সরাইখানায় এসে পৌঁছল।

'এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক,' খ্যাঁকশিয়ালটা বলল, 'অন্তত কিছু খাওয়া দাওয়া আর ঘণ্টাকয়েক বিশ্রামের জন্যে যেটুকু সময় লাগে। মাঝরাত্তিরে আমাদের আবার বেরোতে হবে, যাতে কাল সূর্য ওঠার সময়েই আমরা যাদুর মাঠে পৌঁছতে পারি।'

ওরা সরাইখানায় ঢুকে একটা টেবিলে বসে পড়ল, কিন্তু কারোরই একদম খিদে নেই।

বেচারা বিড়ালটার তো পেটব্যথা, তাই ও টম্যাটো সস দিয়ে পঁয়ত্রিশটা মাছভাজা আর পার্মিজান (ইটালির পার্মা-অঞ্চলের) চিজ দিয়ে রাঁধা চার প্লেট নাড়িভুঁড়ি কেবল খেতে পারল। তা-ও নাড়িভুঁড়িটা ঠিকমত রান্না করা হয়নি বলে ও আরো তিনবার মাখন আর চিজ চেয়ে নিল।

খ্যাঁকশিয়ালটা হয়ত সামান্য কিছু মুখে দিতে পারত, কিন্তু ডাক্তারবাবু ওর রোগের পথ্য বেঁধে দেওয়ায় ও কেবলমাত্র টক-মিষ্টি সস দিয়ে রান্না-করা আর বেশ চর্বি-ওলা



মোটা মোটা মুরগির হাল্কা বর্ডার দেওয়া একপ্লেট খরগোশ খেতে পারল। তারপর খিদে বাড়ানোর জন্যে ও একপ্লেট ঘুঘু, তিতির, শশক, ব্যাঙ ও টিকটিকি আর তার সাথে আঙুর খেল। তারপর ও আর কোন খাবারই ছুঁল না। ও বলল যে, এখন কোন খাবার দেখলেই ওর কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে আর ও আর একটুও মুখে দিতে পারবে না।

সবচেয়ে কম খেল পিনোক্কিও। ও একটুকরো বাদাম আর একটুকরো রুটি নিল বটে, কিন্তু ওসব ওর প্লেটেই পড়ে রইল। বেচারা ছেলেটার মাথায় তখন কেবল ওই 'যাদুর মাঠ'— এর চিন্তা, আর সোনার মোহরের কথা ভেবে ভেবে ওর বোধহয় বদহজম হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে খ্যাঁকশিয়ালটা সরাই-এর মালিককে বলল, 'আমাদের দুটো ভাল ঘর দাও, একটা মিঃ পিনোক্কিও-র জন্যে আর একটা আমার আর আমার বন্ধুর জন্যে। আমরা চলে যাওয়ার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই। আমাদেব ঠিক মাঝরাতে জাগিয়ে দিও, কারণ আমরা তখন রওনা হয়ে পড়ব।'

'ঠিক আছে স্যার,' সরাইওয়ালা খ্যাঁকশিয়াল আর বিড়ালের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, ভাবখানা এমন যেন বলছে, 'তোমরা যে কী করতে চলেছ, আমি জানি।'

বিছানায় শুতে না শুতেই পিনোক্কিও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ও স্বপ্ন দেখছে, যেন ও ওই মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আর ওর চারপাশে সারা মাঠে অসংখ্য ছোট ছোট গাছ, তাদের ডাল থেকে থোকা থোকা সোনার মোহর ঝুলছে, হাওয়ায় দুলছে আর ঝনঝন করে বেজে উঠছে, যেন বলছে, 'কে নেবে আমাদের, চলে এস, চলে এস।' কিন্তু যেই মুহূর্তেই পিনোক্কিও ওগুলো পাড়বার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, ওমনি দরজায় দমাদ্দম ধাক্কার শব্দ শুনে পিনোক্কিও-র ঘুম ভেঙে গেল।

সরাই-এর মালিক ঘরে ঢুকে বলল যে, এখন ঠিক মাঝ রাত।

'আমার সঙ্গীরা তৈরি হয়েছে তো?' পিনোচ্চিও শুধোলো।

'তৈরি? ওরা তো দু'ঘণ্টা আগেই চলে গেছে।'

'কেন, ওদের এত তাড়া কিসের?'

'কারণ, বিড়ালের কাছে খবর এল যে, ওর বড় ছেলে, যার কিনা হাত-পা ফোলার রোগ হয়েছে, ও আর বাঁচবে না।'

'ওরা কি খাবারের দাম মিটিয়েছে?'

'পাগল! ওরা কি আপনার মত একজন ভদ্রলোককে খাবারের দাম মিটিয়ে অপমান করতে পারে?'

পিনোক্কিও মাথা চুলকে বলল, 'খুব খারাপ! এরকম অপমান হলেও ভাল ছিল।' তারপর জিগ্‌গেস করল, 'আমার এই দুই সহৃদয় বন্ধু আমার জন্যে কোথায় অপেক্ষা করে থাকবে, কিছু বলেছে?'

'কাল সূর্য ওঠার সময়ে, যাদুর মাঠে।'

পিনোক্কিও একটা গোটা সোনার মোহর দিয়ে ওদের খাবারের দাম মেটালো। তারপর সরাইখানা থেকে রওনা হয়ে পড়ল।

রাস্তায় এত অন্ধকার যে, মুখের সামনে হাত রাখলে, তা-ও দেখা যাচ্ছে না। পিনোক্কিও কোনরকমে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে লাগল। রাস্তার আশে পাশে একটা পাতাও নড়ছেনা। কেবল মাঝে মাঝে রাস্তার একধারের ঝোপ থেকে আরেকধারের ঝোপে রাত-চরা পাখিরা উড়ে যাচ্ছে আর ওদের পাখার ঝাপট্ পিনোক্কিও-র লম্বা নাকে লাগছে আর পিনোক্কিও ভয়ে চমকে উঠে চিৎকার করছে, 'কে, কে যাচ্ছে?' আর দূরের পাহাড়ের দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে, 'কে, কে যাচ্ছে, কে, কে যাচ্ছে?'

অন্ধকারে পথ হাঁটতে হাঁটতে পিনোক্কিও-র চোখে পড়ল একটা ছোট্ট প্রাণী একটা

গাছের গুঁড়িতে লেপ্‌টে আছে আর ওর গা থেকে হাল্কা আলোর আভা ফুটে বেরোচ্ছে, যেন ঢাক্‌না লাগানো নাইটল্যাম্প।

পিনোক্কিও জিগ্‌গেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকার আত্মা,' কেমন যেন বহুদূরের কোন অজানা পৃথিবী থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ গলার স্বর।

'কী চাও তুমি আমার কাছে?'

'আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই। বাড়ি ফিরে যাও, আর তোমার বাকি চারটে সোনার মোহর তোমার বাবাকে দাও গিয়ে, কারণ উনি তোমার পথ চেয়ে বসে বসে কাঁদছেন।'

'আমার বাবা আগামীকাল বড়লোক হয়ে যাবেন, কেননা এই চারটে মোহর দু'হাজার মোহর হয়ে যাবে।'

'বোকা ছেলে, যারা বলে একদিনের মধ্যে তোমাকে বড়লোক বানিয়ে দেবে, তাদের কথা মোটেই বিশ্বাস কোরো না। সাধারণত এইরকম লোকেরা হয় ঠগ্‌, নয় তো পাগল হয়। শোনো, বাড়ি ফিরে যাও।'

'না, আমি বাড়ি যাবোনা, এগিয়ে যাব।'

'অনেক রাত, বাড়ি ফিরে যাও।'

'না, আমি এগিয়ে যাব।'

'অন্ধকার রাত।'

'আমি এগিয়ে যাবই।'

'শোনো, যে সব ছেলেপিলেরা নিজেদের খুশিমত চলে, তারা শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়ে।'

'ও সব পুরোনো গল্প শুনিও না। বিদায়, ঝিঁঝিঁপোকা।'

'বিদায় পিনোক্কিও। ভগবান যেন তোমাকে কুয়াশা আর খুনেদের হাত থেকে রক্ষা করেন।'

এই কথা বলা মাত্র, ঝিঁঝিঁপোকার আলো নিভে গেল, যেন কেউ ফুঁ দিয়ে মোমবাতির আলো নিভিয়ে দিল। রাস্তাটা যেন আগের চেয়ে আরো অন্ধকার হয়ে গেল।

পথ চলতে চলতে নাচিয়ে পুতুল নিজের মনেই বক্‌বক্ করতে লাগল : 'সত্যি, আমার মত বাচ্চাদের কী কপাল! সবাই আমাদের বকে, সবাই আমাদের সবসময় সাবধান করে, উপদেশ দেয়। ওদের কথা শুনে মনে হয়, যেন ওরা সবাই, হয় আমাদের বাবা, আর না হয়, স্কুলের মাস্টারমশাই। এমনকি ওই কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকাটা পর্যন্ত। কী বুদ্ধি! ওর কথা না

শুনলে নাকি আমার খুব বিপদ হবে। এমনকি খুনেদের সঙ্গে আমার দেখা হবে! আমি ওর কথা মোটেই বিশ্বাস করিনা, আর খুনে বলে কিছু আছে, তা-ও বিশ্বাস করিনা। আমার ধারণা, যাতে আমরা ভয় পাই আর রাত্তিরবেলা না বেরোই, সেইজন্যে আমাদের ভয় দেখাতে আমাদের বাবারা ওই খুনেদের গল্প বানিয়েছে। আর যদি খুনেদের সাথে দেখা হয়ে যায়-ই, তো আমি কি ভয় পাব নাকি? একদম না। আমি সোজা ওদের কাছে গিয়ে বলব, 'এই যে খুনেমশাইরা, কী চাও? মনে রেখ, আমার সঙ্গে কোনরকম চালাকি চলবে না। যাও, যাও, নিজের চরকায় তেল দাও।' খুনেরা আমার এইরকম কথাবার্তা শুনে দৌড়ে পালাবে, এ আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আর যদি ওরা না পালায়, তা'হলে আমিই দৌড়ে পালিয়ে যাব, আর ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল।'

পিনোক্কিও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক ওই সময় ও পেছনে পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেল।

তাড়াতাড়ি পেছন দিকে ঘুরতেই ও দেখল, দুটো কয়লার বস্তা জড়ানো কালো কুচকুচে ভীষণদর্শন ছায়ামূর্তি ওর দিকে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে।

'এরাই বোধ হয় খুনেগুলো,' ও নিজের মনে মনে বলল আর সোনার মোহর চারটে কোথায় লুকোবে, ভাবতে ভাবতেই মুখের মধ্যে পুরে দিল আর জিভের তলায় লুকিয়ে রাখল।

তারপরই ও দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু এক পা না যেতেই ওরা ওকে ধরে ফেলল আর ভয়ঙ্কর চিৎকার করে বলল, 'হয় টাকা বার কর, নয়ত তোকে একদম মেরে ফেলব।'

পিনোক্কিও-র মুখের মধ্যে টাকাগুলো থাকায় ও তো কোন কথাই বলতে পারছেনা। ও কেবল বার বার মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করতে লাগল আর অঙ্গভঙ্গি করে ওই বস্তা-জড়ানো মুখোশ- পরা খুনে ডাকাত দুটোকে বোঝাতে চাইল যে, ও খুব গরিব লোক, আর ওর কাছে একটা কানাকড়িও নেই।

ডাকাত দুটো কিন্তু ভয়ঙ্কর গলায় চিৎকার করেই চলেছে, 'শিগগির টাকা বার কর, বোকামি করিসনে।'

পিনোক্কিও কেবল মাথা ঝাঁকায় আর হাত নেড়ে মাথা নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, ওর কাছে একটাও পয়সা নেই।

লম্বা খুনেটা বলল, 'টাকা দে, নইলে তোর মৃত্যু।'

অন্য খুনেটা বলল, 'তোর মৃত্যু।'

'আর তোকে মেরে ফেলার পর তোর বাবাকেও মেরে ফেলব।'

'তোর বাবাকেও!' অন্যটা বলল।

'না, না, আমার বাবাকে মেরো না। ' যেই না পিনোকিও ভয়ের চোটে চিৎকার করে বলেছে, অমনি ওর মুখের মধ্যে মোহরগুলো ঝনঝন করে উঠল।

'আঃ হাঃ, মুখের মধ্যে মোহরগুলো লুকিয়ে রেখেছিস, বদমাশ! এক্ষুনি বার কর বলছি।'

পিনোকিও ওদের কথায় কানই দিল না।

'ও! তুই কিছু বুঝতে পারছিস না, না? দাঁড়া, তোর মুখ থেকে ওগুলো জোর করে বের করি।'

একজন ওর লম্বা নাকটাকে মুঠিয়ে ধরল আর অন্যজন ওর চিবুকটা ধরল। তারপর দু'জনে মিলে নির্দয়ভাবে ওপর দিকে আব নীচের দিকে টানতে লাগল যাতে ওর মুখটা খুলে যায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! নাচিয়ে পুতুলটা এত শক্ত করে মুখ বন্ধ করে আছে, যেন পেরেক দিয়ে আঁটা।

তখন ছোট খুনেটা একটা ছুরি বার করে পিনোকিও-র দুই ঠোঁটের মাঝখানে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে খুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পিনোকিও একেবারে বিদ্যুতের মত দ্রুত এক কামড় দিয়ে ওর হাতটা কেটে দিল। কী অবাক যে ও হ'ল, যখন দেখল ওই কাটা হাতটা একটা বিড়ালের থাবা।

এই জয়ে উৎফুল্ল হয়ে ও এক ঝটকায় খুনেদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক লাফে ঝোপ-টোপ পার হয়ে সোজা ছুট লাগাল। খুনে দুটোও তখন ওকে ধরবার জন্যে ওর পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগল, যেন খরগোস ধরার জন্যে কুকুর দৌড়চ্ছে। ছোট খুনেটা, যেটার একটা থাবা ও কামড়ে কেটে নিয়েছে, ওটা একপায়েই দৌড়চ্ছিল, কিভাবে যে এটা করছিল, তা জানা মুস্কিল।

প্রায় ন'মাইল মত দৌড়নোর পর, পিনোকিও-র অবস্থা কাহিল। ও যখন বুঝতে পারল যে, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, তখন হাঁচোড় পাঁচোড় করে কোনরকমে একটা উঁচু পাইন গাছে উঠে একদম ডগার কাছে একটা ডালে বসে পড়ল। খুনে দুটোও ওর পেছন পেছন গাছে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু আদ্ধেকটা উঠতে না উঠতেই পিছলে পড়ে গেল মাটিতে, আর হাত-পা ছড়ে কেটে একাকার।

তা'হলেও ওরা মোটেই হাল ছাড়ল না। একগাদা শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে গাছের নীচে জড়করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। দেখতে দেখতে পাইন গাছটায় আগুন ধরে গেল আর বাতাসে হু হু করে জ্বলতে লাগল। পিনোকিও যখন দেখল যে আগুন ওপরের দিকে উঠছে এবং আর কিছুক্ষণ গাছে বসে থাকলে ও আগুনে একেবারে পাখির মত ঝল্‌সে যাবে, তখন ও একলাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে, মাঠ, আঙুর খেতের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। খুনেগুলোও বিন্দুমাত্র ক্লান্ত না হয়ে ওর পেছন পেছন ওকে ধরবার জন্য দৌড়ে চলল।

প্রায় ভোর হয়ে আসছে, তখনও ওরা দৌড়চ্ছে। এমন সময় হঠাৎ পিনোক্কিও-র চোখে পড়ল, রাস্তার মাঝবরাবর একটা চওড়া, গভীর নালা, কফি আর দুধ মিশোলে যেরকম রঙ হয় ঠিক সেই রঙের ময়লা জলে ভর্তি। এখন কী করা যায়। ‘এক , দুই, তিন,’ চিৎকার করে একদম বাতাসের মত বিরাট এক লাফ দিয়ে পিনোক্কিও নালা ডিঙিয়ে পার হয়ে গেল। খুনে দুটোও লাফ দিল বটে, কিন্তু দূরত্বটা ঠিক মত আন্দাজ করতে না পেরে ঝপ্পাস করে নালার একেবারে মধ্যিখানে পড়ে গেল।

ওদের ঝপ্পাস করে জলে পড়ার শব্দ শুনে পিনোক্কিও দৌড়তে দৌড়তে হেসে উঠে চিৎকার করে বলল, ‘খুনে দাদারা, ভাল করে চান করে নাও।’ ও ভাবছে, ওরা বুঝি ডুবেই মরেছে, কিন্তু পেছনে ঘুরে দেখে কী, ওরা দুজনেই পেছন পেছন দৌড়ে আসছে, গায়ে বস্তা জড়ানো, ভিজে ঢোল, আর ফুটো বালতির মত জল পড়ছে।

এবার নাচিয়ে পুতুল বুঝতে পারল যে, আর কোন আশা নেই। কি আর করবে, ধরা দেবার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছে, এমন সময় ওর চোখে পড়ল, দূরে ঘন সবুজ গাছগুলোর আড়ালে বরফের মত ধবধবে সাদা ছোট্ট একটা বাড়ি।

ও নিজের মনে বিড়বিড় করল, ‘যদি ওই বাড়িটায় পৌঁছনোর মত দম থাকত, তা’হলে হয়ত বেঁচে যেতাম!’

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে, ও শেষ শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ওই বনের ভেতরের বাড়িটার দিকে দৌড়ল, খুনে দুটো কিন্তু পেছন পেছন ঠিক দৌড়ে আসছে।

প্রায় দু’ঘণ্টা মরিয়ার মত দৌড়ে ও শেষপর্যন্ত ওই ছোট্ট বাড়িটার দরজায় যখন এসে পৌঁছল, তখন ওর জিভ বেরিয়ে পড়েছে। ও দরজায় ধাক্কা দিল, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। ও আবার ধাক্কা দিল, এবার জোরে জোরে, কারণ ও শুনতে পেয়েছে খুনে দুটোর পায়ের শব্দ আর নিঃশ্বাসের আওয়াজ। কিন্তু এবারেও কোন সাড়া নেই।

ও বুঝতে পারল, দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন লাভ নেই, তাই ও এবারে দরজায় দমাদ্দম লাথি মারতে আর মাথা ঠুকতে লাগল। এবার একটা খুব সুন্দর ছোট মেয়ে জানালায় উঁকি দিল। মেয়েটার চুলগুলো নীল আর মুখটা মোমের মত ফ্যাকাশে সাদা, ওর চোখ দুটো বোজা আর হাত দুটো আড়াআড়ি বুকের ওপর রাখা।

‘এ বাড়িতে কেউ নেই, সবাই মরে গেছে’, মেয়েটা এত নিচু গলায় কথাটা বলল, যেন অন্য কোন পৃথিবী থেকে কথাগুলো ভেসে এল, ওর ঠোঁট পর্যন্ত নড়ল না।

পিনোক্কিও কাঁদতে কাঁদতে ওকে অনুনয় করল, ‘তুমি তো রয়েছ, দরজাটা শিগ্‌গির খোলো।’

‘আমিও মরে গেছি।’

‘তুমি মরে গেছ, তা’হলে জানালায় দাঁড়িয়ে কী করছ?’

'সৎকার সমিতির গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছি, ওরা আমায় নিয়ে যাবে।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল আর জানালাটা আপনা থেকে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

'ও নীল চুল-ওয়ালা সুন্দর মেয়ে, দয়া করে দরজাটা খোল। এই হতভাগ্য ছেলেটার ওপর দয়া কর, পেছনে খুনে......'

ও কথাটা শেষ করার আগেই, দুটো হাত ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল আর ও শুনতে পেল একটা নিষ্ঠুর গলার স্বর, 'এবার আর তুই আমাদের হাত থেকে পালাতে পারবিনা।'

নাচিয়ে পুতুল বুঝতে পারল, এবার আর ওর রক্ষা নেই। ও ভয়ের চোটে এত জোরে জোরে কাঁপতে শুরু করল, যে ওর কাঠের পায়ের জোড়গুলোতে খট্‌খট্‌ শব্দ হতে লাগল আর ওর জিভের তলায় মোহর চারটে ঝন্‌ঝন শব্দ করতে লাগল।

খুনে দুটো বলল,'এবার তুই মুখ খুলবি, না খুলবি না? কোন জবাব দিবি না, না? ঠিক আছে, দেখছি এবার তুই মুখ খুলিস কি না!' দুটো বড় ক্ষুরের মত ধারালো ছুরি বার করে ওরা নাচিয়ে পুতুলটাকে ভীষণ ভাবে আঘাত করল।

ভাগ্যক্রমে নাচিয়ে পুতুলটা খুব শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল, তাই ছুরির ফলা দুটো ওর গায়ে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। খুনেদের হাতে রইল শুধু ছুরির বাঁট আর ওরা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একজন বলল, 'ঠিক আছে, এটাকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিই।'

অন্যজন বলল, 'দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিই।'

ওরা তখন ওর হাত দুটো পেছন দিকে শক্ত করে বেঁধে, গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে একটা বড় ওক গাছের ডালে দড়িটা বেঁধে ঝুলিয়ে দিল।

এরপর ওরা ঘাসের জমির ওপর চুপচাপ বসে রইল, দেখি, কতক্ষণে ওর পা নাড়ানো থেমে যায়। কিন্তু দেখা গেল, তিনঘণ্টা পরেও নাচিয়ে পুতুলটার চোখ দুটো খোলা আর ও পা দিয়ে শূন্যে লাথি মেরেই চলেছে।

অপেক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত ওরা ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে পিনোকিও-কে মুখ ভেংচে বলল, 'ঠিক আছে, এখন আমরা যাচ্ছি। কিন্তু কাল আবার আসব। এসে যেন দেখি, তুই মরে কাঠ হয়ে গেছিস আর তোর মুখটা খুলে হাঁ হয়ে আছে।' এই বলে, ওরা ওখান থেকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে খুব জোরে উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঝোড়ো হাওয়ায় বাঁশির মত আওয়াজ হচ্ছে আর পিনোকিও-কে এমন দোলান দোলাচ্ছে, যেন ছুটির দিনে মন্দিরের ঘণ্টাগুলো দুলে দুলে বাজছে। পিনোকিও গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওর গলায় ফাঁসটা ক্রমেই শক্ত হয়ে বসছে আর ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

আস্তে আস্তে ওর চোখ বুজে আসছে, ও বুঝতে পারছে মরতে আর বেশি দেরি নেই, তবুও আশা, যদি শেষ পর্যন্ত কোন দয়ালু লোক এসে পড়ে আর ওকে উদ্ধার করে। ও অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ এল না, কেউ না। ওর মনে পড়ল, হতভাগ্য বাবার কথা, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ওর মুখ থেকে বেরোলো, 'বাবা,বাবা, তুমি যদি এখানে থাকতে , তা'হলে হয়ত,......'

ও আর কিছুই বলতে পারল না। ওর চোখ বুজে গেল, মুখ খুলে হাঁ হয়ে গেল, পা দুটো সটান লম্বা হয়ে ঝুলতে লাগল আর শেষবারের মত সারা শরীরে একটা কাঁপুনি হয়ে ও একেবারে জমাট বরফের মত শক্ত হয়ে গেল।

এদিকে হতভাগ্য পিনোক্কিও ওই বিশাল ওক গাছটার ডালে খুনেদের বাঁধা ফাঁসে ঝুলছে, বেঁচে আছে কি মরে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না, ওদিকে ওই নীল চুল-ওয়ালা সুন্দর ছোট মেয়েটা জানালা দিয়ে আবার উঁকি দিচ্ছে। ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়ায় গলায় ফাঁস-লাগানো বেচারা পুতুলটা দুলছে আর মেয়েটার মনে ওর জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে। মেয়েটা আলতো হাতে তিনবার তালি দিল।

এই আওয়াজের সঙ্কেত পেয়ে একটা বড় বাজপাখি ফরফর করে পাখায় আওয়াজ তুলে উড়ে এল আর জানালার গোবরাটে বসে মাথা নিচু করে ঠোঁট নামিয়ে মেয়েটাকে নমস্কার করল। আসলে, মেয়েটা তো একটা ভাল পরি, জঙ্গলের মধ্যে এইখানে ও হাজার বছর ধরে আছে। বাজপাখিটা জিগ্গেস করল, 'হে সুন্দরী পরি, আপনার কী হুকুম?'

'ওই যে বিশাল ওক গাছটায় একটা নাচিয়ে পুতুল ঝুলছে, ওকে দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি ওখানে উড়ে যাও, তোমার শক্ত ধারালো ঠোঁট দিয়ে ওর গলার দড়ির ফাঁসের গিঁটটা কেটে ওকে সাবধানে নামিয়ে নিয়ে ওই গাছটার তলায় মাটির ওপর শুইয়ে দাও।'

বাজপাখিটা উড়ে গেল আর দু'মিনিটের মধ্যে উড়ে এসে বলল,

'আপনার আদেশ পালিত হয়েছে।'

'কি দেখলে? বেঁচে আছে, না, মরে গেছে?'

'দেখে তো মনে হচ্ছিল, মরেই গেছে। কিন্তু পুরো মরেনি, কেননা, যেই ওর গলার দড়ির ফাঁস আল্গা করলাম, ওর শ্বাস পড়ল, আর ও বিড়বিড় করল, 'এখন ভালই লাগছে!'

পরি দু'বার হাততালি দিল আর ভারি চমৎকার একটা ছোট্ট কুকুর, মানুষের মতো পেছনের দু'পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পরির কাছে এল। কুকুরটার পরনে ছুটির দিনে গাড়ির কোচোয়ানদের মতো পোশাক। ওর মাথায় ছিল সাদা কোঁকড়া চুলের পরচুলা, তার ওপরে

সোনালি বিনুনির বর্ডার দেওয়া একটা তিনকোনা টুপি। গায়ে একটা চকলেট রঙ-এর কোট, তার বোতামগুলো হিরের আর দুটো বড় বড় পকেট, যার মধ্যে ওর মালকিনের দেওয়া খাবারের হাড়গুলো রাখে। পরনে রয়েছে একটা গাঢ় লাল ভেলভেটের ছোট প্যান্ট, সিল্কের পুরো মোজা, নিচু হিলের জুতো আর নীল সাটিনের তৈরি ছাতার খাপের মত একটা জিনিস ওর প্যান্টের পেছনদিকে, যার মধ্যে ও বৃষ্টির সময় ওর লেজটা গুটিয়ে ঢুকিয়ে রাখে।

পরি বলল, 'মেদোরো, তাড়াতাড়ি করে আমার সবচেয়ে সুন্দর গাড়িটা নিয়ে ওই জঙ্গলে চলে যা। যখন ওই বিশাল ওক গাছটার কাছে যাবি, তখন দেখবি ওই গাছের তলায় মাটিতে একটা হতভাগ্য আধমরা নাচিয়ে পুতুল পড়ে আছে। খুব সাবধানে ওকে তুলে গাড়ির গদির ওপর আস্তে করে শুইয়ে দিবি। তারপর আমার কাছে নিয়ে আসবি, বুঝলি?'



ছোট্ট কুকুরটা ওর পেছন দিকের নীল সাটিনের খাপটা তিনচারবার নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল যে ও ব্যাপারটা বুঝেছে আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আস্তাবল থেকে একটা সুন্দর গাড়ি বেরিয়ে এল। গাড়িটার রঙ বাতাসের মত, ক্যানারি পাখির

পালক ভরা ওর নরম গদি, দু'পাশে ক্রিম, কাস্টার্ড আর মিষ্টি কেক দেওয়া বর্ডার। একশ জোড়া সাদা ইঁদুর গাড়িটাকে টানছে আর ছোট্ট কুকুরটা কোচোয়ানের গদিতে বসে ওদের মাথার ওপর চাবুক হাঁকড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন গাড়ির ড্রাইভারের খুব দেরি হয়ে গেছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই গাড়িটা ফিরে এল। পরি দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ও তাড়াতাড়ি নাচিয়ে পুতুলটাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে মুক্তোর দেয়াল-দেওয়া একটা ছোট ঘরে নিয়ে এল আর তক্ষুনি আশেপাশের সব বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে পাঠাল।

ডাক্তাররা তো একের পর এক তাড়াতাড়ি এসে পড়ল। একজন কাক, একজন প্যাঁচা আর একজন কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকা।

ওরা পিনোক্কিও-র বিছানার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। পরি বলল, 'আপনাদের কাছে জানতে চাই, এই হতভাগ্য নাচিয়ে পুতুলটা এখনও বেঁচে আছে, না, মারা গেছে।'

কাক ডাক্তার প্রথমে এগিয়ে এল। ও পিনোক্কিও-র নাড়ি দেখল, নাক টিপে দেখল আর শেষে পায়ের কড়ে আঙুলটাও দেখল। খুব যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করে ও গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমার মতে, এই নাচিয়ে পুতুলটা একদম মরে গেছে। তবে যদি দুর্ভাগ্যবশত ও না মরে থাকে, তা'হলে ও যে বেঁচে আছে, এটাই তার লক্ষণ।'

এবার প্যাঁচা ডাক্তারের পালা। ও বলল, 'আমি দুঃখিত, কারণ আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী, ডাক্তার কাকের মত সমর্থন করতে পারছিনা। আমার মতে নাচিয়ে পুতুল বেঁচে আছে। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে ও যদি বেঁচে না থাকে, তা'হলে ও নিশ্চয়ই মরে গেছে বলে ধরে নিতে হবে।'

পরি এবার কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকার দিকে ফিরে বলল, 'আপনার কি কিছুই বলার নেই?'

'আমার মনে হয়, কোন বিচক্ষণ ডাক্তারের যদি কিছুই না বলার থাকে, তা'হলে তার চুপ করে থাকাই উচিত। এই নাচিয়ে পুতুলটার চেহারা আমার কাছে নতুন নয়। একে আমি আগেও দেখেছি।'

পিনোক্কিও এতক্ষণ একটা সত্যিকারের কাঠের টুকরোর মতন প্রাণহীনের মতো পড়েছিল। কিন্তু এখন ওর শরীরে এমন একটা খিঁচুনি হল যে, সমস্ত বিছানাটা কেঁপে উঠল।

কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকা বলেই চলেছে, 'এই যে নাচিয়ে পুতুলটা দেখছেন, এটা একটা পাক্কা বদ্মাশ.....'

পিনোক্কিও একটুখানি চোখ খুলেই টুক্ করে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

'ও একটা পাজি, অলস, ভবঘুরে....'

পিনোক্কিও বিছানার চাদরের তলায় মুখ লুকোলো।

'এই নাচিয়ে পুতুলটা একটা অবাধ্য ছেলে, ওর হতভাগ্য বাবার মন ভেঙে দিয়েছে, ওর বাবার মৃত্যুর কারণ হবে।'

ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে মুখে কাপড় চাপা-দেওয়া গোঙানি আর কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। ভাবো তো, সব্বাই কীরকম অবাক হয়ে গেল, যখন বিছানার চাদর তুলে দেখল, এই কান্নাটা আসছে পিনোকিও-র গলা থেকে।

'যখন একটা খারাপ ছেলে কাঁদে, তখন বুঝতে হবে, ওর অসুখ সারতে চলেছে।'

কাক ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বলল।

'আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মীর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না,' প্যাঁচা ডাক্তার বলল, 'আমার মতে এটা হচ্ছে ওর মরতে না চাওয়ার লক্ষণ।'

তিন ডাক্তার ঘর ছেড়ে চলে যেতেই পরী এসে পিনোকিওর বিছানার পাশে দাঁড়াল। ও পিনোকিও-র কপালে হাত দিয়ে দেখল, ওর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি আধ গ্লাস জলে একটা সাদারঙের গুঁড়ো ওষুধ গুলে নিয়ে পিনোকিও-র ঠোঁটের কাছে ধরে আদর করে বলল, 'লক্ষ্মী ছেলে, এটা খেয়ে নাও, দু'একদিনের মধ্যেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।' পিনোকিও গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে ঘ্যানঘ্যান করল,

'এটা মিষ্টি, না তেতো?'

'এটা তেতো, কিন্তু এই ওষুধটা খেলে তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

'না, আমি তেতো ওষুধ চাই না।'

'কথা শোন, খেয়ে নাও।'

'না, তেতো আমার ভাল লাগে না।'

'ঠিক আছে, এখন তো খেয়ে নাও, তারপরে তোমাকে এক ডেলা চিনি দেব, তা'হলে মুখের স্বাদ ফিরে আসবে।'

'কোথায় চিনির ডেলা, দেখি?'

'এই যে,' পরি একটা সোনালি চিনির বাটি থেকে এক ডেলা চিনি তুলে নিয়ে বলল।

'আগে আমাকে চিনির ডেলাটা দাও, তারপরে আমি তেতো ওষুধটা খাব।'

'ঠিক খাবে তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক খাব।'

পরি যেই ওর হাতে চিনির ডেলাটা দিল, ও সঙ্গে সঙ্গে ওটা গুঁড়িয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিল। তারপর গিলে খেয়ে, আঙুল চাটতে চাটতে বলল, 'আহা! যদি চিনিটা ওষুধ হত, তা'হলে কী ভালই না হ'ত। তা'হলে আমি রোজ অসুস্থ হতাম।'

'এবার তোমার কথা রাখ। এই ক'ফোঁটা ওষুধ খেয়ে নাও, তা'হলে তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

পিনোক্কিও খুব অনিচ্ছার সঙ্গে গ্লাসটা হাতে নিল, শুঁকল, তারপর ঠোঁটের কাছে ধরল। তারপর আবার শুঁকল আর বলল, 'এটা ভীষণ তেতো, ভীষণ তেতো, আমি খেতে পারব না।'

'কী করে বলছ এটা তেতো? তুমি তো মুখেই দাওনি।'

'ওঃ, আমি জানি এটা তেতো। আমি গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পেরেছি। আমাকে আর এক ডেলা চিনি দাও, তারপরে আমি ওষুধটা খাব।'

পরির তো মায়ের মতন অসাধারণ ধৈর্য। ও আর এক ডেলা চিনি পিনোক্কিও-র মুখে পুরে দিল, তারপর গ্লাসটা এগিয়ে দিল।

নাচিয়ে পুতুলটা নাক-মুখ কুঁচকে বলল, 'আমি এরকম করে ওষুধ খেতে পারব না।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'আমার পায়ের ওপর থেকে বালিশটা সরিয়ে দাও, কিরকম অস্বস্তি লাগছে।'

পরি বালিশটা সরিয়ে দিল।

'না, এখনও ভাল্লাগছে না। এরকম করে কি ওষুধ খাওয়া যায়?'

'আবার কী হ'ল?'

'দরজাটা খোলা রয়েছে, আমার অস্বস্তি হচ্ছে।'

পরি দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এবারে পিনোক্কিও একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, 'না, না, আমি ওই তেতো ওষুধ কিছুতেই খাবনা, না, না,......।'

'শোনো বাছা, তোমার কপালে অশেষ দুঃখ আছে।'

'আমার বয়েই গেল।'

'তুমি কিন্তু খুব অসুস্থ।'

'বয়েই গেল।'

'তোমার গায়ে যা জ্বর, আর ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই তুমি কিন্তু শেষ হয়ে যাবে।'

'আমার বয়েই গেল।'

'সে কি! তুমি মরতে ভয় পাও না?'

'মোটেই না। ওই বিচ্ছিরি তেতো ওষুধ খাওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ঢের ভাল।'

তক্ষুনি ঘরের বন্ধ দরজাটা দ্রাম্ করে খুলে গেল আর চারটে কালির মতে কালো খরগোশ একটা ছোট কালো কফিন-বাক্স কাঁধে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

পিনোক্কিও ভয়ের চোটে বিছানায় উঠে বসে চিৎকার করল, 'কে তোমরা, কী চাও?'

সবচেয়ে বড় খরগোশটা বলল, 'তোমাকে নিতে এসেছি।'

'আমাকে? আমি তো এখনো মরিনি?'

'এখনো মরনি, কিন্তু আর কয়েকমিনিটের মধ্যেই মরে যাবে, কেননা যে ওষুধটা খেলে তুমি ভাল হয়ে যেতে, বেঁচে যেতে, সেটা তো খেতেই চাইলে না।'

পিনোক্কিও চিৎকার করল, 'পরি, পরি, দয়া করে শিগ্‌গির গ্লাসটা আমায় দাও, আমি মরতে চাইনা, আমি মরতে চাইনা।'

ও গ্লাসটা দু'হাতে ধরে এক ঢোকে ওষুধটা খেয়ে নিল।

খরগোসগুলো বলল, 'ঠিক আছে, এ যাত্রায় পার পেয়ে গেলে।'

তারপর কফিনটা কাঁধে তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিনোক্কিও বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল। ও একদম সেরে গেছে। আসলে, কাঠের তৈরি পুতুলদের অসুখ-বিসুখ হয় না বললেই চলে, আর যদিও বা কখনও হয়, তা'হলেও ওরা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

যখন পরি দেখল, যে পিনোক্কিও একটা বাচ্চা মুরগির মত ঘরের মধ্যে লাফাচ্ছে, খেলছে, দৌড়চ্ছে, তখন বলল, 'তা'হলে আমার ওষুধে কাজ হয়েছে।'

'তার চেয়েও বেশি। তোমার ওষুধটা আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছে।'

'তা'হলে খাব না, খাব না করে এত ঝামেলা করলে কেন?'

'আমরা বাচ্চারা তো ওইরকমই। আমাদের অসুখের চেয়ে ওষুধের ভয়টা বেশি।'

'লজ্জার কথা! বাচ্চাদের বোঝা উচিত, সময়মত ঠিক ওষুধ খেলে অসুখ সেরে যায়, হয়ত মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচা যায়।'

'এর পরে আর কখনও আমি এমন করব না। কফিন কাঁধে ওই কালো খরগোশগুলোর কথা আমার মনে থাকবে। আমি গ্লাস হাতে নিয়েই টুক করে ওষুধটা খেয়ে ফেলব।'

'ঠিক আছে। এখন আমাকে বলতো, কী করে তুমি ওই খুনেদের পাল্লায় পড়লে?'

'ব্যাপারটা না, এইরকম ঘটেছিল ঃ থিয়েটার মালিক, ওই আগুনখেকো আমাকে কয়েকটা সোনার মোহর দিয়ে বলল, 'যাও, তোমার বাবাকে এগুলো দিয়ে এস।' কিন্তু যেতে যেতে রাস্তায় দুটো খুব ভাল লোক, একটা খ্যাঁকশিয়াল আর একটা বিড়ালের সঙ্গে আমার দেখা

হ'ল, আর ওরা আমায় বলল, 'এই মোহর ক'টাকে একহাজার, দু'হাজার মোহর করতে চাও তো আমাদের সঙ্গে যাদুর মাঠে চল,' আর আমি বললাম, 'চল, তোমাদের সঙ্গে যাব,' আর ওরা বলল, 'লাল-কাঁকড়া সরাইখানায় গিয়ে খানিক বিশ্রাম নিয়ে মাঝরাতে রওনা হব;' আর তারপর যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম ওরা চলে গেছে। ওই রাতেই আমি ওদের পেছন নিলাম,আর রাতটা কী অন্ধকার! তারপরই কয়লার বস্তা জড়ানো দুটো খুনে আমায় ধরল আর বলল, 'টাকাগুলো দিয়ে দে।' আমি বললাম, 'আমার কাছে টাকা নেই,' আর আমি মোহর চারটে ততক্ষণে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছি। তখন একটা খুনে আমার মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল আর আমি কামড়ে ওর হাতটা কেটে নিলাম, তারপরে থুথু করে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে দেখি, ওটা হাত নয়, একটা বিড়ালের থাবা। তারপর আমিও দৌড় লাগালাম আর খুনে দুটোও আমার পেছন পেছন দৌড়তে লাগল। আমি খুব জোরে দৌড়চ্ছি, ওরাও আমাকে ধরবার জন্যে পেছন পেছন ছুটে আসছে। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে ধরে ফেলল, আর জঙ্গলের মধ্যে ওক গাছটার ডালে আমার গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কাল সকালে আমরা আবার ফিরে আসব। ততক্ষণে তুই মরে যাবি, তোর মুখ হাঁ হয়ে থাকবে আর আমরা তোর জিভের তলা থেকে মোহর গুলো নিয়ে নেব।'

পরি জিগ্‌গেস করল, 'মোহরগুলো এখন কোথায়?'

পিনোক্কিও জবাব দিল, 'ওগুলো হারিয়ে ফেলেছি।' আসলে ও মিথ্যা কথা বলল, কেননা ওর পকেটেই মোহরগুলো ছিল।

যেই না ও মিথ্যা কথা বলল, ওর লম্বা নাকটা আরো দু'ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেল।

'কোথায় হারিয়ে ফেলেছ?'



'কাছেই, ঝোপের মধ্যে।'

দ্বিতীয়বার মিথ্যা কথা বলতেই, ওর নাকটা আরো লম্বা হয়ে গেল।

পরি বলল, 'যদি ওখানেই হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা'হলে আমরা ওখানে গিয়ে ঠিক খুঁজে বার করব। ওই ঝোপটার মধ্যে যাই হারাক না কেন, ঠিক খুঁজে পাওয়া যায়।'

নাচিয়ে পুতুলটা এবার সব গুলিয়ে ফেলল, তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, মনে পড়েছে, ওগুলো আমি হারাইনি, ওষুধটা খাবার সময় মোহরগুলোও গিলে ফেলেছি।'

তিনবারের বার এই মিথ্যা কথাটা বলতেই পিনোক্কিও-র নাকটা এত বিশাল লম্বা হয়ে গেল যে, ও ঘরের মধ্যে আর কোনদিকেই নড়াচড়া করতে পারছেনা। এদিকে ঘোরে, তো, নাকটা বিছানায়, নয় তো, জানালার কাঁচে ঠেকে যায়; ওদিকে ঘোরে, তো, নাকটা দেয়ালে, নয় তো, দরজায় ঠেক খায়। যদি একটু ওপরের দিকে তোলে তো, পরির চোখে খোঁচা লাগাবার বিপদ এসে পড়ে।

পরি ওকে দেখতে দেখতে হাসতে শুরু করল।

নাচিয়ে পুতুলটা জিগ্‌গেস করল, 'তুমি হাসছ কেন?' এদিকে ওর নাকটা বেড়েই চলেছে আর ও একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে।

'তুমি যে এতগুলো মিছে কথা বললে, তাই হাসছি।'

'তুমি কি করে জানলে যে আমি মিছে কথা বলেছি?'

'শোনো বাছা, মিছে কথা সহজেই ধরা যায়। দু'রকমের মিছে কথা আছে। কিছু মিছে কথায় পা ছোট হয়, আর কিছু মিছে কথায় নাক লম্বা হয়। তুমি যে মিছে কথাগুলো বলেছ, ওগুলো লম্বা-নাক-মিছে-কথা।'

পিনোক্কিও লজ্জায় মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে। ও দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু কী করে বেরোবে? ওর নাকটা এত লম্বা হয়ে গেছে যে, ও দরজা পর্যন্ত পৌঁছতেই পারল না।

ওর ওই বিশাল লম্বা নাক নিয়ে দরজা পর্যন্ত যেতেই পারলনা, তাই পিনোক্কিও কাঁদতে শুরু করল। পরি ওকে আধঘণ্টা ধরে চিৎকার করে কাঁদতে দিল, কারণ ওকে তো ভালমত শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ওর এই মিথ্যা কথা বলার খারাপ অভ্যেসটা চলে যায়। ছেলেদের যত কুঅভ্যেস আছে, তারমধ্যে এটাই সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু পরি যখন দেখল, যে কাঁদতে কাঁদতে ওর মুখ ফুলে গেছে আর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, তখন ওর দয়া হ'ল আর হাততালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে একহাজারটা বড় বড় কাঠঠোক্‌রা জানালা দিয়ে উড়ে এল আর পিনোক্কিও-র নাকের ওপর বসে খুব মনোযোগ দিয়ে ঠোকরাতে ঠোকরাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর ওই বিশাল লম্বা, হাস্যকর নাকটাকে একেবারে স্বাভাবিক নাকের মত ছোট করে দিল।

পিনোক্কিও চোখ মুছে বলল, 'পরি, তোমার অসীম দয়া। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি, ' পরি বলল, 'যদি তুমি আমার কাছে থাক, তা'হলে তুমি হবে আমার ছোটো ভাই, আর আমি হব তোমার আদরের দিদি।'

'আমি তো তোমার কাছে থাকতেই চাই, কিন্তু আমার বেচারা বাবার তা'হলে কী হবে?'

'আমি সব ভেবে রেখেছি। তোমার বাবা তোমার সব কথা জানেন আর আজ রাতেই এখানে এসে পৌঁছবেন।'

'সত্যি'' পিনোক্কিও আনন্দের চোটে লাফিয়ে উঠল, 'তা'হলে তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি নিজেই গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে এখানে নিয়ে আসি। বাবা আমার জন্যে কত কষ্ট পেয়েছে, আমি বাবাকে না দেখে আর থাকতে পারছিনা।'

'যদি যেতে দাও, নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু আবার যেন হারিয়ে যেওনা। ওই ঝোপজঙ্গলটার মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে, ওইটা ধরে যাও, তা'হলেই তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে।'

পিনোক্কিও বেরিয়ে পড়ল। তারপর ঝোপজঙ্গলটার ভেতর ঢুকেই একেবারে হরিণের মত দৌড়তে আরম্ভ করল। পুরোনো ওক গাছটার সামনে পৌঁছেই ও কিন্তু থমকে দাঁড়াল, কারণ ওর মনে হল ঝোপের মধ্যে কোনকিছুর নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে।

সত্যিই কিন্তু ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, কে বল তো? ওই খ্যাঁকশিয়াল আর বিড়ালটা, যাদের সঙ্গে ও আগে গিয়েছিল আর লালকাঁকড়া সরাইখানায় খাবার খেয়েছিল।

খ্যাঁকশিয়ালটা তো পিনোক্কিও-কে জড়িয়ে ধরে চুমু-টুমু খেয়ে খুশি খুশি গলায় বলে উঠল, 'এই যে ভাই পিনোক্কিও, এখানে এলে কী করে?'

'এখানে এলে কী করে?' ওর সঙ্গী বিড়ালটাও বলল।

নাচিয়ে পুতুল বলল, 'ও একটা লম্বা গল্প, সময় পেলে সব তোমাদের বলব। তবে শুনে রাখ, সেদিন রাতে যখন তোমরা আমাকে সরাইখানায় একা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলে, সেদিন রাস্তায় খুনেদের পাল্লায় পড়েছিলাম।'

'খুনে? বল কি? হায় বন্ধু, ওরা তোমার কাছে কী চাইছিল?'

'ওরা আমার মোহরগুলো লুঠ করতে চাইছিল।'

'কি অন্যায় কথা!' খ্যাঁকশিয়ালটা বলল।

'অন্যায় কথা!' বিড়ালটাও বলল।

নাচিয়ে পুতুল বলতে থাকে, 'কিন্তু আমি তো দৌড়তে শুরু করলাম আর ওরাও আমার পেছন পেছন দৌড়তে লাগল, আর শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরে ফেলে ওই ওকগাছটার ডালে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল।' পিনোক্কিও হাত তুলে সামনের ওই বিশাল ওকগাছটা দেখিয়ে দিল।

'এর চেয়ে খারাপ কোন ঘটনার কথা শুনেছ?' খ্যাঁকশিয়ালটা বলল, 'এই পৃথিবীটা আমাদের বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মত সৎলোকেরা তা'হলে কোথায় থাকবে ?'

যখন ওরা কথা বলছিল, তখন পিনোক্কিও দেখল যে, বিড়ালটার ডান পাটা খোঁড়া, ওর পুরো থাবাটাই নেই। তাই ও বিড়ালটাকে জিগ্গেস করল, 'তোমার থাবাটা কোথায় গেল ?'

বিড়ালটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু যেই ও তোত্লাতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে খ্যাঁকশিয়ালটা বলে উঠল, 'আমার বন্ধু খুবই লাজুক, তাই ও নিজের দুঃখের কথা বলতে চায় না। আমিই বলছি, শোন। ঘণ্টাখানেক আগে একটা বুড়ো নেকড়ের সঙ্গে আমাদের দেখা। নেকড়েটার খিদের চোটে মরমর অবস্থা। ও আমাদের কাছে একটুকরো রুটি ভিক্ষে চাইল, কিন্তু আমাদের কাছে তো একটা মাছের কাঁটা পর্যন্ত নেই; আমার এই বন্ধু তখন কী করল, বলতো ? ও নিজের থাবাটা দাঁত দিয়ে কামড়ে কেটে নিয়ে ওই হতভাগ্য নেকড়েটাকে খেতে দিল, যাতে ও উপোস করে না মরে।' এই কথাগুলো বলতে বলতে খ্যাঁকশিয়ালটা চোখের জল মুছল।

এই গল্প শুনে পিনোক্কিও-র মনটা এত গলে গেল যে, ও বিড়ালটার কাছে গিয়ে ওর কানে কানে বলল, 'সব বিড়ালই যদি তোমার মত হয়, তা'হলে ইঁদুরেরা ভাগ্যবান বলতে হবে।'

'তা, তুমি এখানে কী করছ?' খ্যাঁকশিয়ালটা জিগ্গেস করল।

'আমি বাবার জন্যে অপেক্ষা করছি। যে কোন সময় উনি এখানে এসে যেতে পারেন।'

'আর তোমার মোহরগুলো?'

'ওগুলো আমার পকেটে আছে। কেবল একটা মোহর ওই লালকাঁকড়া সরাইখানায় খরচ হয়েছে।'

'ভাবো তো, ওই চারটে মোহর আগামীকাল এক হাজার মোহর কিংবা দু'হাজার মোহর হয়ে যেতে পারে। আমাদের কথা শোন, যাদুর মাঠে ওই মোহরগুলো পুঁতে দাও।'

'অসম্ভব, আজ হবেনা। অন্য কোনদিন যাওয়া যাবে।'

'অন্য কোনদিন কিন্তু খুব দেরি হয়ে যাবে।' খ্যাঁকশিয়াল বলল।

'কেন ?'

'কেননা একজন ধনীলোক ওই মাঠটা কিনে নিয়েছে আর আগামীকালের পর থেকে কাউকেই আর ওই মাঠে টাকা-পয়সা পুঁততে দেবেনা।'

'এখান থেকে যাদুর মাঠ কতদূর ?'

'মাত্র একমাইল মত হবে। আসবে আমাদের সঙ্গে? আধঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাব; সঙ্গে সঙ্গে তোমার মোহর চারটে তুমি ওখানে পুঁতে দেবে, আর কয়েকমিনিটের

মধ্যে তুমি দু'হাজার মোহর পকেটে ভরে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে। কি, আসবে?'

পিনোক্কিও ইতস্তত করতে লাগল। ওর মনে পড়ল ভাল পরির কথা, বুড়ো বাবা জেপেত্তোর কথা আর কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকার সাবধানবাণী। কিন্তু হলে কী হবে, যে সব বাচ্চারা বিচারবুদ্ধিহীন, হৃদয়হীন, তাদের মতই পিনোক্কিও-র অবস্থা! ও মাথা ঝাঁকিয়ে খ্যাঁকশিয়াল আর বিড়ালকে বলল, 'চল, তোমাদের সঙ্গেই যাব।'

ওরা তো রওনা হল। প্রায় আদ্ধেক দিন হেঁটে ওরা যে জায়গায় এসে পৌঁছল, তার নাম, জ্যানিট্র্যাপ। ওরা ওই শহরে ঢুকতেই পিনোক্কিও দেখল কী, রাস্তা ভর্তি সব লোম ওঠা কুকুর খিদের চোটে হাঁ করে আছে, উল-ছাঁটা সব ভেড়া, শীতে কাঁপছে, ঝুঁটিহীন, পালক-কাটা সব মুরগি, এক দানা শস্যের জন্যে ভিক্ষে করছে, বড় বড় সব প্রজাপতি ওদের সুন্দর পাখাগুলো বিক্রি করে দিয়েছে বলে উড়তে পারছেনা, লেজহীন সব ময়ূর লজ্জায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর অসংখ্য পায়রা, ঘুঘু, যাদের সুন্দর পালক আর পাখা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে।

এই সব ভিখিরি আর লজ্জায় মাথা নিচু পশুপাখিদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে কোন খ্যাঁকশিয়াল বা শিকারি পাখি সুন্দর সুন্দর গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে।

পিনোক্কিও শুধোয়, 'যাদুর মাঠটা কোনদিকে?'

'আর কয়েক পা গেলেই পাওয়া যাবে।'

ওরা পুরো শহরটার মধ্যে দিয়ে গিয়ে, শহরের দেওয়াল পার হয়ে শেষপর্যন্ত একটা নির্জন মাঠে পৌঁছল। এই মাঠটা অন্য সব মাঠের মতই দেখতে।

'এসে গেছি', খ্যাঁকশিয়ালটা বলল, 'এইবার হাত দিয়ে একটা গর্ত করে তোমার মোহরগুলো পুঁতে দাও।'

পিনোক্কিও তাই করল। একটা গর্ত খুঁড়ে ওর চারটে মোহর পুঁতে দিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল।

'এবার ওই কারখানার বাঁধের কাছে গিয়ে ওখান থেকে এক বালতি জল নিয়ে এসে মাটিটা ভিজিয়ে দাও।'

পিনোক্কিও কারখানার বাঁধের কাছে গেল, কিন্তু ওর কাছে বালতি নেই বলে ওর একটা জুতো খুলে জুতো-ভর্তি করে জল নিয়ে এসে, যেখানে ওর মোহর গুলো পুঁতেছিল, সেই মাটিতে জল দিল।

'আর কী করতে হবে?'

'আর কিছু নয়', খ্যাঁকশিয়াল বলল, 'এবার চলে যাও। মিনিট কুড়ি বাদে ফিরে আসলেই দেখতে পাবে একটা গাছ বেরিয়েছে, আস্তে আস্তে গাছটা বাড়ছে আর ওর ডালে ডালে মোহর ঝুলছে।' বেচারা নাচিয়ে পুতুল তো আহ্লাদে আটখানা। ও খ্যাঁকশিয়াল আর বিড়ালকে

হাজারবার ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'তোমাদের দুজনকে আমি খুব ভাল ভাল উপহার দেব।'

ওই দুটো পাজি বলল, 'কোনরকম পরিশ্রম না করে কী করে বড়লোক হওয়া যায়, তা তো দেখিয়ে দিলাম, আমাদের এতেই আনন্দ, আমরা কোন উপহার চাইনা।'

এই বলে ওরা দু'জন পিনোক্কিওকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

পিনোক্কিও শহরে ফিরে গেল। সেখানে একজায়গায় বসে ও এক দুই করে মিনিট গুনতে লাগল। যখন ওর মনে হ'ল কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে, ও যাদুর মাঠের দিকে দৌড় লাগাল। ও খুব জোরে ছুটছে আর ওর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে ঘড়ির মত শব্দ হচ্ছে টিক টক টিক টক। ও নিজের মনে বকবক করতে করতে দৌড়চ্ছে, 'গাছের ডালে কত মোহর ঝুলছে, এক হাজার না দু'হাজার? যদি পাঁচ হাজার মোহর পাই? না না, পাঁচ হাজার নয়, যদি এক লক্ষ মোহর পাই? ওঃ, তা'হলে আমি তো বিশাল বড়লোক হয়ে যাব। তা'হলে আমি একটা সুন্দর প্রাসাদ বানাব। তাতে থাকবে হাজার খানেক কাঠের ঘোড়া আর এক হাজারটা আস্তাবল। ওদের সাথে আমি খেলব। আর একটা মাটির তলায় ঘর থাকবে, চকোলেট, লজেন্স আর লেমোনেড্-এ ভর্তি আর একটা লাইব্রেরি থাকবে, সেই ঘরটায় ঠাসা থাকবে মিষ্টি, মেঠাই, মন্ডা, ললিপপ, ক্রিম রোল এইসব।'

এই সব ভাবতে ভাবতে ও তো মাঠে এসে পৌঁছল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চারিদিকে তাকিয়ে মাঠের মধ্যে খুঁজল কোথায় সেই গাছটা, যার ডাল থেকে থোকা থোকা মোহর ঝুলছে। নাঃ, সেকরম কোন গাছ তো দেখা যাচ্ছে না। ও আরও মাঠের ভেতর ঢুকে এল, যেখানে ও চারটে মোহর পুঁতে রেখেছিল, সেই জায়গাটা ভাল করে দেখল, নাঃ, কোন গাছ তো গজায়নি! ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল আর মাথা চুলকোতে লাগল।

এমন সময় ও শুনতে পেল, কেউ যেন খুব জোরে হাসছে। ও তাকিয়ে দেখল, দূরে একটা গাছের ডালে একটা টিয়াপাখি বসে ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছে।

পিনোক্কিও রেগেমেগে জিগ্গেস করল, 'এই, তুই হাসছিস্ কেন?'

'পালক পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার ডানায় তলায় সুড়সুড়ি লেগেছে, তাই হাসছি।'

নাচিয়ে পুতুলটা কোন জবাব দিল না। ও আবার কারখানার বাঁধের কাছে গিয়ে ওর জুতোটায় জল ভরে নিয়ে এল আর যেখানটায় মোহরগুলো পুঁতেছিল, সেখানকার মাটির ওপব জল ঢেলে দিল।

আবার সেই হাসি, গা-জ্বালা-করা হাসি, নির্জন মাঠের মধ্যে ভেসে এল। পিনোক্কিও ভীষণ রেগে এবার চিৎকার করল, 'এই পাজি টিয়াপাখি, তুই কেন হাসছিস বল্ তো?'

'আমি সেই সব বোকাদের কথা ভেবে হাসছি, যারা, যে যা বলে বিশ্বাস করে, আর ওই সব চালাক ঠগবাজদের কাছে ঠকে যায়।'

'তুই কি আমার কথা বলছিস নাকি?'

'হ্যাঁ, বোকা পিনোক্কিও, আমি তোমার কথাই বলছি। তুমি এতই বোকা যে, টাকা পুঁতলে টাকার গাছ হয় আর তাতে টাকা ধরে এই সব বাজে কথা বিশ্বাস করলে, যেন লাউ কুমড়োর বীজ পুঁতলে গাছ হয় সেইরকম। অবশ্য একসময় তোমার মত আমিও এইসব বিশ্বাস করতাম আর এখন তার ফল ভুগছি। এখন আমি বুঝেছি যে, সৎভাবে টাকা রোজগার করতে গেলে শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, মাথা খাটাতে হয়। কিন্তু একথা বুঝতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' নাচিয়ে পুতুলের তো এই কথা শুনে ভয় ধরে গেল। ও কাঁপতে কাঁপতে বলল,'কী বলছিস ঠিক বুঝলাম না।'

'একটু ধৈর্য ধর, বুঝিয়ে বলছি' টিয়াটা বলল, 'যখন তুমি মোহরগুলো পুঁতে রেখে শহরে চলে গেলে, তখন ওই খ্যাঁকশিয়ালটা আর বিড়ালটা ফিরে এসে মাটি খুঁড়ে তোমার মোহর চারটে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ওদের এখন ধরাই মুস্কিল।'

পিনোক্কিও টিয়ার কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল। ও বিশ্বাসই করতে পারছেনা টিয়ার কথা। ও পাগলের মত ভেজা মাটিটা খুঁড়তে লাগল, খুঁড়েই চলল, খুঁড়েই চলল, খুঁড়তে খুঁড়তে এত বড় গর্ত করে ফেলল যে, একটা পুরো খড়ের গাদা গর্তে ঢুকে যায়। কিন্তু কোথায় কি, ওর মোহরগুলো উধাও হয়ে গেছে।



ও তখন হতাশায় ভেঙে পড়ে ছুটতে ছুটতে শহরে গেল আর সোজা ওখানকার আদালতে গিয়ে ওই শয়তান ঠগদুটোর বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দিল যে ওরা ওর মোহরগুলো চুরি করেছে।

আদালতে বিচারক ছিল এক বুড়ো গরিলা। খুব বুড়ো, লম্বা সাদা দাড়ি, বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মত চেহারা। ওর চোখে ছিল সোনার চশমা কিন্তু চশমায় কোন কাচ নেই আর অনেকদিন ধরে ওর চোখের অসুখ বলে সারাক্ষণ ওই চশমাটা পরে থাকত।

বিচারককে পিনোক্কিও সমস্ত ঘটনা জানাল, কেমন করে ওরা অন্যায়ভাবে ওকে ঠকিয়ে ওর মোহরগুলো চুরি করেছে। ও শয়তানগুলোর নাম, পদবি, চেহারা কেমন, সব কিছু বলে বিচারের প্রার্থনা জানাল। বিচারক সব কথা ধৈর্য সহকারে শুনলেন। উনি পিনোক্কিও-র দুর্ভাগ্যের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। তারপর যখন পিনোক্কিও-র কথা শেষ হ'ল, তখন উনি একটা ঘন্টি বাজালেন। ঘন্টি শুনে পুলিশের উর্দিপরা দুটো মাস্টিফ কুকুর হাজির হল। বিচারক পিনোক্কিও-র দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'এই বেচারার চারটে সোনার মোহর চুরি হয়ে গেছে। একে ধরে এক্ষুনি জেলখানায় ভরে দাও।'

পিনোক্কিও একবারে হতভম্ব! এ যে বিনামেঘে বজ্রপাত! ও প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গেল, কিন্তু পুলিশ দুটো ওর মুখ চেপে ধরে সোজা জেলখানায় নিয়ে গেল।

পিনোক্কিও জেলখানায় বন্দি থাকল পুরো চারমাস। হয়ত আরো বেশিদিন থাকতে হ'ত, কিন্তু সেই সময় ওই রাজ্যের রাজা কোন একটা যুদ্ধ জিতে বিজয়োৎসব করবেন বলে ঘোষণা করলেন। সারা রাজ্য ফুলের মালা, আলোর মালা দিয়ে সাজান হ'ল, কত বাজি পুড়ল, ঘোড়দৌড়, সাইকেল দৌড়, এই সব প্রতিযোগিতা হ'ল আর রাজার হুকুম হল, জেলখানার দরজা খুলে দাও, সব শয়তানগুলোকে মুক্তি দাও।

পিনোক্কিও জেলখানার পাহারাদারকে বলল, 'সবাই যখন ছাড়া পাচ্ছে, তা'হলে আমিও নিশ্চয়ই ছাড়া পাব।'

পাহারাদার বলল, ' না, তুমি ছাড়া পাবেনা, কারণ তুমি তো আর ওদের মত নও।'

'মাপ করবেন, আমিও একজন পাজি, শয়তান,' পিনোক্কিও বলল।

'তা'হলে ঠিক আছে,' পাহারাদার টুপি তুলে ওকে সম্মান জানিয়ে সামনে ঝুঁকল আর জেলখানার দরজা খুলে পিনোক্কিও-কে ছেড়ে দিল।

জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে পিনোক্কিও-র কী আনন্দ! এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ও সোজা শহর থেকে বেরিয়ে এল আর যে রাস্তাটা পরির বাড়ির দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে চলল।

এদিকে খুব বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় এত কাদা হয়ে গেছে, যে, ওর হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু ওর এসব দিকে কোন খেয়াল নেই। ওর বাবাকে আর নীল চুলওয়ালা ছোট্ট পরি দিদিকে দেখবার জন্য ওর মন তখন ভীষণ ছটফট করছে। ও একটা গ্রেহাউন্ড কুকুরের মত দৌড়চ্ছে, লাফাচ্ছে আর মাথা পর্যন্ত কাদা ছিট্‌কে উঠছে। দৌড়তে দৌড়তে ও নিজের মনেই বকবক করছে ঃ 'কী ভয়ানক বিপদের মধ্যেই না পড়েছিলাম।

অবশ্য আমার উপযুক্ত শাস্তিই আমি পেয়েছি। আমি সব সময় নিজের খুশিমত চলেছি, আমাকে যারা ভালোবাসে আর যাদের মাথায় আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি বিচার বুদ্ধি আছে, তাদের কথা কোনদিন শুনিনি। কিন্তু এখন থেকে আমি ভাল ছেলে হব, বাধ্য ছেলে হব আর ঠিকভাবে জীবনযাপন করব। কারণ আমি নিজেই তো দেখলাম অবাধ্য ছেলেদের কি দুর্দশাই যে হয় আর নিজের খুশিমত চললে কোন লাভ হয় না, উল্টে ক্ষতিই হয়। আচ্ছা, বাবা কি এখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? বাবাকে কি আমি পরির বাঁড়িতে গেলে দেখতে পাব? কতদিন বাবাকে দেখিনি। বাবাকে দেখতে পেলেই আমি বাবার কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাব। আচ্ছা, পরি কি আমাকে ওর কথা শুনিনি বলে ক্ষমা করবে? পরির কত দয়া আর আমাকে ও কত যত্ন-আদর করেছিল। আজ যে আমি বেঁচে আছি, সে তো পরির জন্যেই। আমার চেয়ে অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ছেলে কি আর আছে?'

এই বলতে বলতেই ও হঠাৎ করে ভয়ের চোটে দাঁড়িয়ে পড়ল আর তাড়াতাড়ি পেছনে হঠে এল। কেন, কী দেখেছে ও ?

ও দেখল, একটা বিশাল সাপ রাস্তা জুড়ে লম্বা হয়ে আড়াআড়ি পড়ে আছে। সাপটার গায়ের চামড়া সবুজ, চোখ দুটো আগুনের মত আর ওর ছুঁচোলো লেজের ডগা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, যেন চিমনির ধোঁয়া।

পিনোক্কিও কী ভয়ই যে পেয়েছে, কি বলব! ও প্রায় একশ' পা পিছিয়ে গিয়ে একটা পাথরের ঢিবির ওপর বসে পড়ল আর অপেক্ষা করতে লাগল, কতক্ষণে সাপটা চলে যাবে, আর রাস্তাটা খালি হয়ে যাবে।

ও একঘণ্টা অপেক্ষা করল, দু'ঘণ্টা, তারপর তিনঘণ্টা। কিন্তু সাপটা যেমন ছিল, তেমনি রাস্তার ওপর পড়ে রইল, একটুও নড়ল না। অতদূর থেকেও পিনোক্কিও দেখতে পাচ্ছিল সাপটার ভাঁটার মত আগুনে চোখ, আর লেজ থেকে বেরোনো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

শেষ পর্যন্ত পিনোক্কিও সাহসে ভর করে আস্তে আস্তে সাপটার কাছে এসে খুব মিষ্টি গলায় অনুনয় করতে লাগল ঃ 'সাপ মশাই, আপনি কি দয়া করে একটু সরবেন আর আমার যাবার জন্যে একটুখানি জায়গা ছেড়ে দেবেন?' মনে হ'ল ও যেন দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলছে। কোন জবাব এল না। ও আবার মিষ্টি করে বলতে শুরু করল ঃ

'সাপ মশাই শুনুন, আমি বাড়ি যাচ্ছি, ওখানে আমার বাবা আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন; কতদিন আমি বাবাকে দেখিনি! আপনি কি চান যে, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই?' ও আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, যদি ওর কথার কোন জবাব আসে, কিন্তু এবারও কোন জবাব নেই। বরং এতক্ষণ যাও বা মনে হচ্ছিল সাপটা জ্যান্ত, কিন্তু এখন সাপটা একেবারে মরার মত শক্ত, ঠান্ডা হয়ে পড়ে রইল। ওর চোখ দুটোও বুজে গেল আর লেজ থেকে ধোঁয়া বেরোনোও বন্ধ হয়ে গেল।

পিনোক্কিও খুশির চোটে দু'হাত ঘষতে ঘষতে বলে উঠল, 'বোধ হয় সাপটা সত্যিই মরে গেছে।' এই না বলে ও এক মুহূর্ত দেরি না করে সাপটাকে ডিঙিয়ে পার হতে গেল।

কিন্তু যেমনি ও এক পা তুলেছে, অমনি সাপটা একেবারে হঠাৎ স্প্রিং-এর মত কড়াক্ করে সোজা হয়ে উঠল আর নাচিয়ে পুতুলটা ভয়ের চোটে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এত জোরে পেছনদিকে লাফ দিল, যে, হোঁচট খেয়ে ধড়াম করে পড়ে গেল। এমন বিশ্রীভাবে ও পড়ল, যে ওর মাথাটা কাদার মধ্যে ঢুকে গেল আর পা দুটো আকাশে উঁচু হয়ে রইল।

নাচিয়ে পুতুলটাকে ওইভাবে কাদার মধ্যে মাথার ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় দুই-পা পাগলের মতো আকাশে ছুড়তে দেখে সাপটার প্রচণ্ড হাসি পেয়ে গেল। ও এমন হাসতে লাগল যে, হাসছে তো হাসছেই, হাসছে তো হাসছেই, হাসতে হাসতে শেষ পর্যন্ত ওর পেটটা ফটাস করে ফেটে গেল আর এবার ও সত্যি সত্যিই মরে গেল।

এবার পিনোক্কিও আবার জোরে দৌড় শুরু করল, যাতে সন্ধের আগে আগে পরির বাড়ি পৌঁছতে পারে। কিন্তু ওর এত খিদে পেয়ে গেছে, যে, একটা ঝোপের ওপাশে একটা আঙুর গাছ দেখতে পেয়ে ও লাফ দিয়ে এক থোকা আঙুর পাড়তে গেল। হায়, যদি ও এই কাজ না করত!

ও আঙুর গাছের কাছে যেতেই ওর পায়ে খটাশ করে দুটো লোহার ধারালো দাঁত বসে গেল আর এমন ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল যে, ও চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগল।

আসলে কী হ'ল, জান? গ্রামের লোকেদের বাড়িতে হাঁস-মুরগির ঘর থেকে রোজ কয়েকটা বড় বনবিড়াল হাঁস মুরগি ধরে নিয়ে যেত বলে, ওদের ধরার জন্য ওখানে একটা লোহার ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল। বুঝতেই পারছ, বেচারা পিনোক্কিও-র কী অবস্থা। ও তো যন্ত্রণায় ভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল আর 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চেঁচাতে লাগল। কিন্তু কোন ফল হ'ল না, কারণ আশেপাশে কোন বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে না বা কোন লোকজনও ওখান দিয়ে যাতায়াত করছেনা।

ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে রাত নেমে এল।

পিনোক্কিও-র তো প্রায় বেহুঁশ হবার অবস্থা। ওর পায়ে ফাঁদের লোহা এমন কামড়ে বসেছে যে, প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, এদিকে আবার এই অন্ধকার রাত্তিরে মাঠের মধ্যে একা একা পড়ে আছে, ভীষণ ভয়ও করছে। ঠিক তখন, মাথার ওপর একটা জোনাকি পোকাকে উড়তে দেখে ও বলল, 'ও ছোট্ট জোনাকি ভাই, দয়া করে আমাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার কর না ভাই।'

জোনাকি পোকা ওর দিকে সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে বলল, ' বেচারা ছেলেটা! ওই ধারালা লোহার ফাঁদে কী করে আটকালে?'

'আমি একথোকা আঙুর পাড়বার জন্যে এই মাঠের দিকে আসছিলাম, আর তখন........'

'আঙুরগুলো কি তোমার নিজের গাছের?'

'না, কিন্তু........'

'যে জিনিস তোমার নিজের নয়, সেটা নিতে যাওয়া কে তোমাকে শিখিয়েছে?'

'মানে, আমার খুব খিদে পেয়েছিল, ...'

'খিদে পেলেই যে অন্য লোকের জিনিস খেতে হবে, সেটা খুব ভাল কথা নয়।'

'তুমি সত্যি কথাই বলেছ,' পিনোক্কিও কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি আর কখনও এমন করব না।'

যখন এই সব কথাবার্তা চলছে, তখন কারো পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আসলে, ওই বাগানের যে মালিক, সে চুপিসারে দেখতে আসছিল যে, রোজ রাতে যে বনবিড়ালগুলো ওর মুরগি চুরি করে খায়, সেগুলো ওর পাতা লোহার ফাঁদে ধরা পড়েছে কিনা।

যখন ও কোটের তলা থেকে লণ্ঠনটা বার করে উঁচিয়ে ধরল, তখন দেখল বনবিড়ালের বদলে একটা ছোট ছেলে ওর ফাঁদে ধরা পড়েছে।

মালিক রেগে মেগে বলে উঠল, 'ও, তুই চোর, তুই-ই তাহলে রোজ আমার মুরগি চুরি করিস?'

'না, না, আমি না, আমি না,' পিনোক্কিও ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি তো কয়েকটা আঙুর পাড়বার জন্যে এই বাগানে ঢুকেছিলাম।'



'যে আঙুর চুরি করতে পারে, সে মুরগিও চুরি করতে পারে। ঠিক আছে, যা করার আমি করছি। তোকে এমন শিক্ষা দেব যে, তোর মনে থাকবে।'

ও ফাঁদটা আল্‌গা করে পিনোক্কিও-কে বার করল, তারপর ওর কলার ধরে টেনে তুলে বগলের তলায় চেপে নিয়ে চলল, যেন একটা ভেড়ার বাচ্চাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

যখন ও ওর বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল, তখন পিনোক্কিও-কে একটানে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে ওর গলায় এক পা চাপিয়ে দিয়ে বলল, 'অনেক রাত্তির হয়ে গেছে, এখন আমি শুতে যাব। কাল সকালে তোর ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আপাতত যেহেতু আমার পাহারাদার কুকুরটা আজ মরে গেছে, তুই-ই ওর জায়গায় কাজ করবি। তুই হবি আমার পাহারাদার কুকুর।'

এই বলে ও পিনোক্কিও-র গলায় একটা পেতলের কাঁটা বসানো ভারী বক্‌লেস পরিয়ে এমন শক্ত করে এঁটে দিল যে, ওর ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে বার করাই যাবেনা। তারপর একটা লম্বা লোহার শেকল ওই বক্‌লেসে লাগিয়ে দেয়ালের আংটার সাথে শক্ত করে বেঁধে দিল।

'যদি রাত্তিরবেলা বৃষ্টি নামে, তাহলে ওই ছোট কাঠের ঘরটার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়বি। ভেতরে খড় বিছানো আছে। হতভাগা কুকুরটা চার বছর এই খড়ের বিছানায় ঘুমোত। ভাল করে চোখ-কান খোলা রাখবি, যদি সত্যিই চোর-টোর আসে, তাহলে ভৌ ভৌ করতে ভুলিস না।'

পিনোক্কিও-কে সাবধান করে, মালিক তো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বেচারা পিনোক্কিও উঠোনে উবু হয়ে বসে, খিদেয়, ভয়ে প্রায় মরার মত অবস্থা। মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে বক্‌লেসটা আল্‌গা করার চেষ্টা করছে, কারণ ওটা গলায় বসে গিয়ে ব্যথা হচ্ছে, আর কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'ঠিক হয়েছে, আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। আমি একটা ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে, পাজি লোকদের কথা শুনে চলি, আর তাই সবসময়েই আমার এমন দুর্দশা। আমি যদি অন্য ছেলেদের মত ভাল ছেলে হতাম, যদি লেখাপড়া করতাম, কাজ করতাম, যদি দুঃখী বাবার সঙ্গে বাড়িতেই থাকতাম, তা'হলে আর আজ আমার এই নির্জন জায়গায় একটা চাষির বাড়িতে পাহারাদার কুকুরের কাজ করতে হত না। ওঃ, আবার যদি নতুন করে জন্ম নিতাম, তাহলে ভাল হতাম। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে, তাই এখন আমায় ধৈর্য ধরতে হবে।' ওর বুকভাঙা এই কথাগুলো ওর মনটাকে একটু হাল্কা করে দিল। ও আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে কুকুরের ঘরটায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল।

পিনোক্কিও তো ঘুমিয়েই চলেছে, প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে গভীর ঘুম। মাঝরাতের কাছাকাছি হঠাৎ উঠোনের দিক থেকে অচেনা গলার ফিসফিস কথার আওয়াজ শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও কুকুরের ঘরের দরজা দিয়ে নাকটা বাড়িয়ে দিল, দেখল, চারটে জন্তু, গায়ে কালো লোম, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। জন্তুগুলো দেখতে বিড়ালের মত, কিন্তু বিড়াল নয়। ওগুলো আসলে খট্টাশ, মাংসাশী প্রাণী, মুরগির বাচ্চা আর ডিম ওদের খুব প্রিয় খাদ্য। ওদের মধ্যে থেকে একটা খট্টাশ দল ছেড়ে কুকুরের ঘরের দরজার কাছে এসে খুব নিচু গলায় বলল, 'শুভসন্ধ্যা, মেলাম্পো।'

নাচিয়ে পুতুল জবাব দিল, 'আমার নাম মেলাম্পো নয়।'

'তুমি তা'হলে কে?'

'আমি পিনোকিও।'

'তা, তুমি এখানে কী করছ?'

'আমিই এখন পাহারাদার কুকুরের কাজ করছি।'

'কিন্তু মেলাম্পো কোথায় গেল? এই ঘরে যে বুড়ো কুকুরটা থাকত ও কোথায়?'

'ও আজ সকালে মারা গেছে।'

'মরে গেল? বেচারা! ও কিন্তু খুব দয়ালু ছিল। যাই হোক, তোমার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, তুমিও একটা ভাল কুকুর।'

'মাপ কর, আমি মোটেই কুকুর নই।'

'ও! তা'হলে তুমি কী?'

'আমি একটা নাচিয়ে পুতুল।'

'অথচ তুমি কুকুর-পাহারাদার হিসাবে কাজ করছ?'

'আমার কপাল! এটা আমার শাস্তি।'

'ঠিক আছে, তা'হলে মেলাম্পোর সঙ্গে আমাদের যেরকম বন্দোবস্ত ছিল, তোমার সাথেও সেই একই বন্দোবস্ত করা যাক। মনে হয়, তুমি খুশিই হবে।'

'কী রকম বন্দোবস্ত?'

'আমরা প্রতি সপ্তাহে একটা রাত্তিরে মুরগির ঘরে আসব আর আটটা মুরগি তুলে নিয়ে যাব, মানে, আগে যা করতাম, তাই। আমরা সাতটা মুরগি খাব আর তোমাকে দেব একটা মুরগি। বুঝতেই পারছ, একটা শর্ত থাকবে আর তা হচ্ছে এই যে, আমরা যখন আসব, তখন তুমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে, ভৌ ভৌ করে চাষিকে জাগিয়ে দেবেনা।'

'মেলাম্পো কি এইরকমই করত?'

'নিশ্চয়ই! আর ওর সঙ্গে আমাদের খুব সদ্ভাব ছিল। ঠিক আছে, এখন তুমি শান্তিতে-ঘুমোও, আমরা চলে যাবার আগে তোমার জন্যে একটা মুরগি, ছাল-টাল ছাড়িয়ে দিয়ে যাব, বুঝলে?'

পিনোকিও জবাব দিল, 'বেশ ভালভাবেই বুঝেছি।' ও এমনভাবে মাথা নাড়ল, যেন আসলে বলতে চায়, 'শিগ্‌গিরই মজা বুঝবে বাছাধনরা।'

খট্টাশগুলো তো বুঝে গেল যে পিনোকিও-র কাছ থেকে ওদের আর কোন ভয় নেই, তাই ওরা পাশেই মুরগির ঘরের কাছে সোজা গিয়ে দাঁত-নখ দিয়ে চাড় দিয়ে কাঠের

দরজাটা খুলে ফেলল আর চারজনই একের পর এক ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু যেই না ওরা ভেতরে ঢুকেছে, অমনি ধড়াম করে ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

আসলে, পিনোক্কিও-ই বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে, শুধু তাই না, একটা মস্ত বড় পাথর দরজায় ঠেলে লাগিয়ে দিল, যাতে কোনোরকমেই ভেতর থেকে ঠেলে দরজাটা খুলতে না পারে। তারপরই ও ঠিক পাহারাদার কুকুরের মতই চেঁচাতে লাগল, 'ভৌ ভৌ, ভৌ ভৌ!'

চাষি যখন ওই কুকুরের ডাক শুনতে পেল, ও খাট থেকে লাফিয়ে নেমে বন্দুকটা হাতে নিল আর জানালা খুলে জিগ্‌গেস করল, 'কী হয়েছে?' পিনোক্কিও জবাব দিল, 'চোর এসেছে!'

'কোথায়, কোথায়?'

'মুরগির ঘরে।'

'এক্ষুনি আসছি, দাঁড়া।'

চাষি তক্ষুনি বাইরে বেরিয়ে এল আর মুরগির ঘরের কাছে দৌড়ে গিয়ে চারটে খট্টাশকেই ধরে ফেলল। তারপর ওগুলোকে একটা বস্তায় পুরে খুশি হয়ে বলতে লাগল ঃ

'এতদিন বাদে তোদের ধরতে পারলাম। তোদের তো কিছু শাস্তি দিতেই হবে, কিন্তু আমি তো নিষ্ঠুর নই, তাই তোদের গ্রামের জমিদারের কাছে নিয়ে যাব। উনি তোদের চামড়া ছাড়িয়ে টক-মিষ্টি সস্ দিয়ে রান্না করবেন আর খরগোশের মাংস বলে সবাইকে খাওয়াবেন। অবশ্য তোদের এতটা সম্মান পাওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমি ভালমানুষ বলে তোদের এতটা মর্যাদা দিচ্ছি।'

তারপরে চাষি পিনোক্কিও-র কাছে গিয়ে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করল আর ওর খুব প্রশংসা করল। তারপর জিগগেস করল ঃ

'ওই চোরগুলোর ফন্দি তুই কী করে ধরলি? আমার এত বিশ্বাসী কুকুর মেলাম্পো তো কোনদিন কোনরকম সন্দেহ পর্যন্ত করেনি।'

নাচিয়ে পুতুলটা সত্যি কথাটা বলতে পারত। মেলাম্পো ওই খট্টাশগুলোর সঙ্গে কীরকম জঘন্য বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, সে কথা ও চাষিকে বলতেই পারত। কিন্তু ও ভাবল, কুকুরটা তো মরেই গেছে, শুধু শুধু একটা মরার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কী লাভ? যখন মরেই গেছে, তখন ওকে শান্তিতেই থাকতে দেওয়া উচিত।

চাষি জানতে চায়, 'যখন খট্টাশগুলো এল, তুই কি জেগেছিলি, না, ঘুমোচ্ছিলি?'

পিনোক্কিও জানায়, 'আমি ঘুমোচ্ছিলাম, কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে যখন কথাবার্তা বলছিল, তখন জেগে যাই। একটা তো আমার ঘরের দরজার কাছে এসে আমায় লোভ

দেখাল যে, আমি যদি না চেঁচাই আর আপনাকে না জাগাই, তা'হলে ওরা আমাকে ছালছাড়ানো একটা মুরগি দিয়ে যাবে। ব্যাপারখানা একবার ভাবুন তো! কী স্পর্ধা, আমাকে এই রকম একটা জঘন্য প্রস্তাব দেয়? আমি একটা নাচিয়ে পুতুল আর আমি জানি যে আমার হাজারো দোষ, কিন্তু তাই বলে আমি তো আর চোরেদের সঙ্গে ফন্দি আঁটবোনা, বা, চোরাই মালও নেবনা?'

চাষি ওর পিঠ চাপড়ে বলল, 'তুই খুব ভাল ছেলে। তোর মনটাও ভাল। আমি তোর ওপর খুব খুশি হয়েছি। তোকে মুক্তি দিলাম, বাড়ি চলে যা।' এই বলে ও পিনোক্কিও-র গলা থেকে কুকুরের বক্‌লেসটা খুলে নিল।

পিনোক্কিও যখন বেশ ভালমতই বুঝতে পারল যে ওর গলায় আর ওই বিচ্ছিরি, ভারী কুকুরের বক্‌লেসটা নেই, ও তখন মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড় লাগালো আর যতক্ষণ না পরির বাড়ি যাবার বড় রাস্তায় পৌঁছিল, ততক্ষণ একবারও থামল না।

বড় রাস্তায় পৌঁছে ও দাঁড়িয়ে পড়ল আর চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল। খালি চোখেই ও পরিষ্কার দেখতে পেল, ওই তো ওই জায়গাটা, যেখানে খ্যাঁকশিয়াল আর বিড়ালের সঙ্গে ওর দুর্ভাগ্যজনক দেখা হয়েছিল। আর ওই তো ঝোপটা আর বিশাল ওক গাছটা, যেটার ডালে ওকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল, আকাশে মাথা তুলে সব গাছের চাইতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও সেই ছোট্ট সাদা বাড়িটা ও দেখতে পেল না, যেখানে নীল চুল-ওয়ালা সুন্দর পরির দেখা পেয়েছিল।

কেন জানি, ভীষণ ভয় পেয়ে ও দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে প্রাণপণ ছুট লাগাল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ও কিন্তু ঠিক সেই মাঠে পৌঁছে গেল, যেখানে সেই ছোট্ট সাদা বাড়িটা ছিল। কিন্তু কই, কোন বাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না? তার বদলে ওখানে একটা সাদা মার্বেল পাথরের ফলক পোঁতা আছে দেখা গেল। ফলকটায় লেখা ছিল ঃ

এখানে শায়িত আছে
নীল চুল-ওয়ালা ছোট্ট মেয়েটি
যাকে ওর ছোট ভাই পিনোক্কিও
পরিত্যাগ করেছিল

নাচিয়ে পুতুলটা যখন বানান করে করে এই লেখাটা পড়ছিল, তখন ওর মনের কী অবস্থা, তোমরাই কল্পনা করে নাও। ও মাটিতে শুয়ে পড়ে বারবার ওই ঠান্ডা মার্বেল ফলকটায় চুমু খেতে খেতে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। সারা রাত্তির ও একইভাবে কেঁদে ভাসাল আর যখন সকাল হ'ল, তখনও ও কেঁদেই চলেছে, কিন্তু চোখে আর একফোঁটাও জল নেই। ও এত জোরে জোরে কাঁদছিল আর বিলাপ করছিল যে, আশপাশের সব পাহাড়গুলো থেকে ওর কান্নার প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসছিল।

কাঁদতে কাঁদতে ও বলছিল ঃ

‘ও আমার প্রিয় পরি, কেন তুমি মরে গেলে? তুমি কত ভাল, তোমার বদলে আমি কেন মরলাম না, আমি তো খুব পাজি, দুষ্টু। আমার বাবা এখন কোথায়? ও প্রিয় পরি, আমাকে বলে দাও, আমার বাবাকে কোথায় পাব, আমি এখন থেকে বাবার কাছেই থাকব আর কখনও ওঁকে ছেড়ে যাব না, কখনও না! পরি, বল তুমি সত্যিই মরে যাও নি! তুমি যদি আমাকে, তোমার ছোট ভাইকে, সত্যিসত্যি ভালবাস, তা'হলে তুমি বেঁচে ওঠ, আবার ফিরে এস, যেমনটি তুমি আগে ছিলে। আমাকে সবাই ছেড়ে চলে গেছে, আমি এখন কত একা, আমার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? এখন যদি খুনেগুলো আসে আর আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়, তা'হলে আমি তো মরেই যাব, এক্কেবারে মরে যাব। এই পৃথিবীতে এখন আমি একেবারে একা, এখন আমার কী হবে? আমি তোমাকেও হারালাম আর আমার বাবাকেও হারালাম, এখন আমাকে কে খেতে দেবে? আমি কোথায় ঘুমোবো? আমাকে কে নতুন জামা কিনে দেবে? ওঃ, হাজারগুণ ভাল হ'ত যদি আমিই মরে যেতাম! হ্যাঁ, আমি মরতে চাই, অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ।’

কাঁদতে কাঁদতে ও মাথার চুল ছিঁড়তে গেল, কিন্তু ওর মাথাটা তো কাঠের আর তাতে আঙুল চালানোর মত চুলই নেই।

ঠিক সেই সময় ওর মাথার ওপর আকাশে একটা মস্ত বড় ঘুঘু পাখি উড়ছিল। পাখিটা ওর পাখাদুটো ছড়িয়ে থেমে গেল আর চিৎকার করে বলল ঃ

‘আমাকে বল তো খোকা, ওখানে নীচে দাঁড়িয়ে কী করছ?’

‘দেখতে পাচ্ছ না আমি কাঁদছি?’ পিনোক্কিও জামার হাতায় চোখের জল মুছতে মুছতে ওপর দিকে তাকিয়ে বলল।

ঘুঘু পাখি বলল, ‘আচ্ছা, তোমার খেলার সাথীদের মধ্যে পিনোক্কিও নামের কোন নাচিয়ে পুতুল আছে কিনা জানো?’

‘পিনোক্কিও? তুমি কী নাম বললে, পিনোক্কিও?’ নাচিয়ে পুতুল লাফ দিয়ে বলে উঠল, ‘আমার নামই তো পিনোক্কিও।’

এই কথা শুনে ঘুঘু পাখিটা সটান নীচে নেমে এল। ওটা একটা টার্কি পাখির চাইতেও বড়। ও নাচিয়ে পুতুলটাকে জিগ্‌গেস করল ঃ

‘তুমি কি জেপেত্তোকে চেন?’

‘চিনব না? উনি তো আমার বাবা। উনি কি তোমাকে আমার কথা বলেছেন? তুমি আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাবে? উনি কি বেঁচে আছেন? দয়া করে তাড়াতাড়ি বল, উনি এখনও বেঁচে আছেন তো?’

‘তিনদিন আগে ওনাকে সমুদ্রের ধারে দেখে এসেছি।’

'উনি ওখানে কী করছেন?'

'উনি সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে একটা নৌকো বানাচ্ছিলেন। বেচারা, গত চারমাস ধরে উনি তোমাকে খুঁজতে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন! তোমাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে শেষপর্যন্ত ঠিক করেছেন সমুদ্র পেরিয়ে দূর দেশে দেশে গিয়ে তোমাকে খুঁজবেন।'

'এখান থেকে সমুদ্রের ধার কতদূর?' পিনোক্কিও জিগ্‌গেস করে।

'পাঁচশ' মাইলেরও বেশি।'

'পাঁচশ' মাইলেরও বেশি? ও ঘুঘু ভাই, আমার যদি তোমার মত পাখা থাকত, তা'হলে কী ভালই না হ'ত।'

'যদি তুমি যেতে চাও, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।'

'কেমন করে?'

'কেন, আমার পিঠে চাপিয়ে? তুমি কি খুব ভারী?'

'ভারী? না, না, আমি তো একটা পালকের মত হাল্কা।'

এই বলেই পিনোক্কিও এক লাফে ঘুঘুর পিঠে চড়ে বসল, আর একেবারে ঘোড়সওয়ারের মত দু'পাশে দুই পা ঝুলিয়ে দিয়ে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার ছোট্ট ঘোড়া, ছুটে চল, ছুটে চল, তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।'

ঘুঘু তো দুই পাখা ছড়িয়ে উড়ে পড়ল আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এত উঁচুতে উঠে গেল যে, প্রায় মেঘ ছোঁয় ছোঁয়। অত উঁচুতে উঠে নাচিয়ে পুতুলটার এত কৌতূহল হ'ল যে, ও নীচে তাকিয়ে পৃথিবীটাকে দেখতে চাইল। কিন্তু ওর মাথা এমন ঝিমঝিম করতে লাগল আর ও এত ভয় পেয়ে গেল যে, ও পাখির গলা দু'হাতে জাপটে ধরে ফেলল, যাতে পড়ে না যায়।



সারাটা দিন ওরা উড়ে চলল। সন্ধের দিকে ঘুঘু বলল, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

'আমার খুব খিদে পেয়েছে,' পিনোক্কিও বলল।

'ঠিক আছে, নীচে ওই যে পায়রার খোপ দেখা যাচ্ছে, ওখানে কিছুক্ষণ থামা যাক। তারপর আবার যাত্রা শুরু করে ভোর ভোর আমরা সমুদ্রতটে পৌঁছে যাব।'

ওরা একটা খালি পায়রার খোপে এসে নামল। ওখানে একটা পাত্রে জল আর একটা ঝুড়িতে লেটুস পাতা রয়েছে।

নাচিয়ে পুতুল তো জীবনে কখনও লেটুস পাতা খায়নি। ও কেবল বলত, লেটুস পাতা দেখলে আমার পেট গুলোয়। কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলায় ও সেই লেটুস পাতাই গোগ্রাসে খেল আর খাওয়া শেষ করে ঘুঘুকে বলল ঃ

'লেটুস পাতা খেতে যে এত ভাল, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছিনা।'

'ধীরে ধীরে সব শিখে যাবে বাছা,' ঘুঘু বলল, 'যখন তোমার সত্যিই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, আর অন্য কোন খাবারও তুমি পাচ্ছ না, তখন লেটুস পাতাই অপূর্ব লাগবে খেতে। সত্যিকারের খিদে কোন বাছবিচার বা খুঁতখুতুনি মানে না।'

খাওয়া দাওয়া হ'লে ওরা আর বিশ্রাম করতে চাইল না, সোজা উড়ে পড়ল আর পরদিন সকালেই ওরা সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেল। পিনোকিও ঘুঘুর পিঠ থেকে নামতে না নামতেই, ঘুঘু আর দেরি করল না, ধন্যবাদ-টন্যবাদ শোনা ওর ভাল লাগে না, ও সোজা আকাশে উড়ে পড়ল আর চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

সমুদ্রের ধারে অনেক লোকের ভিড়, ওরা সমুদ্রের দিকে হাত তুলে কী যেন দেখাচ্ছে আর চিৎকার করছে।

একটা বুড়িকে পিনোকিও জিগ্‌গেস করল, 'কী ব্যাপার, ওখানে কী হচ্ছে?'

'একটা হতভাগ্য বাবা, ওর ছেলে হারিয়ে গেছে, তাই ও একটা ছোট নৌকো করে ওর ছেলেকে খুঁজতে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউগুলো এত উঁচু আর বড় বড় যে, ওর নৌকো ডুবে যায় যায় অবস্থা।'

'কই, কোথায় নৌকো?'

'এই যে, আমার আঙুলের সোজাসুজি তাকিয়ে দেখ,' বুড়ি বহুদূর সমুদ্রে একটা ছোট নৌকোর দিকে আঙুল তুলে দেখাল। নৌকোটা মনে হচ্ছে যেন একটা বাদামের খোলা, ভেতরে একটা ছোট্ট মানুষ।

পিনোকিও খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে চিৎকার করে উঠল, 'ওই তো আমার বাবা!'

ছোট্ট নৌকোটা তখন ঢেউএর দোলায় একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, একবার ঢেউ-এর উঁচুচুড়োর ওপর দেখা যাচ্ছে। পিনোকিও একটা উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে, টুপি নেড়ে, রুমাল নেড়ে ক্রমাগত ওর বাবার নাম ধরে ডাকতে লাগল।

মনে হ'ল, অতদূর থেকেও জেপেত্তো ওর ছেলেকে চিনতে পেরেছে, কারণ ও টুপি খুলে নাড়াতে লাগল। ও হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাতে চাইল যে, ও ডাঙায় ফিরে আসতে

চায়, কিন্তু সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ে ও দাঁড় বাইতেই পারছেনা।

হঠাৎ একটা বিশাল ঢেউ উঠল, আর নৌকোটা ঢেউ-এর তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই অপেক্ষা করছে নৌকোটা কখন আবার ভেসে ওঠে, কিন্তু নৌকাটাকে আর দেখাই গেল না।

'বেচারা!' সমুদ্রের ধারে জড় হওয়া মেছুড়েরা বলে উঠল আর বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে করতে ঘরে যেতে শুরু করল।

হঠাৎ একটা বেপরোয়া চিৎকার শুনে ওরা ফিরে তাকাল আর দেখল, একটা ছোট ছেলে টিলাটার ওপর থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে আর চিৎকার কবছে ঃ

'আমি আমার বাবাকে বাঁচাব!'

পিনোক্কিও তো কাঠের তৈরি, তাই ও ডুবল না, ভাসতেই থাকল আর মাছের মত সাঁতরাতে লাগল। ওরা দেখল, ছেলেটা একবার জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার জলের ওপর ভেসে উঠে ঢেউ-এর সঙ্গে লড়াই করছে। ডাঙা থেকে ততক্ষণে ও বহুদূরে চলে গেছে, কখনও ওর একটা হাত, কখনও বা একটা পা দেখা যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আর ওকে দেখতে পেল না।

'হতভাগ্য ছেলেটা,' সমুদ্রের ধারে জড় হওয়া মেছুড়েরা বলে উঠল, তারপর বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে করতে নিজের নিজের ঘরের দিকে রওনা হল।

ঠিক সময়মত পৌঁছে ওর বাবাকে বাঁচাবে এই আশায় পিনোক্কিও সারারাত সাঁতরে চলল।

কী ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ রাতই না ছিল সেটা। মুষলধারে বৃষ্টি, আর তার সাথে বড় বড় শিলাবৃষ্টি, ঘন ঘন ভয়াবহ বাজ পড়ছে আর এমন তীব্র বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, যে সারা পৃথিবী দিনের মত আলো হয়ে যাচ্ছে।

সকালের দিকে দূরে একটা লম্বা ডাঙার ফালি ওর চোখে পড়ল। সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ।

ও প্রাণপণে চেষ্টা করল ডাঙায় পৌঁছতে , কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

উথাল পাথাল ঢেউগুলো একগাছা খড়ের মত একবার ওকে সামনে ঠেলে দিচ্ছে, আবার ওকে শূন্যে তুলে পেছনে ছুড়ে ফেলছে। শেষপর্যন্ত কপাল জোরে একটা বিশাল ঢেউ ওকে তুলে নিয়ে ডাঙার ওপর আছড়ে ফেলল। ও এত জোরে মাটিতে পড়ল যে, ওর হাড়-পাঁজরা খট্‌খট্‌ করে উঠল। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ও বিড়বিড় করল, 'খুব বাঁচা বেঁচে গেছি।' ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল, সূর্য তার সমস্ত উজ্জ্বলতা নিয়ে হেসে উঠল, আর সমুদ্র হয়ে গেল তেলতেলে মসৃণ।

নাচিয়ে পুতুলটা জামা খুলে রোদে শুকোতে দিল আর চারিদিকে তাকিয়ে ওই অগাধ জলরাশির মাঝে একটা ছোট্ট নৌকো আর তার মধ্যে একটা ছোট্ট মানুষকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু যতই তাকাক্ আর যেদিকেই তাকাক, ওর চোখে পড়ল কেবল সমুদ্র আর আকাশ, আর কখনও বা বহুদূরে বিন্দুর মত কোন জাহাজের পাল।

'যদি এই দ্বীপটার নামটা জানতে পারতাম,' ও নিজের মনেই বলে, 'যদি জানতে পারতাম এই জায়গায় সভ্য মানুষ বাস করে কিনা, যারা ছেলেদের ধরে ধরে গাছে ফাঁসি দিয়ে ঝোলায় না। কার কাছে জিগ্‌গেস করব?'

এই জনপ্রাণীহীন জায়গায় ও একেবারে একা, একথা ভেবে ওর কান্না পেয়ে গেল। ও কাঁদতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল, একটা বড় মাছ মাথা উঁচু করে ডাঙার কাছাকাছি সমুদ্রের জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। ও তো মাছটার নাম জানেনা, তাই ও যত জোরে পারে চিৎকার করে বলল, 'হ্যালো মাছভাই! একটা কথা জিগ্‌গেস করব?'

'একটা কেন, দুটো জিগ্‌গেস কর,' মাছটা জবাব দিল। আসলে ওটা ছিল একটা ডলফিন, এত শান্ত আর ভদ্র, যে ওর মত ভাল ডলফিন সমুদ্রে খুব কমই আছে।

'দয়া করে বলবে, এই দ্বীপে এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে খাবার পাওয়া যাবে, অথচ আমাকে কেউ খেতে চাইবে না?'

ডলফিন জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই আছে। এখান থেকে খুব কাছেই এরকম একটা জায়গা আছে।'

'ওখানে কেমন করে যাব?'

'তোমার বাঁদিকে যে সরু রাস্তাটা রয়েছে, ওটা ধরে নাক বরাবর সোজা চলে যাও, ঠিক পৌঁছে যাবে।'

'আর একটা কথা। তুমি তো দিনরাত সমুদ্রে ঘুরে বেড়াও, তুমি কি একটা ছোট্ট নৌকোয় আমার বাবাকে দেখেছ?'

'কে তোমার বাবা?'

'আমার বাবা পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল বাবা, আর আমি হচ্ছি সবচেয়ে খারাপ ছেলে।'

'কাল রাত্তিরে যা ঝড় হয়েছিল, বোধহয় তোমার বাবার নৌকো ডুবে গেছে।' ডলফিনটা জবাব দিল।

'আর আমার বাবার কী হয়েছে?'

'অনেকদিন ধরে এই সমুদ্রে একটা ভয়ানক হাঙর মৃত্যুর ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে, এতক্ষণে তোমার বাবাকে বোধহয় ওই হাঙরটাই খেয়ে ফেলেছে।'

পিনোকিও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিগ্‌গেস করল, 'হাঙরটা কি খুব বিশাল?'

ডলফিন অবাক হয়, বলে, 'বিশাল? ও যে কত বড়, তুমি ধারণাই করতে পারবেনা। একটা পাঁচতলা বাড়ির চাইতেও ও বড় আর ওর হাঁ এত চওড়া আর গভীর যে একটা পু'রো ট্রেন, ইঞ্জিন-টিঞ্জিন সমেত ওর মুখে ঢুকে যাবে।'

'হায় ভগবান!' নাচিয়ে পুতুলটা ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি ওর জামাটা পরে নিয়ে ডলফিনকে বলল, 'বিদায় , মাছভাই, তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে কিছু মনে কোরো না, অনেক ধন্যবাদ।'

এই বলে ও ওই সরু রাস্তাটা দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। সামান্য শব্দ শুনলেই খালি পেছন ফিরে তাকাচ্ছে আর ভাবছে এই বুঝি পাঁচতলা বাড়ির চেয়েও বড়, আর, একটা আস্ত ট্রেন মুখে নিয়ে সেই হাঙরটা ওর পেছন পেছন ছুটে আসছে ওকে ধরবে বলে।

প্রায় আধঘণ্টা ছোটার পর ও একটা ব্যস্ত শহরে এসে পৌঁছল। শহরটার রাস্তায় সারাক্ষণ লোক চলাচল করছে, সবাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত। একটাও অলস বা কুঁড়ে লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পিনোক্কিও নিজে তো ভীষণ কুঁড়ে, ও নিজের মনেই বলল, 'ভাল রে ভাল, এই জায়গায় আমি কী করব? আমি তো কাজ করবার জন্যে জন্মাইনি।'

ততক্ষণে অবশ্য ওর প্রচণ্ড খিদের চোটে খুব কষ্ট হচ্ছে, গত চব্বিশ ঘণ্টায় ওর তো কোন খাওয়া জোটেনি, এমন কি একপাত্র লেটুস পাতাও না। তা'হলে ও এখন কী করবে? কিছু খাবার-দাবার জোটাতে গেলে দুটো রাস্তা খোলা আছে,— হয় কাজ খুঁজে নিয়ে কাজ করে পয়সা জোটাও, না হয় দুটো পয়সার জন্যে অথবা একটুকরো রুটির জন্যে ভিক্ষে কর।

ভিক্ষে করতে ওর লজ্জা করছিল। ওর বাবা ওকে বারবার শিখিয়েছেন যে, কেবল খুব বুড়ো সহায়-সম্বলহীন লোকেদেরই ভিক্ষে করার অধিকার আছে। যে সব গবিব লোকেরা খুব বুড়ো হয়ে পড়েছে, অথবা এত অসুস্থ যে নিজের রুটি রোজগার করার জন্যে পরিশ্রম করার মত শক্তি নেই, তারাই কেবল দয়ার আর সাহায্য দেওয়ার পাত্র। বাকি সকলের কর্তব্য হচ্ছে কাজ করে যাওয়া। যদি এরকম কেউ কাজ করতে না চায় এবং খিদেয় ভোগে, তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

যখন পিনোক্কিও এই সব কথা ভেবে ইতস্তত করছিল, সেই সময় ওর সামনে দিয়ে একটা লোক ঘেমে নেয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে দুটো কয়লাবোঝাই গাড়ি খুব কষ্ট করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকটার মুখ দেখে পিনোক্কিও-র মনে হ'ল লোকটা দয়ালু আর তাই ও লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিচু গলায় লোকটাকে বলল, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে, খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছি. আমাকে দয়া করে একটা পয়সা দেবেন?'

'একটা কেন, আমি তোমাকে চারটে পয়সা দেব,' কয়লাওয়ালা বলল, 'যদি তুমি আমাকে এই কয়লার বোঝা টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য কর।'

'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি,' নাচিয়ে পুতুল ঠোঁট উলটে বলল, 'আপনি কি ভেবেছেন আমি একটা গাধা যে, বোঝা টানব?'

'ভাল কথা,' কয়লাওয়ালা বলল, 'তা'হলে সত্যিই যদি তুমি খিদের জ্বালায় মরতে না চাও, তা'হলে তোমার এই অহঙ্কারটাই খেয়ে ফেল, দেখো, যেন বদহজম না হয়।'

কয়েক মিনিট বাদে একটা রাজমিস্ত্রি ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, ওর কাঁধে সিমেন্টের বস্তা।

'আমি ক'দিন খাই নি, দয়া করে আমাকে একটা পয়সা দেবেন?'

'নিশ্চয়ই দেব, আমার সঙ্গে এই সিমেন্টের বস্তা বয়ে নিয়ে চল,' রাজমিস্ত্রি বলল, 'এক পয়সা নয়, আমি তোমাকে পাঁচ পয়সা দেব।'

পিনোক্কিও আপত্তি করল, 'সিমেন্টের বস্তা তো খুব ভারী, আর তাছাড়া আমি কোন কাজ করতে পারব না।'

'যদি কাজ করতে না চাও, তা'হলে খিদের জ্বালায় আনন্দ কর, সেটাই তো ভাল!'

আধঘণ্টার মধ্যে অন্তত কুড়িজন ওই রাস্তা দিয়ে গেল আর পিনোক্কিও ওদের প্রত্যেকের কাছেই ভিক্ষে চাইল, কিন্তু লোকগুলো ওকে বলে গেল, 'ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে না করে, কাজ করোগে যাও, আর কাজ করে পয়সা কামিয়ে রুটি কিনে খাও।'

শেষকালে একটা ছোটখাট মহিলা দু'কলসি জল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে পিনোক্কিও তাকে বলল, 'মা, দয়া করে আমাকে কলসি থেকে এক ঢোক জল দেবেন?' তেষ্টায় ওর বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল।

'নিশ্চয়ই দেব বাছা,' মহিলাটি মাটিতে কলসি নামিয়ে রেখে ওকে বলল।

পিনোক্কিও এক পেট জল খেয়ে মুখ-টুখ মুছে বলল, 'তেষ্টা তো মিটল, কিন্তু এখনও যে খিদে মেটেনি?'

ওই ছোটখাট ভাল মহিলাটি পিনোক্কিও-র কথা শুনে বলে উঠল, 'যদি একটা কলসি তুমি আমার বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাও, তা'হলে তোমাকে আমি বড় একটুকরো রুটি খেতে দেব।'

পিনোক্কিও কলসিটার দিকে তাকিয়ে রইল, হ্যাঁ কিংবা না, কিছুই বলল না।

'আর রুটির সঙ্গে তোমাকে তেল আর ভিনিগার দিয়ে রান্না করা এক বাটি ফুলকপির তরকারি দেব,' ভাল মহিলাটি বলল।

পিনোক্কিও আবার কলসিটা দেখল, কিন্তু এবারেও হ্যাঁ না কিছুই বলল না।

'আর ফুলকপির তরকারির পরে তোমাকে খুব সুস্বাদু পেস্ট্রি দেব।'

এবার আর পিনোক্কিও লোভ সামলাতে পারল না, একটা লম্বা শ্বাস টেনে বেশ জোর দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি তোমার বাড়ি পর্যন্ত কলসিটা বয়ে নিয়ে যাব।'

কলসিটা ছিল খুব ভারী, আর নাচিয়ে পুতুলটার হাতে এমন জোর ছিল না যে, ওটাকে হাতে করে নিয়ে যায়, তাই ও কলসিটাকে মাথায় তুলে নিল।

যখন ওরা বাড়ি এসে পৌঁছল, ওই ভাল মহিলাটি পিনোক্কিও-কে খাবার টেবিলে বসিয়ে ওর সামনে রুটি, ফুলকপির তরকারি আর পেস্ট্রি সাজিয়ে দিল।

পিনোক্কিও একটা শুয়োরের মত গবগব করে পুরো খাবারটা খেতে লাগল। ওর পেট তো নয়, একটা খালি ঘর আর ওই ঘরটা যেন কতদিন ধরে খালি পড়েছিল।

আস্তে আস্তে ওর খিদের জ্বালাটা মিটে যেতে ও মাথা তুলে ওই দয়ালু মহিলাকে ধন্যবাদ জানাতে গেল। কিন্তু ওর দিকে চোখ তুলে ভাল করে তাকাতেই ও একেবারে অবাক হয়ে 'এ কি?' বলে উঠল, আর মুহূর্তের মধ্যে একেবারে পাথরের মত হয়ে গেল, দু'চোখ বড় বড় হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, ছুরি-কাঁটা হাতে ধরা আর মুখের মধ্যে তখনও রুটি আর ফুলকপির তরকারি ঠাসা। মহিলাটি হাসি মুখে বলে উঠল, 'তোমাব আবার কী হ'ল?'

'মানে, মানে,' পিনোক্কিও তোতলাতে শুরু করল, 'মানে, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, ... মানে, আপনার মত....... মানে, সেই গলার স্বর...... সেইবকম চোখ,..... সেই চুল..... আপনার চুলও তো সেই মেয়েটির মত.....নীল। ও আমার প্রিয় পরি, বল, তুমিই সেই পরি? সত্যিই কি তুমি সেই পরি? আমাকে আর কাঁদিও না, যদি আমি আগে বুঝতে পারতাম! আমি কত কেঁদেছি, কত কষ্ট পেয়েছি।' বলতে বলতে পিনোক্কিও ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল আর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে ওই ছোটখাট মহিলাটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

প্রথমে তো ছোটখাট মহিলাটি স্বীকারই করতে চায় না যে, সে-ই ওই নীল-চুল ওয়ালা পরি। কিন্তু যখন বুঝতে পারল, যে পিনোক্কিও ওকে চিনে ফেলেছে আর লুকোচুরি করে কোন লাভ নেই, তখনও পিনোক্কিও-কে বলল ঃ 'দুষ্টু পুতুল, তুমি কী করে আমাকে চিনতে পারলে?'

'আমি তোমাকে খুব ভালবাসি তো, তাই তোমাকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।'

'তোমার মনে আছে, যখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, তখন আমি ছিলাম একটা ছোট্ট মেয়ে, আর এখন আমি কত বড় হয়ে গেছি। আমি এখন তোমার মায়ের মত, তাই না?'

'খুব ভাল হবে, তা'হলে আমি তোমাকে আর ছোট্ট বোন বলে না ডেকে, মা বলে ডাকব। আমার খুব ইচ্ছে হত, অন্য ছেলেদের মত আমারও যেন মা থাকেন। কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি এত বড় হয়ে গেলে কী করে?'

'সেটা একটা গোপন ব্যাপার।'

'আমাকে শিখিয়ে দাও না। আমিও আর একটু বড় হতে চাই। দেখনা, আমি কত ছোট, তোমার হাঁটুর সমান।'

পরি বলল, 'কিন্তু তুমি তো আর বড় হতে পারবে না।'

'কেন?'

'কারণ, নাচিয়ে পুতুলরা কখনও বাড়ে না। ওরা তো জন্ম থেকেই কাঠের পুতুল আর শেষ পর্যন্ত কাঠের পুতুলই থেকে যায়।'

পিনোক্কিও নিজের কাঠের মাথা ঠুকে বলল, 'সারা জীবন একটা কাঠের নাচিয়ে পুতুল হয়ে থাকতে আমার ভাল লাগে না। অন্য অন্য মানুষদের মত, আমিও কেন মানুষ হতে পারি না?'

'যদি তুমি সত্যিই মানুষ হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পার, তা'হলে তুমি নিশ্চয়ই মানুষ হয়ে যাবে।'

'সত্যি? তা'হলে মানুষ হবার যোগ্য হতে হলে আমাকে কী করতে হবে?'

'খুব সোজা! প্রথমে তোমাকে ভাল ছেলে হতে হবে।'

'ও, তুমি বলতে চাও, যে, আমি ভাল ছেলে নই?'

'তুমি মোটেই ভাল ছেলে নও। ভাল ছেলেরা বাধ্য ছেলে হয়, কথা শোনে, আর তুমি.......'

'আমি তো বরাবর অবাধ্য ছেলে।'

'ভাল ছেলেরা লেখাপড়া করে, কাজ করে, আর তুমি... .'

'আর আমি মাথা মোটা, সারা বছর টোটো করে ঘুরে বেড়াই।'

'ভাল ছেলেরা সবসময় সত্যি কথা বলে.....'

'আর আমি সবসময় মিথ্যা কথা বলি।'

'ভাল ছেলেরা স্কুলে যেতে ভালবাসে......'

'আর স্কুলে যাবার নামে আমার গায়ে জ্বর আসে । আজ থেকে আমার জীবন অন্যরকম হবে।'

'তুমি প্রতিজ্ঞা কবছ?'

'হ্যাঁ আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমিও ভাল ছেলে হতে চাই, আর বাবার শেষ জীবনের সান্ত্বনা হতে চাই। আমার হতভাগ্য বাবা এখন যে কোথায় আছে?'

'জানি না।'

'আর কখনও কি বাবার সঙ্গে দেখা হবে?'

'আশা তো করি, হ্যা অবশ্যই দেখা হবে।'

একথা শুনে পিনোক্কিও এত খুশি হল, যে, আনন্দের চোটে পাগলের মত পরির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। তারপর স্নেহমাখা দু'চোখ তুলে বলল, 'বল মা, বল, তুমি সত্যি করে মরে যাওনি?' পরি হাসিমুখে জবাব দিল, 'হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তুমি যদি জানতে আমার কী কষ্ট আর বুক ফেটে যাচ্ছিল যখন ওই লেখাটা দেখলাম, 'এখানে শায়িত আছে....'

'জানি, আর তাইতো তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছিলে, আর তখনই বুঝেছিলাম যে তোমার মনটা ভাল। আর যদি কোন ছেলের মনটা ভাল হয়, তা'হলে ও যত দুষ্টুই হোক, আর যত খারাপ ভাবেই বড় হোক না কেন, ও যে শেষ পর্যন্ত ভাল হয়ে যাবে আর নিজেকে শুধরে নেবে, সেটা আশা করা যায়। সেইজন্যেই তো আমি তোমাকে খুঁজতে এই জায়গায় এসেছি। আমি এখন থেকে তোমার মা হব, কেমন?'

'ওঃ কী মজা,' পিনোক্কিও আনন্দে লাফ দিয়ে উঠল।

'তুমি সব সময় আমার বাধ্য হয়ে চলবে, আমি যা বলব, তাই করবে।'

'হ্যাঁ, করব, করব, করব।'

'কাল থেকে তা'হলে তুমি স্কুলে যাবে,' পরি বলল।

পিনোক্কিও-র খুশি একটু কমে গেল।

'তারপরে তুমি কোন একটা পেশা বা ব্যবসা, যা তোমার পছন্দমত, সেরকম যে কোন কাজ বেছে নেবে।'

পিনোক্কিও-র মুখ শুকিয়ে গেল।

পরি কড়া গলায় জিগ্গেস করল, 'বিড়বিড় করে কী বলছ?'

পিনোক্কিও শুকনো গলায় বলল, 'বলছিলাম, স্কুলে যাবার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'মোটেই না। ভাল করে শুনে রাখ, পড়াশুনো করার আর শিক্ষা গ্রহণ করার কোন বয়স নেই।'

'কিন্তু কোন পেশা বা ব্যবসা আমি শিখতে চাই না,....'

'কেন?'

'আমার যে কোন কাজ করতেই ইচ্ছে করে না।'

পরি বলল, 'বাছা শোন, যারা এই ধরনের কথাবার্তা বলে, তাদের শেষ হয় হাসপাতালে, না হয় জেলখানায়। মনে রেখ, কোন মানুষ, তা সে বড়লোকের ঘরেই জন্মাক, কি গরিবের ঘরেই জন্মাক, তাকে এই পৃথিবীতে কোন না কোন কাজ করতেই হবে। যারা কুঁড়েমি করে

দিন কাটায়, তাদেরকে ধিক্! কুঁড়েমি এমন একটা বিচ্ছিরি রোগ, যেটা ছোটবেলাতেই সারিয়ে ফেলতে হয়, বড় হয়ে গেলে আর সে রোগ সারানো যায় না।'

পরির কথাগুলো পিনোক্কিও-র হৃদয়-মন ছুঁয়ে গেল। ও মাথা উঁচু করে পরিকে বলল ঃ

'আমি লেখাপড়া করব, আমি কাজ করব। তুমি যা চাইবে, আমি তাই করব। এই কাঠের পুতুলের জীবন কাটাতে কাটাতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমি একটা সত্যিকারের ছেলে হতে চাই, তা সে যত কষ্টই হোক্ না কেন! তুমি তো বললে আমি পারব, পারব না?'

'হ্যাঁ, আমি বলেছি আর তোমার নিজের ওপরই এটা নির্ভর করছে।'

পরের দিন থেকেই পিনোক্কিও স্কুলে যেতে শুরু করল। ভাবতে পার, একটা কাঠের নাচিয়ে পুতুলকে স্কুলে আসতে দেখে, দুষ্টু ছেলেগুলো কী করল? ওরা এমন হাসতে শুরু করল, যেন ওদের হাসি থামবেই না। প্রথমে একজন, তারপরে আর একজন, এমনিভাবে সবাই মিলে ওর পেছনে লাগল। কেউ ওর হাত থেকে টুপি কেড়ে নেয়, তো, কেউ পেছন থেকে ওর জামা ধরে টানে। কয়েকজন আবার ওকে ধরে, ওর নাকের তলায় কালি দিয়ে গোঁফ এঁকে দেয় আর শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে ওর হাতে পায়ে সুতো বেঁধে ওকে নাচানোর চেষ্টা করে।

পিনোক্কিও তো প্রথমে এমন ভান করল, যেন ওদের ও গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে ও সবচেয়ে পাজি ছেলেটার দিকে ঘুরে রেগেমেগে বলল ঃ 'এই, সাবধান, বেশি বাড়াবাড়ি করবি না। আমি এখানে সার্কাসের ভাঁড় সাজতে আসিনি। আমি যেমন অন্যদের সম্মান করি, তেমনি আমিও চাই অন্যেরা আমাকে সম্মান করুক।'

পাজি ছেলেগুলো হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'যা যা, ফাল্তু ছেলে। একেবারে বই-এর মতো কথা বলছিস্!' ওদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে শয়তান, সে তো হাত বাড়িয়ে পিনোক্কিও-র নাকটা ধরার চেষ্টা করল।

কিন্তু তার আগেই পিনোক্কিও টেবিলের তলা দিয়ে ওর পায়ের হাড়ে এক লাথি কষাল।

'উঃ উঃ, কি শক্ত পা রে বাবা!' ছেলেটা ব্যথায় ককিয়ে উঠে পায়ের হাড়ে হাত বুলোতে লাগল। আরেকটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ, ওর হাতের কনুই কি লোহার মত শক্ত।' ও পিনোক্কিও-কে বাজে বাজে কথা বলছিল বলে পিনোক্কিও ওর পেটে কনুই-এর গুঁতো মেরেছে।

পিনোক্কিও যে আত্মরক্ষায় ওস্তাদ, এর প্রমাণ পেয়ে শেষ পর্যন্ত স্কুলের সব ছেলেরা ওর ভক্ত হয়ে পড়ল!

এমনকি মাস্টারমশাই-ও ওর প্রশংসা করতে লাগলেন, কেননা পিনোক্কিও সত্যি সত্যিই বুদ্ধিমান, মনোযোগী আর পড়াশুনোয় ভাল ছিল। ও সবার আগে স্কুলে আসত, আর স্কুল শেষ হ'লে সবার শেষে বেঞ্চি ছেড়ে উঠত।

দোষের মধ্যে ও বড় বেশি বন্ধু বানিয়ে ফেলেছিল আর তাদের মধ্যে কিছু ছেলে ছিল নচ্ছার, ঝামেলাবাজ আর লেখাপড়ায় ফাঁকিবাজ। মাস্টারমশাই কিন্তু ওকে রোজ এই ব্যাপারে সাবধান করতেন, আর পরি তো ওকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিত, বলত, 'পিনোক্কিও, সাবধান, তোমার স্কুলের এই বাজে বন্ধুরা কিন্তু তোমাকে লেখাপড়া করতে দেবেনা আর তোমাকে হয়ত দারুণ বিপদে ফেলে দেবে।'

নাচিয়ে পুতুল জবাব দিত, 'না, না, তেমন কোন বিপদ হবে না,' আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে কপালে আঙুল ঠেকিয়ে যেন বলতে চাইত, 'আমার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।'

এখন হ'ল কি, একদিন যখন ও স্কুলে যাচ্ছে, রাস্তায় ওইরকম কয়েকজন দুষ্টু বন্ধুর সাথে ওর দেখা। ওরা বলল, 'এই শুনেছিস, কী সাংঘাতিক খবর!'

'না তো, কী খবর?'

'সবাই বলাবলি করছে, সমুদ্রে একটা পাহাড়ের মত বিশাল হাঙর এসেছে।'

'তাই নাকি? এটা কি তা'হলে ওই হাঙরটা, যেটা সেই ঝড়ের রাতে আমার বাবা যখন সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল, তখন এসেছিল?'

'আমরা তো ওটাকে দেখতে যাচ্ছি সমুদ্রের ধারে। তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?'

'না ভাই, আমি স্কুলে যাচ্ছি।'

'আরে, স্কুলে গিয়ে কী হবে? সে তো আমরা কালও স্কুলে যেতে পারি। একটা দিন না পড়লে এমন কী ক্ষতি? আমাদের মোটা মাথার বুদ্ধি কি বাড়বে?'

'কিন্তু মাস্টার মশাই কী বলবেন?'

'উনি যা খুশি বলুন। সবসময় আমাদের দোষ ধরাই তো ওর চাকরি।'

'আর আমার মা?'

'আরে, তোর মা জানতেই পারবেনা,' পাজি ছেলেগুলো জবাব দিল।

পিনোক্কিও বলল, 'ঠিক আছে, অন্য একটা কারণে হাঙরটাকে দেখতে যেতে হবে, তবে স্কুল ছুটি হওয়ার পরে যাব।'

'হায় বোকারাম,' একটা ছেলে বলল, 'তুই কখন আসবি ওকে দেখতে, সেইজন্যে ওই বিশাল হাঙরটা বসে থাকবে? এক জায়গায় থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে ও আবার অন্য কোন জায়গায় চলে যাবে।'

পিনোক্কিও শুধোয়, 'সমুদ্রের ধারে যেতে কত সময় লাগবে?'

'আরে একঘণ্টার মধ্যে যাব আর ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে, চল্। যে সবচেয়ে জোরে দৌড়তে পারবে, সে সবচেয়ে ভালো,' পিনোক্কিও বলল।

শোনা মাত্র, সবকটা পাজি ছেলে, বই-শ্লেট বগলে মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড় লাগাল। পিনোক্কিও তো সবার আগে ছুটছে, যেন ওর পায়ে পাখির ডানা লাগানো।

মাঝে মাঝেই পিনোক্কিও পেছনে তাকিয়ে দেখছে অন্য ছেলেগুলো কত পেছনে, হাঁপাতে হাঁপাতে, জিভ বার করে ছুটছে, গা-ময় ধুলো। ওদের অবস্থা দেখে পিনোক্কিও টিটকিরি দিচ্ছে আর হাসছে। কি বিপদই যে ঘনিয়ে আসছে, বেচারা তা জানে না।

সমুদ্রের ধারে পৌঁছেই পিনোক্কিও চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু কোন হাঙর চোখে পড়ল না। সমুদ্র একেবারে আয়নার মত মসৃণ।

'কিরে, কোথায় তোদের হাঙর?' ও সঙ্গীদের জিগ্‌গেস করল।

ওদের মধ্যে একজন হাসতে হাসতে বলল, 'বোধহয় জলখাবার খেতে গেছে।'

আর একজন আরও জোরে হাসতে হাসতে বলল, 'না, রে, মনে হয় বিছানায় ঘুমোতে গেছে।'

ওদের এই নির্বোধ কথাবার্তায় আর বোকা-বোকা হাসি দেখে পিনোক্কিও-র বুঝতে বাকি রইল না যে, ওরা ওর সঙ্গে মজা করে মিথ্যা কথা বলেছে। ও খুব রেগে গিয়ে বলল, 'তা'হলে তোরা কি আমাকে মিথ্যা হাঙরের গল্প বানিয়ে এখানে নিয়ে এলি?'

পাজিগুলো একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই, আমরা চাইছিলাম তুই স্কুল পালিয়ে আমাদের সঙ্গে আসবি। রোজ রোজ সময়মত স্কুলে যেতে আর মনোযোগী ছাত্রের মত মন দিয়ে লেখাপড়া করতে তোর লজ্জা করেনা?'

—'যদি আমি ভাল করে লেখাপড়া করি, তাতে তোদের কী?'

—'বাঃ, তুই ভাল ছাত্র হবি; আর মাস্টারমশাই-এর কাছে আমরা বকুনি খাব, এটা কি ঠিক?'

—'কেন, তাতে কী হয়েছে?'

—'যে সব ছেলেরা পড়াশুনোয় ভাল, তাদের সামনে আমাদের অবস্থাটা কী হয়? আমাদেরও তো কিছু আত্মসম্মান আছে, তাই না?'

—'তা'হলে কী করলে তোরা খুশি হবি?'

—'আমরা যা করি, তুইও তাই করবি। আমাদের মতো তুইও আমাদের তিন শত্রুকে ঘেন্না করবি, এক—স্কুল, দুই—বই, আর তিন—মাস্টারমশাই।'

— 'আর আমি যদি ও সব না করে, শুধু লেখাপড়াই করতে চাই?'

—'তা'হলে আমাদের সঙ্গে তোর কোন সম্বন্ধ থাকবে না আর সুযোগ পেলেই আমরা আবার তোর পেছনে লাগব।'

পিনোক্কিও মাথা নাড়িয়ে বলল, 'সত্যি! তোরা হাসালি!'

ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলেটা পিনোক্কিও-র দিকে তেড়ে এসে বলল, 'সাবধান পিনোক্কিও। ভাবিস না, তুই আমাদের ভয় দেখাচ্ছিস, আমাদের ওপর সর্দারি করবি। তুই যদি আমাদের ভয় না পাস, আমরাও তোকে ভয় পাই না। মনে রাখিস, তুই একা আর আমরা সাতজন।'

পিনোক্কিও সাহস দেখিয়ে হেসে উঠে বলল, 'তোরা হচ্ছিস, সাতটা পাপ।'

'শুনলি, তোরা শুনলি? ও আমাদের সবাইকে অপমান করছে। আমাদের বলছে, সাতটা পাপ।'

'পিনোক্কিও, এক্ষুনি ক্ষমা চা, নইলে খুব খারাপ হবে।'

পিনোক্কিও নাকের ওপর আঙুল ঠুকে ওদের ভ্যাংচাল।

'পিনোক্কিও, ভাল হবেনা বলে দিচ্ছি।'

পিনোক্কিও আবার ভ্যাংচাল।

'তোর নাক ভেঙে দেব!'

আবার পিনোক্কিও-র ভ্যাংচানি।

ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে সাহসী, ও পিনোক্কিও-র মাথায় এক ঘুঁসি মেরে বলল, 'তবে এই নে, খেতে কেমন লাগে দ্যাখ।'

সঙ্গে সঙ্গে পিনোক্কিও-র সঙ্গে ওদের সবার তুমুল লড়াই বেধে গেল। এ মারে, তো ও মারে, মার, পাল্টা মার শুরু হয়ে গেল। কিন্তু পিনোক্কিও একা হলে কি হবে, ও বীরের মত লড়াই চালিয়ে গেল। ওর শক্ত কাঠের পায়ের জোর লাথি খেয়ে ওদের হাতে, পায়ে, গায়ে কালশিটে পড়ে গেল। শেষপর্যন্ত পাজিগুলো পিনোক্কিও-র দিকে ওদের বইখাতা, স্লেট, পেন্সিল ছুড়ে ছুড়ে মারতে লাগল। কিন্তু পিনোক্কিও এদিকে মাথা হেলিয়ে, ওদিকে মাথা হেলিয়ে, এমন ভাবে ওদের মার এড়িয়ে গেল, যে, ওদের সব বই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল।

মাছগুলো তখন কি করল জান? ওরা ভাবল বইগুলো বুঝি কোন খাবার, তাই ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে জলের ওপরদিকে উঠে এল। কিন্তু বইগুলোর মলাট বা একটা দুটো পাতা খেতেই ওদের এমন গা গুলিয়ে উঠল, যে, ওরা থু থু করে ওগুলো মুখ থেকে ফেলে দিল, যেন বলতে চায়, 'এগুলোর চেয়ে অনেক ভালো খাবার আমরা খাই।'

লড়াই যখন খুব জমে উঠেছে, সেই সময় একটা বড় কাঁকড়া হঠাৎ জল থেকে উঠে এসে সর্দি-বসা ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল,

'এই পাজি বদমাশগুলো, থামবি? এই স্কুলের ছোঁড়াগুলো এমন লড়াই করছে যে, কেউ না কেউ কিন্তু ঠিক চোট্ পাবে।'

বেচারা কাঁকড়া! যেন হাওয়াকে বলল। ওর কথা কেউ কানেই নিলনা। পাজি পিনোক্কিও তো ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কর, বেয়াদব কাঁকড়া! ওষুধ খেয়ে তোর সর্দি-বসা গলাটা আগে ঠিক কর। যা, যা, বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়, ঝামেলা করিস্না।' ছেলেগুলোর তখন নজরে পড়ল যে, ওদের সব বই-পত্তর ছোড়া হয়ে গেলেও পিনোক্কিও-র বইগুলো তখনও মাটিতে পড়ে আছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে পিনোক্কিও-র বইগুলো তুলে নিল। বইগুলোর মধ্যে একটা অংকের বই ছিল, খুব ভারী আর চামড়া দিয়ে শক্ত করে মলাটটা বাঁধাই করা।

ওই পাজি ছেলেগুলোর মধ্যে একজন এই বইটা তুলে নিয়ে সমস্ত জোর দিয়ে পিনোক্কিও-র মাথা লক্ষ করে ছুড়ল। কিন্তু ওর মাথায় না লেগে বইটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগল ওদেরই আর এক সঙ্গীর মাথায়। ছেলেটা যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, মা, মেরে ফেলল, আমাকে বাঁচাও।' তারপরই ধপাস্ করে বালির ওপর পড়ে গেল। ওর মুখ তখন কাগজের মতো সাদা।

এই দেখেই, অন্য ছেলেগুলো এমন ভয় পেল যে, দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর ওদের দেখা গেল না।

কিন্তু পিনোক্কিও ওখানে রয়ে গেল আর যদিও ভয়ে, দুঃখে ওরও প্রায় মরার মতো দশা, ও কিন্তু ছুটে সমুদ্রের জলে ওর রুমালটা ভিজিয়ে এনে ছেলেটার কপালের ওপর চেপে ধরল আর কাঁদতে কাঁদতে ওর নাম ধরে ডেকে বলতে লাগল ঃ

'ইউজিন, চোখ খোল, আমার দিকে তাকা! কথা বলছিস না কেন? আমি তো তোকে মারিনি? বিশ্বাস কর, আমি মারিনি। চোখ খোল ইউজিন! যদি তুই চোখ না খুলিস, তা'হলে আমিও মরে যাব। হায় ভগবান, এখন কেমন করে বাড়ি যাব? কেমন করে মায়ের কাছে মুখ দেখাব? আমার কী হবে? আমি কি পালিয়ে যাব? কোথায় লুকোবো? ওঃ, কি ভালই না হত, যদি আমি এখানে না এসে স্কুলে যেতাম! কেন আমি ওই শয়তান বন্ধুদের কথা শুনলাম? ওরাই তো আমার সর্বনাশ করল! মাস্টার মশাই বলেছিলেন, আমার মা-ও বলেছিলেন, 'শয়তান বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবে।' কিন্তু আমার মাথা গরম, আমি একগুঁয়ে, আমি খালি ওদের কথাই শুনি আর নিজের ইচ্ছেমত চলি। আর শেষপর্যন্ত আমার কী দুর্দশাই না হয়! আমার জন্ম থেকেই আমি এইরকম! আমি কখনও পনেরো মিনিটের জন্যেও ভাল থাকিনি। হায় হায়, এখন আমার কী হবে?'

পিনোক্কিও সমানে মাথা ঠুকতে ঠুকতে কেঁদে যাচ্ছে আর ইউজিনকে ডেকে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ ও কাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ও চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে, দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা জিগ্গেস করল, 'ওখানে মাটিতে বসে কী করছ?'

'আমি আমার স্কুলের বন্ধুকে সাহায্য করছি।'

'কেন, ওর কি কিছু হয়েছে?'

'তাইতো মনে হচ্ছে।'

একজন পুলিশ ইউজিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখে বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। ছেলেটার তো কপালে চোট লেগেছে। কে ওকে মারল?'

পিনোক্কিও-র তো ভয়ের চোটে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। কোনোরকমে তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আমি না!'

'যদি তুমি না মেরে থাক, তা'হলে কে মেরেছে?'

'আমি মারিনি,' পিনোক্কিও আবার বলল।

'কী দিয়ে ওকে মেরেছে?'

'এই বইটা দিয়ে।' পিনোক্কিও ভারী চামড়া-বাঁধানো অংক বইটা তুলে নিয়ে পুলিশকে দেখাল।

'বইটা কার?'

'আমার।'

'যথেষ্ট। আমার আর কিছু জানার নেই। এবার উঠে পড়, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো, ...'

'উঠে এস।'

'কিন্তু আমি তো নির্দোষ!'

'চল বলছি।'

যাবার আগে পুলিশ দু'জন কিছু মেছুড়েকে, যারা কাছেই নৌকো বাইছিল, ডেকে বলল, 'এই ছেলেটার চোট লেগেছে। একে তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রূষা কোরো। আমরা কাল আসব।'

তারপর পিনোক্কিও-র দিকে ঘুরে দু'জনের মাঝখানে পিনোক্কিও-কে নিয়ে বলল, 'আমাদের সঙ্গে মার্চ করে এগিয়ে চল। যদি ঠিকমত পা ফেলতে না পার, তা'হলে মজা দেখাব।'

পিনোক্কিও আর দেরি না করে ওদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। বেচারা বুঝতে পারছে না, ও জেগে আছে, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। ও ভাবছে, এটা একটা স্বপ্নই, দুঃস্বপ্ন। ও হতাশায়, লজ্জায় একেবারে মুষড়ে পড়েছে। ও চোখে দুটো দুটো দেখছে, পা কাঁপছে, জিভ শুকিয়ে টাকরায় লেগে গেছে, একটাও কথা বলতে পারছে না। কিন্তু

এত সবের মধ্যেও একটা চিন্তা ওর বুকে ছুঁচের মত বিঁধছে, পুলিশদুটোর সঙ্গে পরির বাড়ির জানালার তলা দিয়েই ওকে যেতে হবে। এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।



ওরা গ্রামে সবে ঢুকছে এমন সময় একটা জোর হাওয়া এল আর ওর টুপিটা মাথা থেকে উড়ে হাত দশেক দূরে গিয়ে পড়ল। 'টুপিটা নিয়ে আসব?' পিনোক্কিও পুলিশদের জিগ্‌গেস করল। 'যাও, তাড়াতাড়ি কর।'

পিনোক্কিও গিয়ে টুপিটা তুলে নিল, কিন্তু মাথায় না পরে, দু'দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরে যত জোরে পারে, উল্টোমুখে সমুদ্রের দিকে দৌড় লাগাল।

পুলিশ দুটো বুঝতে পারল ওকে দৌড়ে ধরা যাবেনা, তাই ওর পেছনে ওদের বিরাট মাস্টিফ কুকুরটা লেলিয়ে দিল। পিনোক্কিও যত দৌড়য়, কুকুরটা তার চেয়ে বেশি জোরে দৌড়য়। লোকেরা বাড়ির জানালায় ঝুঁকে বা রাস্তায় বেরিয়ে এসে ওদের দৌড় দেখতে লাগল, কে জেতে। কিন্তু ওরা এত ধুলো উড়িয়ে ছুটছে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলোর আড়ালে ওদের আর দেখাই গেল না।

পিনোক্কিও প্রাণভয়ে ছুটছে। পেছনে ছুটে আসছে ওই প্রকাণ্ড মাস্টিফ কুকুরটা, ওর নাম 'আলিদোরো'। একসময় পিনোক্কিও-র মনে হ'ল আর বাঁচার আশা নেই, কুকুরটা ওকে ধরে ফেলল বলে। পিনোক্কিও ওই ভয়ঙ্কর কুকুরটার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, বোধহয় ওর গরম নিশ্বাস ওর গায়েও লাগছে।

ভাগ্যক্রমে ও সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেছে, আর ক'পা গেলেই সমুদ্র। পিনোক্কিও ওখান থেকেই ব্যাঙের মত এক প্রকাণ্ড লাফ দিল আর সমুদ্রে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল। আলিদোরো এত জোরে ছুটে আসছে, যে ও আর থামতে পারল না, সটান সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। কিন্তু ওর মন্দকপাল, ও সাঁতারই জানে না, আর তাই জলে পড়ে ও পাগলের মত পা ছুঁড়তে লাগল আর কোনোরকমে জলের ওপর নাকটা তুলে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু যতই চেষ্টা করুক, ও খালি জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। কোনোরকমে হাবুডুবু খেতে খেতে ও ভৌ ভৌ করে চিৎকার করল, 'ডুবে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি।' ওর চোখ তখন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

পিনোক্কিও তো খানিকটা দূরে সাঁতার কাটছে, কোন বিপদের ভয় নেই। ও বলল, 'তা'হলে ডুবে মর।'

'পিনোক্কিও, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে বাঁচাও।'

নাচিয়ে পুতুলটা দুষ্টু হলে কী হয়, আসলে ওর মনটা ছিল খুব নরম। কুকুরটার হতাশ কান্না শুনে ওর দয়া হ'ল। ও তাড়াতাড়ি সাঁতরে কুকুরটার কাছে এসে বলল, 'তোমাকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু কথা দিতে হবে যে, তুমি আমাকে আর বিরক্ত করবে না, বা আমার পিছু পিছু তাড়া করবেনা।'

'কথা দিচ্ছি! কথা দিচ্ছি! দয়া করে তাড়াতাড়ি আমাকে জল থেকে টেনে তোল, নইলে আমি ডুবে যাব!'

পিনোক্কিও তবুও একটু ইতস্তত করল, কিন্তু তখন ওর বাবার একটা কথা মনে পড়ল। বাবা বলেছিল, যে ভাল কাজ করে তার কোন ক্ষতি হয় না। তাই ও তাড়াতাড়ি সাঁতরে আলিদোরোর লেজটা দু'হাতে ধরে টানতে টানতে নিরাপদে শুকনো ডাঙায় নিয়ে এল।

কুকুর বেচারার আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। ও এত সমুদ্রের নোনাজল খেয়েছে যে, পেট ফুলে বেলুনের মত ঢোল হয়ে আছে। যাইহোক, পিনোক্কিও ওকে ঠিক বিশ্বাস

করতে পারছেনা, আর তাই ও তক্ষুনি আবার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর যাবার আগে ওকে বলে গেল, 'বিদায় ভাই আলিদোরো। ভালভাবে বাড়ি ফিরে যাও, আর সবাইকে আমার ভালবাসা জানিও।'

'বিদায় পিনোক্কিও,' কুকুর বলল, 'মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ, তোমাকে হাজার ধন্যবাদ। তুমি আমাকে দয়া করে বাঁচিয়েছ আর পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করলে তার সুফলও পাওয়া যায়। যদি কোনদিন আমাকে তোমার প্রয়োজন হয়, আমি তোমার পাশে থাকব।'

পিনোক্কিও সমুদ্রের বেশি ভেতরে না গিয়ে তীর বরাবর সাঁতার কাটতে লাগল যতক্ষণ না কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছয়। তীরের দিকে তাকিয়ে ও দেখল পাড়ে পাথরের গায়ে একটা গুহা মত আর তার ভেতর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে।

ও নিজের মনে বলল, 'মনে হচ্ছে, ওই গুহার মতন জায়গাটার ভেতরে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তা'হলে তো ভালই হয়। আমি ভিজে গা-টা শুকিয়ে নিতে পারব আর একটু আগুন সেঁকতেও পারব। তারপর কী হবে, দেখা যাবে।'

এই কথা ভেবে ও পাথুরে পাড়ের কাছাকাছি সাঁতরে এল। কিন্তু যেমনি ও জল থেকে উঠতে যাচ্ছে, অমনি মনে হ'ল জলের তলা থেকে কী যেন একটা উঠে আসছে, উঠছে, উঠছে, আর শেষপর্যন্ত ওকে সমুদ্রের পাড়ের ওপর তুলে ফেলল। ও উঠে পালাতে গেল, কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ও অবাক হয়ে দেখল, একটা বিরাট বড় জালে ও আটকে পড়েছে আর জালের মধ্যে ওর সঙ্গে অনেক মাছ, কত রকমের, আর ওগুলো পাগলের মত লাফাচ্ছে, ছটফট করছে।

আর তক্ষুনি ও দেখতে পেল, গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে একজন মেছুড়ে, এমন ভয়াবহ আর কুচ্ছিত ওর চেহারা , মনে হচ্ছে যেন কোন জলদৈত্য। ওর মাথায় চুলের বদলে সবুজ পাতার একটা ঝোপ, গায়ের চামড়া সবুজ, চোখ সবুজ, আর ওব মাটি পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, সেটাও সবুজ। ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পেছনেব দু'পায়ে খাড়া একটা বিরাট সবুজ গিরগিটি।

মেছুড়ে জল থেকে জাল টেনে তুলে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগ্যকে ধন্যবাদ! আজ রাতে মাছ দিয়ে ভালই খাওয়া হবে।'

পিনোক্কিও একটু সাহস নিয়ে বিড়বিড় করল, 'ভাগ্য ভাল যে আমি মাছ নই।'

মাছসমেত জালটা টেনে নিয়ে মেছুড়ে গুহার ভেতরে ঢুকল। গুহাটা অন্ধকার, ধোঁয়ায় ভর্তি আর গুহার মাঝখানে আগুনের ওপর বসানো রয়েছে একটা গরম তেল ভর্তি কড়াই, এমন মোম-পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে যে, দম বন্ধ হয়ে আসে।

'দেখি আজ কী ধরনের মাছ জালে উঠেছে,' সবুজ মেছুড়ে বলল আর ওর বেলচার মত বড় হাতটা জালে ঢুকিয়ে মুঠো ভর্তি করে করে মাছ তুলতে লাগল আর সেগুলোকে একটা বড় শুকনো গামলার ভেতর ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। ওগুলোকে ও দেখছে, গন্ধ

শুঁকছে আর গামলায় রাখতে রাখতে বলছে, 'এই বেলেমাছগুলো খেতে ভালই লাগবে। এই পাঁকাল মাছগুলো বেশ সুস্বাদু হবে, এই বানমাছগুলো খেতে অপূর্ব, এই চিংড়ি মাছগুলো তো একেবারে অনবদ্য, একেবারে মুড়ো, লেজা সুদ্ধু।'

জাল থেকে সবশেষে ওর হাতের মুঠোয় উঠে এল পিনোক্কিও। ওকে দেখেই তো মেছুড়ের সবুজ চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেল, ও প্রায় ভয় পেয়েই বলে উঠল, 'এটা আবার কী ধরনের মাছ রে বাবা। আমি তো এরকম মাছ জন্মেও খাইনি।'

বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকম ভাবে দেখে টেখে ও শেষমেশ বলল, 'বুঝেছি, মনে হয় এটা একটা সমুদ্রের কাঁকড়া।'

পিনোক্কিও তো ওকে কাঁকড়া বলছে শুনে রেগেমেগে বলল, 'কী দেখে আমাকে তুমি কাঁকড়া বলছ? এটা কি খুব ভদ্র ব্যবহার হ'ল? শুনে রাখ, আমি মোটেই কাঁকড়া নই, আমি একটা নাচিয়ে পুতুল!'

'নাচিয়ে পুতুল?' মেছুড়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী, নাচিয়ে পুতুল-মাছ আমি এই প্রথম দেখলাম। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। তোমাকে বেশ আনন্দের সঙ্গেই আমি খাব।'

'আমাকে খাবে? আরে, তুমি কি বুঝতে পারছনা যে, আমি মাছ নই? আমি যে তোমার মতই কথা বলতে পারি, বুঝতে পারি, এটা দেখতে পাচ্ছ না?'

'ভালই তো!' মেছুড়ে বলল, 'তোমার মত একটা মাছ যখন আমার মতই কথা বলতে আর বুঝতে পারে, তা'হলে আমি তোমার সাথে সেইভাবেই ব্যবহার করব।'

'তার মানে?'

'মানে হচ্ছে, বন্ধুত্বের আর ভদ্রতার খাতিরে আমি তোমার ওপরই ভার দিলাম, তোমাকে কীভাবে রান্না করা হবে, সেটা তুমিই ঠিক করবে। তুমি কী চাও? তোমাকে তেলে ভাজব, না, টম্যাটো সস্ দিয়ে রান্না করব?'

'যদি সত্যি কথা শুনতে চাও, তা'হলে বলি, আমাকে ছেড়ে দিলেই সঠিক কাজ করা হবে, তা'হলে আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারি,' পিনোক্কিও বলল।

'ঠাট্টা করছ? তুমি কি ভাবছ যে, তোমার মত এমন একটা অদ্ভুত মাছ না খেয়েই ছেড়ে দেব? রোজ তো আর নাচিয়ে পুতুল মাছ ধরা পড়ে না! ঠিক আছে, আমার ওপরই ছেড়ে দাও। অন্য সব মাছগুলোর সঙ্গে তোমাকে কড়াই-য়ে ভেজে নেব। সকলের সঙ্গে তুমি ভাজা হলে, সেটাই হবে তোমার সান্ত্বনা।'

এই কথা শুনেই তো পিনোক্কিও চেঁচিয়ে কাঁদতে সুরু করল আর মিনতি করতে লাগল, 'ওঃ, ওঃ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমি কেন স্কুলে না গিয়ে পালিয়ে গেলাম?' ও মেছুড়ের হাতের মুঠোর মধ্যে ছটফট করতে লাগল, বানমাছের মত মোচড়াতে লাগল, সমস্ত শক্তি

দিয়ে ওর হাত থেকে ছিটকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সবুজ মেছুড়েটা ওকে একটা সসেজ-এর মত দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে গামলাটার মধ্যে অন্য মাছগুলোর মধ্যে ফেলে রাখল।

তারপরে ও একটা কাঠের পিপে থেকে ময়দা বার করে, সব মাছগুলোকে ময়দা দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে একটা একটা করে কড়াই-এ গরম তেলে ছুড়ে দিতে লাগল। সবশেষে পিনোক্কিও-কে ধরতেই ও তো ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, ওর তখন এমন অবস্থা যে, দয়া ভিক্ষা করবে কি, শ্বাস নিতেই পারছেনা। ও বেচারা কেবল চোখ দিয়েই অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। কিন্তু সবুজ মেছুড়ে ওর দিকে তাকালই না। পাঁচ ছ'বার ময়দার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন করে ময়দা দিয়ে ঢেকে দিল, যে ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা প্লাস্টার দিয়ে বানানো নাচিয়ে পুতুলের মূর্তি।

তারপর ওর মাথাটা ধরে ওকে কড়াই-এ.........।

যেই না মেছুড়ে পিনোক্কিও-কে গরম তেলের কড়াই-এ ফেলতে যাবে, অমনি একটা বিরাট কুকুর মাছভাজার চমৎকার গন্ধ শুঁকে শুঁকে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'বেরো, বেরো,' মেছুড়ে ওকে মারার ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠল, ওর হাতে তখনও ময়দা-মাখা পিনোক্কিও ঝুলছে।

কিন্তু কুকুরটার তখন বেজায় খিদে পেয়েছে। ও লেজ নাড়তে নাড়তে ভৌ ভৌ করে উঠল, যেন বলতে চায়, 'আমাকে এক মুঠো খেতে দাও, তা'হলে আমি চলে যাব।'

'বেরো, বেরো বলছি,' মেছুড়ে লাথি মারার জন্যে পা তুলল।

কিন্তু কুকুরটার এত খিদে পেয়েছে যে, লাথি দেখে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, ও দাঁত বের করে গর্জন করে উঠল।

আর ঠিক সেই সময়েই ও শুনতে পেল একটা ক্ষীণ গলার স্বর, 'বাঁচাও, বাঁচাও আলিদোরো, নইলে আমাকে তেলে ভাজবে।'

কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে পিনোক্কিও-র গলা চিনতে পারল আর ও দেখে অবাক হয়ে গেল যে মেছুড়ের হাতে ধরা ময়দার দলা থেকে ওই মিহি আওয়াজটা আসছে।

ও একটা উঁচু লাফ দিয়ে মেছুড়ের হাত থেকে ময়দার দলাটা ছিনিয়ে নিল আর খুব সাবধানে দুপাটি দাঁতের ফাঁকে ওটা কামড়ে ধরে একেবারে হাওয়ার মত বেগে গুহা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

ওই আজব ধরনের মাছটা খাবে বলে মেছুড়েটা খুব উৎসুক ছিল, কিন্তু কুকুরটা ওর হাত থেকে ওটা কেড়ে নেওয়ায় ও রেগে গিয়ে কুকুরটার পেছন পেছন তাড়া করল, কিন্তু অল্প কিছুটা দৌড়তেই ওর এমন কাশির দমক এল যে, ও আর দৌড়তে পারল না, গুহায় ফিরে গেল।

গ্রামের দিকে যাবার রাস্তাটায় পৌঁছে আলিদোরো পিনোক্কিও-কে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে দিল।

নাচিয়ে পুতুল বলল, 'তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব?'

'ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই,' কুকুরটা বলল, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে আর জানই তো, কোন ভাল কাজ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত।'

'তুমি এই গুহায় কী করে এলে?'

'আমি তো মরার মত সমুদ্রের ধারে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ নাকে এল মাছভাজার গন্ধ! আর অমনি আমার খিদে পেয়ে গেল। আমি গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক চলে এলাম। যদি আর একটু দেরি হত, তা'হলে যে কী হত?'

'বোলো না, বোলো না,' পিনোক্কিও ককিয়ে উঠল। তখনও ও ভয়ে কাঁপছে, 'ওকথা একদম বোলো না, তুমি আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই আমি এতক্ষণ গরম তেলে ভাজা



হয়ে, খাওয়া হয়ে, হজম হয়ে যেতাম; ওবে বাব্বাঃ, ভাবতেই গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।'

আলিদোরো হেসে উঠে ওর ডান থাবাটা বাড়িয়ে দিল। পিনোক্কিও বন্ধুর মত ওর থাবাটা দু'হাতে ধরে চাপ দিল আর তারপর ওরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিল।

কুকুর তো তার নিজের বাড়ি চলে গেল। আর পিনোক্কিও একা একা হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট্ট কেবিনের কাছে পৌঁছল, ওখানে একটা বুড়ো লোক দরজার কাছে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। পিনোক্কিও ওকে জিগ্‌গেস করল, 'স্যার, দয়া করে বলবেন কি, ইউজিন নামে একটা ছেলের মাথায় চোট লেগেছিল, ও এখন কোথায় আছে?'

'কয়েকজন মেছুড়ে ওকে আমার এই কেবিনে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এখন......'

'এখন কি ও মরে গেছে?' পিনোক্কিও দুঃখের সঙ্গে বলল।

'না, না, ও বেঁচে আছে আর নিজের বাড়িতে চলে গেছে।'

'সত্যি? সত্যি?' পিনোক্কিও আনন্দে লাফিয়ে উঠল, 'তার মানে ওর আঘাতটা খুব গুরুতর ছিল না?'

'ওর আঘাতটা গুরুতর হতেও পারত! ও মরেও যেতে পারত!' বুড়ো লোকটা বলল, 'ওর মাথায় একটা মোটা শক্ত বাঁধানো বই ছুড়ে মেরেছিল।'

'কে ছুড়েছিল?'

'ওর স্কুলের একটা বন্ধু, তার নাম পিনোক্কিও।'

'এই পিনোক্কিও-টা কে বলুন তো?' নাচিয়ে পুতুল এমন ভান করল, যেন ও কখনও এই নামটা শোনেনি।

'সবাই বলাবলি করছিল, ছেলেটা নাকি খুব বাজে ছেলে, ভবঘুরে, অত্যন্ত পাজি।'

'মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা কথা।'

'তুমি কি পিনোক্কিও-কে চেন?'

'হ্যাঁ, আমি ওকে দেখেছি।'

'তা, তোমার কী মনে হয়, ছেলেটা কেমন?' বুড়ো শুধোয়।

'আমার মনে হয়, ছেলেটা খুবই ভাল ছেলে, লেখাপড়া করতে ভালবাসে, খুব বাধ্য আর, বাবাকে আর ওর পরিবারের লোকেদের খুবই ভালবাসে।'

জোরগলায় এই সব মিথ্যা কথা বলতে বলতে ওর নিজের নাকে হাতটা লাগতেই ও দেখল, ওর নাকটা কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে। ও ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না স্যার, আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি পিনোক্কিও-কে ভালমতই জানি, ও সত্যিই খুব বাজে ছেলে। ও কুঁড়ে, অবাধ্য আর স্কুলে না গিয়ে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে সময় কাটায়।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর নাকটা আবার ছোট হয়ে গিয়ে আগের মত হয়ে গেল।

'তোমার গায়ের রং এত সাদা কেন?' বুড়ো লোকটা হঠাৎ জিগ্‌গেস করল।

'বলছি! একটা দেওয়ালে সবে চুনকাম করা হয়েছিল. আমি না দেখে সেখানে গা ঘষেছিলাম, তাই' নাচিয়ে পুতুল বলল। ওকে যে ময়দা মাখিয়ে মাছভাজার মত কড়াই-এ ভাজতে যাচ্ছিল, সেটা বলতে ওর লজ্জা করছিল।

'কিন্তু তোমার জামা, প্যান্ট, টুপির কী হ'ল? ওগুলো কোথায় গেল?'

'কয়েকটা চোরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল. ওরাই আমার জামাকাপড় চুরি করে নিয়েছে। আপনি কি দয়া করে আমাকে কিছু পুরোনো জামাকাপড় দেবেন, তা'হলে ওগুলো পরে আমি বাড়ি যেতে পারি?'

'বাছা, আমার কাছে এই একটা থলি আছে, এতে আমি বীনস রাখি। যদি চাও, তা'হলে এটা তোমায় দিতে পারি।'

পিনোক্কিও বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে ওই ছোট বীনস-এর থলিটা নিয়ে নিল। থলিটা খালি ছিল আর তাই ও একটা কাঁচি চেয়ে নিয়ে থলিটার নীচের দিকে একটা ফুটো করে নিল আর দু'পাশে ওর হাত দুটো গলানোর জন্যে আরও দুটো ফুটো করে নিল। তারপর তলার ফুটোতে মাথা গলিয়ে থলিটা একটা জামার মত পরে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

কিন্তু ওর মনের মধ্যে খুব অস্বস্তি! ও এক পা যাচ্ছে, আর এক পা পিছোচ্ছে, আর নিজের মনেই বকবক করছে, 'কী করে পরির কাছে মুখ দেখাব? আমাকে দেখলে ও কী বলবে? আমার এই দ্বিতীয় অপরাধ কি ও ক্ষমা করবে? মনে হয় না আমাকে ক্ষমা করবে। না, না, আমি নিশ্চিত যে ও ক্ষমা করবেনা। আমার উপযুক্ত শাস্তিই হবে, কারণ আমি তো খারাপ ছেলে। আমি সবসময়েই বলি যে আমি ভাল হব, ভাল কাজ করব, কিন্তু কখনোই আমি কথা রাখিনা।'

সন্ধের পর ও গ্রামে এসে পৌঁছল। সেটা ছিল ঝড়ের রাত, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, ও সোজা পরির বাড়ির দরজায় এসে আশ্রয় নেবার জন্যে দরজায় ধাক্কা দিতে হাত বাড়াল। কিন্তু বারবার তিনবার ও হাত তুলেও দরজায় ধাক্কা দিতে পারল না, ওর ভয় করতে লাগল। শেষে চারবারের বার কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে দরজায় আলতো করে ধাক্কা দিল।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর, ওই চারতলা বাড়ির সবচেয়ে ওপরের তলায় একটা জানালা খুলে গেল আর মাথায় আলো লাগানো বড় একটা শামুক খোলা জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে জিগ্‌গেস করল, 'এত রাতে, তুমি কে?'

'পরি কি বাড়িতে আছেন?' পিনোক্কিও বলল।

'পরি ঘুমোচ্ছেন, ওকে বিরক্ত করা চলবেনা। তুমি কে?'

'পিনোক্কিও।'

'কে পিনোক্কিও?'

'যে নাচিয়ে পুতুলটা পরির কাছে থাকত।'

'ও বুঝেছি!' শামুক বলল, 'অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুনি এসে দরজা খুলছি।'

'তাড়াতাড়ি কর, ঠান্ডায় মরে গেলাম!'

'বাছা, আমি একটা শামুক, আর শামুকরা কখনও তাড়াতাড়ি করে না।'

একঘণ্টা কেটে গেল, দু'ঘণ্টা কেটে গেল, দরজা আর খোলে না। পিনোক্কিও এদিকে ভয়ে ঠান্ডায় ভিজে স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে। কোনরকমে সাহস সঞ্চয় করে আরেকবার একটু জোরে দরজায় ধাক্কা দিল।

এবার তিনতলায় একটা জানালা খুলে গেল আর সেই শামুকটাই মুখ বাড়াল।

পিনোক্কিও রাস্তা থেকেই চিৎকার করল, 'দয়া করে তাড়াতাড়ি কর, দোহাই তোমার! দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি আর এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দু'ঘণ্টা মানে দু'বছর।

ধীরগতির শান্ত স্বভাবের শামুক বলল, 'বাছা, আমি একটা শামুক আর শামুকরা কখনও তাড়াতাড়ি করে না।'

জানালা বন্ধ হয়ে গেল।

খানিক পরে গ্রামের ঘড়িতে রাত বারোটা বাজল। তারপর একটা বাজল, দুটো বাজল, দরজা তখনও বন্ধ।

শেষ পর্যন্ত পিনোক্কিও ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। ও দরজার হাতলটা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাতে যাবে, এমন সময় হাতলটা একটা জ্যান্ত বান মাছ হয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে রাস্তায় জলের মধ্যে পড়ে পালিয়ে গেল।

'আরে!' পিনোক্কিও রেগে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাতলটা পালিয়ে গেল! ঠিক আছে, আমি লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলব।'

ও পিছিয়ে এসে দরজায় একটা প্রচণ্ড লাথি কষাল। ও এত জোরে লাথি মারল যে, দরজা ভেঙে ওর পা আধখানা ঢুকে গেল আর তারপরেই হল মজা! ও যতই টানাটানি করে পা-টা বার করার জন্যে, ততই পা-টা দরজার ভাঙা জায়গাটায় আরো আঁট হয়ে আটকে যায়, যেন একটা পেরেক ঠুকে ওর পা-টা আটকে দেওয়া হয়েছে। ভাব, বেচারি পিনোক্কিও-র অবস্থা। একটা পা মাটিতে আর একটা পা দরজায় আটকানো, এই অবস্থায় সারারাত্রি কেটে গেল।

শেষে, যখন ভোর হয়েছে, তখন দরজাটা খুলে গেল। চারতলা থেকে নীচতলার দরজায় নেমে আসতে শামুকটার লাগল মাত্র ন'ঘণ্টা। ওর সারা শরীর নিশ্চয়ই ঘেমে নেয়ে গেছে।

শামুকটা হেসে উঠে বলল, 'কি ব্যাপার, দরজায় পা আটকিয়ে কী করছ?'

'এটা একটা দুর্ঘটনা। তুমি দয়া করে আমার পা-টা ছাড়ানোর ব্যবস্থা করবে?'

'বাছা, এটা তো ছুতোরের কাজ, আর আমি তো ছুতোর নই।'

'দয়া করে পরিকে বল না আমাকে সাহায্য করতে?'

'পরি ঘুমোচ্ছেন, আর ওকে বিরক্ত করা যাবে না।'

'আমি কি সারাদিন দরজায় পা আটকিয়ে থাকব না কি?'

'কি করা যাবে। পিঁপড়েগুলো যে যাতায়াত করছে, ওগুলো গুনে গুনে সময় কাটাও।'

'অন্তত আমাকে কিছু খেতে দাও, খুব খিদে পেয়েছে।'

'এক্ষুনি আনছি।' শামুক বলল।

আসলে, প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা পরে শামুকটা একটা থালা নিয়ে এল, ওতে রুটি, মুরগির মাংসের রোস্ট আর চারটে পাকা আপেল রয়েছে।

শামুক বলল, 'পরি তোমার জন্যে জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন।'

খাবার দেখে নাচিয়ে পুতুলের মন কিছুটা শান্ত হল। কিন্তু যেমনি ও খেতে যাবে, ও অবাক হয়ে দেখল, রুটি প্লাস্টার দিয়ে তৈরি, রোস্ট মুরগিটা কাগজের তৈরি আর মাটি দিয়ে রঙ করে আপেলগুলো তৈরি।

ও থালা-টালা ছুড়ে ফেলে রাগে দুঃখে কেঁদে উঠতে চাইল, কিন্তু খিদের চোটেই হোক, বা সারারাত কষ্ট পেয়েই হোক, ও অজ্ঞান হয়ে গেল।

যখন ওর জ্ঞান ফিরে এল, দেখল ও একটা সোফায় শুয়ে আছে আর পরি ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

'আমি তোমাকে আর মাত্র একবারই ক্ষমা করব। কিন্তু এর পরে যদি আবার তুমি কোন অন্যায় কর, তা'হলে তোমার যে কী অবস্থা হবে, তুমি জান না,' পরি বলল।

পিনোক্কিও প্রতিজ্ঞা করল যে, ও এখন থেকে ভাল হয়ে যাবে আর লেখাপড়া করবে। বাকি বছরটা কিন্তু সত্যিই ও কথা রাখল। ও সব পরিক্ষায় প্রথম হ'ল আর স্কুলের সেরা ছাত্র হিসেবে পরিচিত হ'ল। তাছাড়া ওর ব্যবহার ও চালচলন এত ভাল আর এত প্রশংসা পেল, যে, পরিও খুব খুশি হয়ে শেষে বলল, 'আগামীকাল তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

'তুমি বলতে চাও যে, ...'

'হ্যাঁ, আগামীকাল তুমি আর কাঠের নাচিয়ে পুতুল থাকবেনা, সত্যিকারের ছেলে হয়ে যাবে।'

একথা শুনে, ওর অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হবে ভেবে, ওর যে কী আনন্দ হ'ল। ওর সব বন্ধু আর স্কুলের ছেলেদের পরদিন পরির বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন হ'ল। ক্রিম দিয়ে দু'শো কাপ কফি, দু'দিকে মাখন লাগিয়ে চারশ রোল সব পরি নিজে বানাল। দিনটাকে সুখে, আনন্দে স্মরণীয় করার জন্যে সব কিছু করা হ'ল। কিন্তু......

নাচিয়ে পুতুলদের জীবনে সবসময়েই কিছু 'কিন্তু' থেকে যায়, যা থেকে ওদের জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে আসে।

যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, পিনোকিও গ্রামে গিয়ে ওর বন্ধুদের পরদিনের উৎসবে নেমন্তন্ন করার জন্যে পরির কাছে অনুমতি চাইল। পরি বলল, 'নিশ্চয়ই, আগামীকাল সকালে খাওয়ার জন্যে তোমার সব বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে এস। কিন্তু সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরে আসবে, বুঝেছ?'

নাচিয়ে পুতুল বলল, 'আমি একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।'

— 'পিনোকিও, মনে রেখ, বাচ্চারা খুব সহজেই প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা খুব সহজ নয়।'

—'কিন্তু আমি তো অন্য বাচ্চাদের মত নই। আমি কিছু বললে কথা রাখি।'

—'দেখা যাক। তবে তুমি যদি আমার কথার অবাধ্য হও, তা'হলে তোমার পক্ষে খুব খারাপ হবে।'

—'কেন?'

—'কারণ যে সব ছেলেমেয়েরা গুরুজনদের কথা শোনেনা, তাদের কপালে অশেষ দুঃখ হয়।'

—'আমারও অবশ্য তাই হয়েছে,' পিনোকিও বলল, 'তবে আমি আর দুষ্টুমি করব না।'

—'ঠিক আছে, দেখা যাবে, তোমার কথা সত্যি হয় কিনা।'

নাচিয়ে পুতুল আর কিছু না বলে, ওর মায়ের মত পরির গালে চুমো খেয়ে, গান গাইতে গাইতে আর নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। একঘণ্টার মধ্যেই ওর সব বন্ধুদের নেমন্তন্ন করা হয়ে গেল। কেউ কেউ তো সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আবার কেউ কেউ এমন ভাব করতে লাগল যে, তাদের বার বার বলতে হল। কিন্তু ওরা যখন শুনল যে, রোলগুলো কফিতে ডুবিয়ে নিয়ে দু'দিকেই ক্রিম আর মাখন মাখানো হবে, তখন সবাই বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব, খুশি তো?'

ওদের মধ্যে পিনোকিও-র সবচেয়ে ভাল বন্ধু ছিল রোমিও। কিন্তু সবাই ওকে 'ল্যাম্পউইক ' বলে ডাকত, কেননা ও ছিল পিদিমের সলতের মতই রোগা, লম্বা আর ন্যাতপেতে।

স্কুলের সব ছেলেদের মধ্যে ল্যাম্পউইক ছিল সবচেয়ে কুঁড়ে আর সবচেয়ে দুষ্টু, কিন্তু পিনোক্কিও আবার ওকেই সবচেয়ে ভালোবাসত। তাই ওর বাড়িতেই সবচেয়ে আগে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল, কিন্তু ও তখন বাড়িতে ছিল না। তারপরে আরও দু'বার ওর বাড়ি গিয়েও ওকে পেল না। গেল কোথায়? পিনোক্কিও ওকে এদিক ওদিক, সবজায়গাতেই খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে দেখল এক চাষির বাড়ির ঢাকাবারান্দার তলায় লুকিয়ে আছে।

পিনোক্কিও হামাগুড়ি দিয়ে ওই বারান্দার নীচে ঢুকে বলল, 'কিরে, তুই এখানে কী করছিস?'

—'আমি রাত বারোটা বাজার জন্যে অপেক্ষা করছি, তারপর তো আমি চলেই যাব।'

—'কোথায় যাবি?'

—'অনেক, অনেকদূরে।'

—'তোকে খুঁজতে তিনবার গেছি তোদের বাড়ি।'

—'কেন, আমাকে তোর কী দরকার?'

—'তুই সুখবরটা শুনিসনি? তুই কি জানিস্ যে কাল আমার ভাগ্য খুলে যাচ্ছে?'

—'তার মানে?'

—'কাল থেকে আর আমি নাচিয়ে পুতুল থাকব না, তোর আর অন্য সব ছেলেদের মতই সত্যিকারের মানুষ হয়ে যাব।'

—'ভাবছিস, খুব ভাল হবে?'

—'শোন্ না, কাল সকালে আমাদের বাড়িতে তোর খাওয়ার নেমন্তন্ন।'

—'বললাম না, আমি আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি?'

—'কটার সময়?'

—'ঠিক মাঝরাত্তিরে!'

—'কোথায় যাচ্ছিস?'

—'আমি এমন একটা জায়গায় যাচ্ছি, যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, একেবারে স্বর্গ।'

—'জায়গাটার নাম কী?'

—'জায়গাটার নাম টয়ল্যাণ্ড, খেলনার দেশ। তুইও চল্‌না আমার সঙ্গে?'

—'আমি? না বাবা, না।'

—'খুব ভুল করছিস পিনোক্কিও। যদি না আসিস, পরে পস্তাতে হবে। আমাদের মত ছেলেদের জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। ওখানে স্কুল নেই, মাস্টার মশাই নেই, বই-ও নেই। ওখানে কেউ লেখাপড়া করেনা। ওখানে সপ্তাহে ছ'টা শনিবার আর একটা রবিবার, আর সবদিনই ছুটি। ওখানে ছুটি শুরু হয় ১ জানুয়ারি আর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছুটি থাকে। তাই আমি ওই জায়গাতেই থাকতে চাই আর সভ্য দেশগুলোর তো এমনই হওয়া উচিত।'

— 'কিন্তু টয়ল্যান্ডে লোকে কী করে সময় কাটায়?'

'ওখানে সবাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেলাধুলো করে, আমোদ করে। তারপর রাত্তিরে ঘুমোতে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার খেলা শুরু। কি, কেমন লাগছে?'

—'হুম!' পিনোক্কিও মাথা নেড়ে বলল, যেন বলতে চায়, 'আমার তো ভালই লাগবে।'

—'কি, তাহলে আমার সঙ্গে আসবি তো? হ্যাঁ কিংবা না, ঠিক করে বল।'

—'না, না, কিছুতেই না! পরিকে কথা দিয়েছি, আমি ভাল ছেলে হব, তাই আমাকে কথা রাখতেই হবে। সন্ধে হয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই। বিদায়, তুই ভাল ভাবে যাত্রা কর।'

—'এত তাড়া কিসের?'

—'বাড়ি যেতে হবে। পরি আমাকে সন্ধের আগেই বাড়ি আসতে বলে দিয়েছে।'

—'একটু দাঁড়িয়ে যা।'

—'না, ভাই, খুব দেরি হয়ে যাবে।'

—'মাত্র দু'মিনিট।'

—'পরি যদি আমাকে বকে?'

—'আরে বক্‌তে দে। বকা শেষ হলে তো থামবেই।' পাজি ল্যাম্পউইক বলল।

—'তুই কি একা যাচ্ছিস, না সঙ্গে আর কেউ যাবে?'

—'একা? আমরা প্রায় একশ জন যাচ্ছি।'

—'হেঁটে যাবি?'

—'ঠিক মাঝরাতে একটা সুন্দর ঘোড়ার গাড়ি এসে আমাদের ওই সুন্দর দেশে নিয়ে যাবে।'

—'আহা, এখন যদি মাঝরাত হত?'

—'কেন?'

—'তা'হলে তোদের সবার একসঙ্গে যাওয়া দেখতে পেতাম।'

—'আর কিছুক্ষণ থাক, তাহলেই দেখতে পাবি।'

—'না, না, আমি বাড়ি যাই।'

—'আরে, আর দু'মিনিট দেখে যা।'

—'খুব দেরি হয়ে গেছে, পরি আমার জন্যে চিন্তা করবে।'

—'বেচারা পরি। ও কি ভাবছে যে তোকে বাদুড়ে খেয়ে নেবে?'

—'তাহলে,' পিনোক্কিও বলল, 'তুই ঠিক বলছিস, যে, ওখানে কোন স্কুল নেই?'

—'একটাও না।'

—'আর কোনও মাস্টারও নেই?'

—'একজনও না।'

—'আর কাউকে ওখানে পড়তে হয়না?'

—'কখনো না!'

'কী ভালো জায়গা।' পিনোক্কিও শ্বাস ফেলে। জায়গাটার কথা ভাবতেই ওর জিভে জল এসে যায়। 'কী ভালো জায়গা! আমি কখানো যাইনি বটে, কিন্তু বুঝতে পারছি, জায়গাটা কেমন হবে।'

—'তুই ও আমাদের সঙ্গে চলে আয়।'

—'আমাকে লোভ দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমি পরিকে কথা দিয়েছি যে, আমি ভালো ছেলে. বুঝদার ছেলে হব, আর আমি কথার খেলাপ করতে চাই না।'

— 'ঠিক আছে, তাহলে বিদায় ভাই। গ্রামার স্কুলের আর হাই-স্কুলের যত ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হবে, তাদের আমার ভালোবাসা দিস।'

—'বিদায় ল্যাম্পউইক, তোর যাত্রা শুভ হোক। ভাল থাকিস আর মাঝে মাঝে বন্ধুদের কথা মনে করিস।'

এই কথা বলে চলে যাবার জন্যে পিনোক্কিও কয়েক পা এগোয়। আবার থেমে ওর বন্ধুর দিকে ঘুরে জিগ্‌গেস করে, 'ওখানে সপ্তাহে ছ'টা শনিবার আর একটা রবিবার, সত্যিই? ঠিক করে বল তো?'

—'সত্যিই।'

—'তুই কী ঠিক জানিস যে, ওখানে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরো ছুটি?'

—'একদম ঠিক।'

—'কী ভালো জায়গা!'পিনোক্কিও খুশিতে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল। তারপর আবার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ঠিক আছে, শেষবারের মত বিদায় আর তোর যাত্রা শুভ হোক।'

—'বিদায়।'

—'তোর যেতে আর কত দেরি?'

—'প্রায় দু'ঘণ্টা।'

—'ইস! যদি এক ঘণ্টা হ'ত, তাহলে হয়ত তোকে বিদায় জানাবার জন্যে অপেক্ষা করতে পারতাম।'

—'আর পরির কী হ'ত?'

—'আমি এত দেরি করে ফেলেছি, যে আরও এক ঘণ্টা দেরি করলেও কিছু যায় আসে না।'

—'বেচারা পিনোক্কিও। আর পরি যদি তোকে বকে?'

—'সে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। বকলে বকবে, তারপরে বকা শেষ হলে তো থামতেই হবে।'

ততক্ষণে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে, গভীর অন্ধকার। হঠাৎ দূরে দেখা গেল একটা আলো নড়ছে আর ছোট ছোট ঘন্টির আর একটা ভেঁপুর আওয়াজ শোনা গেল, খুব অস্পষ্ট আর ক্ষীণ শব্দ, যেন মৌমাছির গুঞ্জন। ল্যাম্পউইক আনন্দে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, 'ঐ যে আসছে!' পিনোক্কিও ভয়ে ভয়ে জিগ্‌গেস করল,'কী আসছে?'

—'আমাকে নিতে ঘোড়ার গাড়ি আসছে। তুই যাবি? হ্যাঁ, কি, না?' নাচিয়ে পুতুল শেষ চেষ্টা করল, 'সত্যিই, ওখানে বাচ্চাদের পড়তে হয় না?'

—'না, না, কখনোই না।'

—'ভালো জায়গা। কী মজার জায়গা! কী সুন্দর জায়গা।'

শেষপর্যন্ত গাড়িটা তো এসে পৌঁছল। গাড়ির চাকাগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়া, পাটের ফেঁসো এইসব দিয়ে জড়ানো থাকায় প্রায় নিঃশব্দেই গাড়িটা চলে এল। একই রকম চেহারার কিন্তু আলাদা আলাদা রঙ-এর চব্বিশটা গাধা গাড়িটাকে টানছিল। কত কগুলো গাধার রঙ ছিল

ধূসর, কয়েকটা সাদা, কিছু কিছুর গায়ে আবার ছোপ-ছোপ, আবার কতকগুলোর গায়ে হল্‌দে কিংবা নীল রঙ-এর ডোরা কাটা।



কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ওই চব্বিশটা গাধারই পায়ে লোহার নাল পরানো নেই, তার বদলে সাদা বাছুরের চামড়ার তৈরি মানুষের পায়ের বুটজুতো পরানো।

আর গাড়ির কোচোয়ান? মনে কর, একটা বেঁটে মতন লোক, যতখানি লম্বা, তার চেয়ে বেশি চওড়া, মাখনের মত নরম আর তেলতেলে, লাল আপেলের মত ছোট একটা মুখ আব সেই মুখ সবসময় হাসি-হাসি, আর গলার আওয়াজটা হচ্ছে একটা বিড়ালের মত, যখন আদুরে-আদুরে গলায় দুধ খেতে চায়, ঠিক তেমনি!

যত ছেলে ছিল, সবাই তো একবার দেখেই লোকটাকে ভালবেসে ফেলল, আর ওর সঙ্গে সেই সুন্দর আজব জায়গা, যার লোভনীয় নাম খেলনার দেশ, সেখানে যাবার জন্যে কে আগে গাড়িতে উঠবে, তার জন্যে হুড়োহুড়ি করতে লাগল।

গাড়িটা কিন্তু আগে থেকেই আট থেকে বারো বছর রয়সি ছেলেদের ভিড়ে ঠাসা ছিল, যেন একগাদা সার্ডিন মাছ গাদাগাদি করে রাখা। এত ভিড় ছিল আর ওদের এত কষ্ট হচ্ছিল ওই ঠাসাঠাসি ভিড়ে যে শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবু কেউ একটু উঃ আঃ পর্যন্ত করছিল না। আর কয়েকঘণ্টার মধ্যে এমন একটা দেশে পৌঁছবে, যেখানে কোন বই নেই, স্কুল নেই, মাস্টার নেই, একথা ভেবেই ওরা সব কষ্ট সহ্য করছিল। ওবা এত খুশি ছিল, যে, ওদের কষ্ট, যন্ত্রণা, খিদে, তেষ্টা সব ভুলে গিয়েছিল।

গাড়িটা থামতেই ওই বেঁটে লোকটা ল্যাম্পউইক-এর দিকে ফিরে মাথা ঝুঁকিয়ে খুব মিষ্টি হেসে বলল, 'বল মিষ্টি খোকা, তুমি কি ওই আনন্দের দেশে যেতে চাও?'

—'নিশ্চয়ই যেতে চাই!'

—'কিন্তু সোনা, দেখ গাড়ি ভর্তি, একটুও জায়গা নেই।'

'ঠিক আছে,' ল্যাম্পউইক বলল, 'যদি গাড়ির ভেতর জায়গা না থাকে, তাহলে আমি জোয়ালের ওপর বসে যাব।' বলেই ও লাফ দিয়ে জোয়ালের ওপর চড়ে বসল।

—'আর তুমি, সোনা ছেলে,' বেঁটে লোকটা পিনোক্কিও-কে আদর করে বলল, 'তুমি কী করবে? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে, না, এখানেই থাকবে?'

—'আমি এখানেই থাকব', পিনোক্কিও জবাব দিল, 'আমি বাড়ি যাচ্ছি। আমি ভাল ছেলেদের মত লেখাপড়া করে বড় পণ্ডিত হতে চাই।'

— 'তাতে কি তোমার খুব একটা ভাল হবে?'

— 'পিনোক্কিও,' ল্যাম্পউইক চিৎকার করল, 'আমার কথা শোন্। আমাদের সঙ্গে চলে আয়, খুব মজা হবে।'

— 'না, না, না!'

— 'আমাদের সঙ্গে এস, আমরা সবাই কত খুশি হব!' গাড়ির মধ্যে থেকে প্রায় শ'খানেক ছেলে বলে উঠল।

— 'যদি আমি তোমাদের সঙ্গে চলে যাই, তা'হলে পরি কী বলবে?'

—'ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। মনে রেখ, আমরা যে দেশে যাচ্ছি, সেখানে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা খালি খেলব। আনন্দ করব। মজা করব। আর কিছু করব না।'

পিনোক্কিও প্রথমে কোন জবাব দিল না, খালি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দু'বার, তিনবার শেষে বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে একটু জায়গা করে দাও, আমিও যাচ্ছি।'

—'গাড়ি একদম ভর্তি, একটুও জায়গা নেই,' বেঁটে লোকটা বলল, 'তবে তুমি আমাদের সঙ্গে আসছ বলে আমি এত খুশি যে, আমার জায়গাটা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।'

—'তা'হলে তুমি কী করে যাবে?'

—'আমি হেঁটেই যাব।'

'না, না, তা হয় না, তার চেয়ে আমি বরং কোন একটা গাধার পিঠের ওপর চড়ে যেতে পারি,' পিনোক্কিও অনুরোধ করল। তারপর ও ডানদিকের চাকার সবচেয়ে কাছের গাধাটার পিঠে চাপতে গেল, কিন্তু গাধাটা ঘুরে ওর পেটে এমন একটা লাথি মারল, যে, পিনোক্কিও শূন্যে পা তুলে ছিটকে গেল। অমনি পাজি ছেলেগুলো সব হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

বেঁটে লোকটা কিন্তু মোটেই হাসল না। ও চুপচাপ গাধাটার কাছে গিয়ে আদর করার ভান করে নিচু হয়েই ওর ডান কানটা আদ্ধেকটা কামড়ে ছিঁড়ে নিল।

যখন লোকটা গাধাটার কান কামড়ে নিচ্ছিল, পিনোক্কিও তখন গাধার লাথি খেয়ে মাটিতে পড়ে রাগে ফুঁসছিল। মাটি থেকে উঠে ও একলাফ দিয়ে গাধাটার পিঠে চড়ে বসল। লাফটা এত চমৎকার হয়েছিল, যে, ছেলেরা সবাই হাসি থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবাস পিনোক্কিও' আর এমন হাততালি দিতে শুরু করল, যেন থামবেই না।

কিন্তু ঠিক তক্ষুণি হঠাৎ গাধাটা পেছনের দু'পা তুলে এমন লাথি মারল, যে বেচারা পিনোক্কিও ওর পিঠ থেকে ছিটকে গিয়ে একটা পাথরের ঢিপির ওপর পড়ল।

ছেলেগুলো আবার হো হো করে হাসতে শুরু করল। কিন্তু বেঁটে লোকটা মোটেই হাসলনা, বরং পাজি গাধাটার অন্য পাশে গিয়ে ওর বাঁ কানটা একদম পরিষ্কার আদ্ধেকটা কামড়ে ছিঁড়ে দিল। তারপর নাচিয়ে পুতুলকে বলল, 'নাও, এবার ওর পিঠে চড়ে বস, আর কোন ভয় নেই। এই গাধাটা একটা খচ্চরের চেয়েও বেশি গোঁয়ার। কিন্তু আমি ওর কানে পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছি, এখন মনে হয় ও ঠিক ব্যবহার করবে।'

পিনোক্কিও আবার গাধাটার পিঠে উঠে বসল আর গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু গাধাগুলো যখন টগবগ করে ছুটছে আর গাড়িটা পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, ওর মনে হল খুব নিচু গলায় আস্তে আস্তে কে যেন বলছে, 'ওরে বোকা ছেলে, তোর যা খুশি তাই করছিস, কিন্তু পরে তোকে পস্তাতে হবে।'

পিনোক্কিও খুব ভয় পেয়ে গেল আর চারপাশে তাকিয়ে দেখল, কে এই কথাগুলো বলল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। গাধাগুলো টগবগ করে ছুটছে, গাড়ি পাথরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, ছেলেগুলো সব ঘুমোচ্ছে, ল্যাম্পউইকের তো রীতিমত নাক ডাকছে, আর বেঁটে লোকটা গান গাইছে ---

'রাতভর ঘুমোয় সবাই, কেবল আমার চোখে ঘুম নাই......'

আরও কিছুদুর যাবার পর পিনোক্কিও আবার সেই নিচু গলার স্বর শুনতে পেল, 'ওরে মাথামোটা, মনে রাখিস, যে ছেলেরা লেখাপড়া করে না, স্কুল থেকে, বই থেকে আর মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়, তাদের শেষকালে কপালে দুঃখ আছে। আমিও তাই করেছিলাম, তাই আমি যা বলছি, তা আমার নিজেরই জানা আছে। এমন দিন আসবে, যখন তোকে কাঁদতে হবে, যেমন আমি এখন কাঁদছি, কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে যাবে।'

ফিসফিস করে বলা এই কথাগুলো শুনে পিনোক্কিও আগের চেয়ে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল। ও গাধাটার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল আর ওর মুখের লাগামটা টেনে ধরল। ভাবো তো ও কিরকম অবাক হয়ে গেল, যখন দেখল গাধাটাই কাঁদছে, একটা বাচ্চা ছেলের মত কেঁদেই চলেছে।

পিনোক্কিও কোচোয়ানকে ডেকে বলল, 'এই যে ছোট্ট দাদা, শুনছেন? কী হয়েছে জানেন? এই গাধাটা কাঁদছে।'

—'আরে কাঁদতে দাও! জুন মাসের একত্রিশ তারিখে ও হাসবে।'

—'আপনি কি ওকে কথা বলতে শিখিয়েছেন?'

—'না, না, ও নিজে নিজেই গোটা কয়েক কথা বলতে শিখেছে। তিনবছর ও শিক্ষিত কুকুরদের সঙ্গে ছিল তো!'

—'বেচারা গাধা।'

'এস এস, চলে এস.' বেঁটে লোকটা বলল, 'একটা গাধাকে কাঁদতে দেখে সময় নষ্ট কোরো না। ওর পিঠে চড়ে বস. এখনও অনেক রাস্তা যেতে হবে আর রাতটাও কী ঠান্ডা।'

পিনোক্কিও আর কোনও কথা না বলে ফের গাধাটার পিঠে চড়ে বসল আর গাড়িও চলতে আরম্ভ করল। পরদিন সকালে ঠিক ভোর ভোর ওরা নিরাপদেই খেলনার দেশে পৌঁছে গেল।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সঙ্গেই খেলনার দেশের তুলনা হয় না। এই দেশে কেবল বাচ্চারাই বাস করে। সবচেয়ে বড়দের বয়স ১৪ বছর আর সবচেয়ে ছোটগুলো মাত্র ৮ বছর বয়সি। রাস্তায় যা হৈ হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি, তাতে প্রায় পাগল হবার মত অবস্থা।

সব জায়গায় গাদা গাদা ছেলেমেয়েদের ছড়াছড়ি। কেউ কেউ এক্কা দোক্কা খেলছে, কয়েকজনে মিলে আবার হা-ডু-ডু খেলছে। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে সাইকেল চালাচ্ছে বা কাঠের ঘোড়ায় চড়ছে, আবার কেউ কেউ চোখ বেঁধে কানামাছি খেলছে। ওদের মধ্যে কতগুলো আবার সার্কাসের ক্লাউন সেজেছে আর পাটের ফেঁসো পুড়িয়ে খাচ্ছে। কয়েকটা রাস্তায় ভাঁড়ামো করছে, গান গাইছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আর ডিগবাজি খাচ্ছে। কিছু কিছু মাথা নিচু করে পা ওপরে করে হাত দিয়ে হাঁটছে আর কিছু কিছু কোমরে চাকা লাগিয়ে ঘোরাচ্ছে কিংবা কতকগুলো খেলনা পুতুলের সঙ্গে সেনাপতির মত সেজে, কাগজের হেলমেট মাথায় দিয়ে মার্চ করছে। চারিদিকে হাসি, হুল্লোড়, চিৎকার আর হাততালির শব্দ। কেউ সিটি দিচ্ছে, কেউ ডিমপাড়া মুরগির মত কঁক কঁক করছে, সব মিলিয়ে এমন একটা প্রচণ্ড হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে যে, কানে তুলো না গুঁজলে কালা হয়ে যেতে হবে। মাঠে খোলামেলা জায়গাগুলোতে সারাদিন ধরে নাটক হচ্ছে আর সব ভিড় করে দেখছে আর সব বাড়িগুলোর দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা আছে, 'খেলনার দেস জিন্দাবাদ' (দেশ নয়) 'আমরা ইসকুল চাইনা (স্কুল নয়), 'অঙ্কো গোল্লায় যাক' (অংক নয়), এইরকম আরো নানারকম সব লেখা।

খেলনার শহরে ঢুকতে না ঢুকতেই, গাড়ি থেকে নেমে সব ছেলেগুলো আর ল্যাম্পউইক অন্য ছেলেদের দলের মধ্যে ঢুকে গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই সব্বার বন্ধু হয়ে গেল। ওদের চেয়ে সুখি আর কে?

সারাদিন ধরে আমোদ-প্রমোদ আর খেলাধুলো করতে করতে কী করে যে ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ হু হু করে পার হয়ে যাচ্ছে, বোঝাই যায় না।

যখন খেলাধুলোর ফাঁকে ল্যাম্পউইকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, পিনোকিও অমনি বলে উঠছে, 'আঃ, কী মজাদার জীবন।'

'তাহলে দেখছিস তো, আমার কথা ঠিক কি না?' ল্যাম্পউইক বলে ওঠে, 'আর তুই এখানে আসতেই চাইছিলি না। তুই কিনা বাড়ি ফিরে যেতে চাইছিলি তোর পরির কাছে আর লেখাপড়া করে সময় নষ্ট করতে চাইছিলি? আজ যে তুই একদম স্বাধীন, ওই সব বাজে বই আর বিচ্ছিরি স্কুলগুলোর হাত থেকে বেঁচেছিস, তার জন্যে তোর আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তোর ভালোর জন্যেই তো আমি তোকে এই পরামর্শ দিয়েছিলাম। তাই না? একজন সত্যিকারের বন্ধুই তো বন্ধুর জন্যে এরকম ভালো কাজ করে।'

'হ্যাঁ ল্যাম্পউইক, ঠিকই বলেছিস। আজ যে আমি এত সুখী, এ তো কেবল তোর জন্যেই। অথচ মাস্টারমশাই তোর সম্বন্ধে আমাকে কী বলতো জানিস? সবসময় বলত, 'ওই নচ্ছার ল্যাম্পউইকের সাথে একদম মিশবেনা; ও অতি পাজি ছেলে আর ওর সঙ্গে মিশলে তুমি বিপদে পড়বে।'

'বেচারা বুড়ো মাস্টার!' ল্যাম্পউইক মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানতাম যে, উনি আমাকে মোটেই পছন্দ করেন না আর আমার সম্বন্ধে বাজে বাজে কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু আমি এখন ওঁকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

'তুই খুব উদার মনের ছেলে,' পিনোকিও ল্যাম্পউইক-কে জড়িয়ে ধরে ওর নাকের ওপর চুমু খেয়ে বলল।

এই খেলাধুলোর স্বর্গে সারাদিন ধরে আমোদ-প্রমোদ করে, কোন বইপত্তর না ছুঁয়ে, কোন স্কুলের ছায়া পর্যন্ত না মাড়িয়ে পাঁচ মাস কেটে গেল। তারপর, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পিনোকিও একেবারে বিশ্রীভাবে অবাক হয়ে গেল আর ওর সব আনন্দ স্ফূর্তি উবে গেল। কী হল পিনোকিও-র?

কেন, পিনোকিও-র আশ্চর্য হবার কী আছে?

বলছি বন্ধুরা, শোন। আশ্চর্য ব্যাপারটা হল এই যে, যখন পিনোকিও-র ঘুম ভাঙল, ও অভ্যেস মত মাথা চুলকোতে লাগল, আর তখনই ও বুঝতে পারল যে, ...

কী বুঝতে পারল, তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো?

ও আশ্চর্য হয়ে দেখল যে, ওর কান দুটো বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে।

জেনে রাখ, নাচিয়ে পুতুলদের জন্ম থেকেই কানগুলো খুব ছোট ছোট হয়। এত ছোট, যে খালি চোখে ওদের কান দেখাই যায় না। কাজে কাজেই, বুঝতেই পারছ, ও কিরকম হতভম্ব হয়ে গেল যখন বুঝতে পারল যে, রাত্তির বেলা ওর কান দুটো এত লম্বা হয়ে গেছে যেন, দুটো ধুলো ঝাড়বার বুরুশ।

ও তাড়াতাড়ি করে নিজের চেহারাটা দেখার জন্যে একটা আয়না খুঁজল। কিন্তু কোথাও একটা আয়না পেল না। শেষকালে একটা বেসিনে জল ভর্তি করে ও জলের মধ্যে তাকিয়ে দেখল। যা দেখল তা সারাজীবনে কল্পনাও করতে পারত না, একজোড়া অপূর্ব গাধার কান ওর মাথার দুপাশে সাজানো রয়েছে।

বেচারা পিনোক্কিও-র দুঃখ, বেদনা, লজ্জা আর হতাশার কথা বর্ণনা করা অসম্ভব।

ওতো প্রথমে কাঁদতে আরম্ভ করল, তারপর চেঁচাতে লাগল, তারপর দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল, কিন্তু ও যতই কাঁদে ততই ওর কান দুটো আরও লম্বা হতে থাকে, আবার কানের ওপর দিকটায় লোমও গজিয়ে গেল।

ও বাড়িটার যে তলায় থাকত, তার ওপর তলায় থাকত একটা ছোট্ট সুন্দর কাঠ বিড়ালি। সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল ব্যাপারটা কী দেখবার জন্যে আর নাচিয়ে পুতুলকে কান্নাকাটি করতে দেখে চিন্তিত হয়ে জিগ্‌গেস করল, 'ভাই, তোমা'র কী হয়েছে?'

'কাঠবিড়ালি ভাই, আমার অসুখ করেছে, ভীষণ অসুখ, মারাত্মক রোগ হয়েছে। তুমি কি নাড়ি দেখতে জান?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'তা'হলে দেখতো, আমার জ্বর হয়েছে কিনা!'

কাঠবিড়ালি ওর সামনের ডান থাবাটা পিনোক্কিও-র কব্জির ওপর রেখে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বন্ধু, দুঃখিত, তোমাকে একটা খারাপ খবর দিতে হচ্ছে।'

—'কী খারাপ খবর?'

—'তোমার ভীষণ জ্বর হয়েছে।'

—'কী ধরণের জ্বর এটা?'

—'গাধা-জ্বর।'

—'এরকম কোন জ্বরের কথা কোনদিন শুনিনি,' নাচিয়ে পুতুল প্রতিবাদ করে, কিন্তু ও মনে মনে ঠিক বুঝতে পেরেছে, কাঠবিড়ালি কী বলতে চাইছে।

—'তাহলে বলি শোন,' কাঠবিড়ালি জবাব দেয়, 'তোমার জানা উচিত যে, আর দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে তুমি আর নাচিয়ে পুতুল কিংবা ছেলে থাকবে না....'

—'তা'হলে আমি কী হব?'

—'আর দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে তুমি একটা পুরোপুরি গাধা হয়ে যাবে, যেমন গাধা গাড়ি টানে, বাজারে ফলমূল, শাকসব্জি নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি।'



—'হায় হায়, এখন কী হবে!' পিনোক্কিও রাগের চোটে দু'হাতে নিজের কান দুটো ধরে মোচড়াতে লাগল, যেন অন্য কারো কান মোচড়াচ্ছে।

—'বন্ধু, শোন,' কাঠবিড়ালি ওকে সান্ত্বনা দেয়, 'কী আর করবে, এই তোমার অদৃষ্ট। ঈশ্বরের বিধান হচ্ছে এই যে, যে সব অলস ছেলেরা বই, স্কুল, মাস্টারদের সহ্য করতে পারে না, মুখ ফিরিয়ে থাকে, আর কেবল খেলনা নিয়ে, খেলাধুলো নিয়ে আব আমোদফুর্তি করে সময় কাটায়, তাদের আজ হোক, কাল হোক, শেষপর্যন্ত ছোট ছোট গাধায় পরিণত হতে হয়।

—'সত্যি?' পিনোক্কিও ফোঁপাতে থাকে।

—'একদম সত্যি! এখন আর কেঁদে কোন লাভ নেই। তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

—'কিন্তু আমার কী দোষ? বিশ্বাস কর কাঠবিড়ালি, সব ওই ল্যাম্পউইক-এর দোষ।'

—'ল্যাম্পউইক আবার কে?'

—'আমার স্কুলের এক বন্ধু। আমি তো বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। আমি লেখাপড়া করে মানুষ হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ল্যাম্পউইক আমাকে কী বলল জানো? বলল, 'লেখাপড়া করে কী হবে? তোর স্কুলে যাবার দরকারটা কী? বরং, আমাদের সঙ্গে খেলনার দেশে চল্, ওখানে আমাদের আর লেখাপড়া করতে হবেনা, কেবল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেলাধুলো করব আর মজাসে থাকব।'

—'তুমি কেন ওই বাজে বন্ধুর কথা শুনলে?'

—'মানে, মানে...... ভাই কাঠবিড়ালি, আমি তো একটা কাঠের তৈরি নাচিয়ে পুতুল, আমার হৃদয়ও নেই, কোন বিচার-বোধও নেই। ওঃ, আমার যদি একটুও বুদ্ধি থাকত, আমি কখনই আমার মায়ের মত পরির অবাধ্য হতাম না, তিনি আমার জন্যে কী না করেছেন। আর যদি ওঁর কথা শুনতাম, তা'হলে এখন আমি আর নাচিয়ে পুতুল থাকতাম না, অন্যদের মত একটা সুন্দর ছেলে হয়ে যেতাম। ওঃ, এখন যদি একবার ল্যাম্পউইক-এর সাথে দেখা হয়, ওকে মজা দেখাব!' ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোতে গেল, কিন্তু দরজার কাছে এসে ওর মনে পড়ল, ওর কান দুটো তো গাধার কান হয়ে গেছে, কেউ যদি দেখে ফেলে, তা'হলে কী লজ্জায় না পড়বে। তখন ও কী করল? একটা বেশ বড় সুতি টুপি নিয়ে মাথায় পরে ফেলল, একেবারে দু'কান ঢেকে ফেলে প্রায় নাক পর্যন্ত।

তারপর ও বেরিয়ে পড়ল ল্যাম্পউইক-কে খুঁজতে। রাস্তায়, মাঠে, থিয়েটারে, সব জায়গায় ওকে খুঁজল, কিন্তু কোথাও পেল না। যাদের যাদের সঙ্গে দেখা হল, সব্বাইকে ও ল্যাম্পউইকের কথা জিগ্গেস করল, কিন্তু কেউ ওর কথা বলতে পারল না।

শেষপর্যন্ত ও ল্যাম্পউইকের বাড়িতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল।

ভেতর থেকে ল্যাম্পউইক বলল, 'কে?'

—'আমি পিনোক্কিও।'

—'এক মিনিট দাঁড়া, দরজা খুলছি।'

প্রায় আধঘণ্টা বাদে দরজা খুলল। ভাবো, পিনোক্কিও কীরকম অবাক হয়ে গেল, যখন দেখল যে, ল্যাম্পউইক একটা মস্তবড় সুতির টুপি মাথায় পরেছে, একেবারে নাক পর্যন্ত। এই দেখে, পিনোক্কিও একটু সান্ত্বনা পেল আর নিজের মনে বলল, 'বোধহয়, আমার মত ওরও অসুখ করেছে। আচ্ছা, ওরও কী গাধা-জ্বর হয়েছে?'

কিন্তু ও বাইরে এমন ভান করল, যেন কিছুই দেখেনি, আর হাসি মুখে জিগ্গেস করল, 'ভাই ল্যাম্পউইক, কেমন আছ?'

—'খুবই ভাল আছি ভাই।'

—'সত্যি বলছিস?'

—'মিথ্যা বলতে যাব কেন?'

—'মাপ কর ভাই, তা'হলে ওই কান-চাপা টুপিটা পরেছিস কেন?'

—'ডাক্তার বলেছে, তাই পরেছি। আসলে আমার হাঁটুতে ব্যথা তো! তবে, পিনোক্কিও ভাই, তুই-ই বা একেবারে নাক পর্যন্ত টেনে টুপি পরেছিস কেন?'

—'ডাক্তার বলেছে, তাই। আসলে আমার পায়ের হাড়ে চোট লেগেছে তো?'

—'হায়, বেচারা পিনোক্কিও।'

—'হায়, বেচারা ল্যাম্পউইক।'

অনেকক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ। শেষ পর্যন্ত নাচিয়ে পুতুল বেশ মিষ্টি করে বলল, 'ভাই ল্যাম্পউইক, আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে, তোর কি কানের অসুখ হয়েছে?'

—'কখনো না! আর তোর?'

—'কক্ষনো না! অবশ্য আজ সকালে আমার একটা কানে একটু ব্যথা হয়েছিল।'

—'আরে, আমারও।'

—'তোরও? তোর কোন কানে ব্যথা হয়েছিল?'

—'দুটো কানেই, আর তোর?'

—'আমারও দুটো কানেই। তোর কি মনে হয়, আমাদের দু'জনের একই অসুখ?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

—'ভাই ল্যাম্পউইক, আমার একটা উপকার করবি?'

—'নিশ্চই! বল্ কী উপকার?'

—'তোর কান দুটো একবার দেখতে দিবি?'

—'নিশ্চয়ই, তবে আগে তোর কান দুটো দেখা!'

—'না, আগে তুই!'

—'না বন্ধু, আগে তুই দেখা, তারপর আমি দেখাব।'

—'ঠিক আছে,' নাচিয়ে পুতুল বলল, 'আয়, বন্ধুর মত একটা রফা করি।'

—'বল্ শুনি, কী তোর রফা।'

—'আমরা দু'জনে একসঙ্গেই টুপি খুলব, রাজি?'

—'রাজি।'

—'ঠিক আছে, 'পিনোক্কিও গুনতে আরম্ভ করল, 'এক! দুই! তিন!' তিন বলার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে টুপি খুলে ছুড়ে ফেলল। আর তারপরেই ঘটল সেই অবিশ্বাস্য মজার ব্যাপার।



যখন পিনোক্কিও আব ল্যাম্পউইক দেখল, যে, দুজনেরই একই দশা, তখন দুঃখ বা লজ্জা পাওয়া তো দূরের কথা, দুজনেই ওদের লম্বা লম্বা কান নাড়িয়ে হো হো করে হাসতে শুরু করল।

হাসছে তো হাসছেই, শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে যখন ওদের পেটব্যথা হওয়ার জোগাড়, তখনই ল্যাম্পউইক হঠাৎ চুপ করে গেল, তারপর টলমল টলমল করতে লাগল, ওব চোখমুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ও চিৎকাব করল, 'পিনোক্কিও, আমাকে বাঁচা!'

—'আবার কী হল তোর?'

—'আরে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিনা।'

—'আমিও!' পিনোক্কিও পা হড়কে পড়ে যেতে যেতে কাঁদতে শুরু করল।

যতক্ষণ ওরা এই সব বলাবলি করছে, ততক্ষণে ওরা চার হাত পায়ে নিচু হয়ে গেল আর ঘরের মধ্যেই চার হাত পায়ে দৌড়তে শুরু করল। দৌড়তে দৌড়তেই, ওদের হাত গুলো পা হয়ে গেল, মুখটা লম্বা হয়ে গিয়ে গাধার মুখ হয়ে গেল আর পিঠে হাল্কা ধূসর রঙের লোম গজাল, মাঝে কালো কালো ছোপ।

কিন্তু হতভাগ্য ছেলেগুলোর সবচেয়ে লজ্জাজনক ব্যা'পারটা ঘটল, যখন ওরা বুঝতে

পারল, ওদের ল্যাজ গজাচ্ছে। লজ্জায়, দুঃখে দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে অনুতাপ করতে লাগল।

তবু যদি ওরা চুপ করে থাকত। ওরা আর্তনাদ করে হায় হায় করতে গেল আর মুখ থেকে বেরিয়ে এল গাধার ডাক। হ্যাঁ, দু'জনেই এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে জোরে জোরে ডাকতে লাগল গাধার ডাক, 'হী-হ, হী-হ, হী-হ, হী-হ, হ্যাঁকোর, হ্যাঁকোর।'

ইতিমধ্যে দরজায় ধাক্কা পড়েছে আর একটা গলার স্বর শোনা গেল, 'দরজা খোল, আমি এসেছি, তোমাদের যে গাড়িতে করে এখানে আনা হয়েছে, সেই গাড়ির কোচোয়ান। তাড়াতাড়ি দরজা খোল, নইলে তোমাদের কপালে কিন্তু দুঃখ আছে।'

বেঁটে লোকটা যখন দেখল যে ওরা কিছুতেই দরজা খুলছে না, তখন লাথি মেরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল আর মুখ টিপে হেসে বলল, 'শাবাশ! বেশ ভালোই গাধার ডাক ডেকেছ। আমি ওই ডাক শুনেই তোমাদের চিনতে পেরেছি আর হাজির হয়েছি।'

ওর কথা শুনে দুটো গাধাই একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল, ওদের মাথা ঝুলে পড়েছে, দু'পায়ের মাঝখানে ল্যাজ গুটিয়ে গেছে।

বেঁটে লোকটা এগিয়ে এসে প্রথমে ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে পিঠ চাপড়ে দিল, তারপর একটা লোহার চিরুনি দিয়ে ওদের গায়ের লোম ভাল করে আঁচড়ে দিল। যখন ওদের গা এমন চকচকে পালিশ হয়ে গেল, যেন মুখ দেখা যায়, তখন ওদের দু'জনের মুখে লাগাম পরিয়ে বাজারে নিয়ে গেল, ভাল দামে বিক্রি করবে বলে। আর খরিদ্দারের তো অভাব নেই।

এক চাষি ল্যাম্পউইক-কে কিনে নিল, ওর গাধাটা আগের দিন মরে গেছে। আর পিনোক্কিও-কে কিনল একটা সার্কাস-দলের ক্লাউন আর তাদের দলবল। ওদের ইচ্ছা ওদের সার্কাসের অন্য জন্তুদের সঙ্গে পিনোক্কিও-কেও লাফাতে, নাচতে শেখাবে আর ওকে নিয়ে খেলা দেখাবে।

এখন বুঝতে পারছ তো, এই বেঁটে লোকটা কেমন সুন্দর একটা ব্যবসা ফেঁদেছিল? ওই নিষ্ঠুর বেঁটে দানবটাকে দেখে মনে হয় যেন একেবারে মিছরির দানা, কী মিষ্টি মোলায়েম কথাবার্তা। ও ওর গাড়িটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, আদর করে সেইসব ছেলেমেয়েদের ওর গাড়িতে তোলে, যারা লেখাপড়া করতে চায়না, স্কুলে যেতে চায়না, আর ওদের এই খেলনার দেশে নিয়ে আসে, যাতে ওরা সারাদিন ধরে কেবল খেলাধুলো, হৈ-হুল্লোড়, আমোদ-আহ্লাদ করে। তারপরে যখন সবসময় খেলাধুলো করে আর লেখাপড়া মোটেই না করে ওরা সত্যিকারের গাধা হয়ে যায়, তখন বেঁটে লোকটা খুব খুশি হয়ে ওই গাধাগুলোকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। আর এই করে করে, কয়েক বছরের ভেতর লোকটা কোটিপতি হয়ে গেছে।

এরপর ল্যাম্পউইক-এর কী হল, তা বলতে পারব না। তবে পিনোক্কিও-র কথা বলি — ওর জীবন শুরু হল নীরস একঘেয়ে খাটুনি দিয়ে আর গালাগাল খেয়ে।

যখন ওকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হল, তখন ওর নতুন মনিব ওর জাবনার গামলায় খড় দিল ওকে খেতে, কিন্তু ও একটু খড় মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল।

তখন ওর মনিব বিরক্ত হয়ে ওর গামলাটায় শুকনো ঘাস দিল, কিন্তু পিনোক্কিও-র সেটাও পছন্দ হল না।

'ও! শুকনো ঘাসও তোর পছন্দ নয়?' ওর মনিব রেগে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে গাধা, তোর যদি ঘাসও এত অপছন্দ, তা'হলে আমি জানি কী করে তোকে শায়েস্তা করতে হয়।'

এই বলে প্রথমেই ও পিনোক্কিও-র পায়ে চাবুক মারল।

যন্ত্রণায় পিনোক্কিও কেঁদে উঠল, 'হী-হ, আমার খড় হজম হয় না।'

—'তা'হলে শুকনো ঘাস খা!' ওর মনিব জবাব দিল, কারণ ও গাধার ভাষা বুঝতে পারত।

—'হী-হ, শুকনো ঘাস খেলে আমার পেটব্যথা হয়।'

—'তুই কি ভাবছিস, তোর মত একটা গাধাকে আমি মুরগির মাংস আর কাটলেট খাওয়াব?' ওর মনিব আরো রেগে ওর পায়ে আবার চাবুক কষাল।

দ্বিতীয়বার চাবুক খাবার পর পিনোক্কিও বুঝতে পারল যে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ও আর কিছু বলল না। আস্তাবলের দরজা বন্ধ করে ওর মনিব চলে গেল আর পিনোক্কিও এখন একা। বহুক্ষণ ও কিছু খায়নি, তাই ওর হাই উঠতে লাগল। আর হাই তোলার সময় ও যখন হাঁ করল, মনে হল যেন ওর হাঁ-টা একটা বিশাল উনুন।

শেষপর্যন্ত যখন দেখল যে, ওর গামলায় অন্য আর কিছুই নেই, তখন বাধ্য হয়েই খিদের চোটে ও একগাল শুকনো ঘাস নিয়ে চিবোতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে, চোখ বন্ধ করে ও খাবারটা গিলে ফেলল।

তারপর ও নিজের মনেই বলল, 'ঘাসটা খেতে খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু আমি যদি লেখাপড়া নিয়ে থাকতাম, তাহলেই বোধ হয় ভাল হত। এতদিনে আমি তাহলে শুকনো ঘাস না খেয়ে হয়ত টাটকা রুটি আর সসেজ খেতাম।'

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই ও আরও ঘাস খাবার জন্যে গামলার দিকে তাকাল, কিন্তু সেখানে একটুও ঘাস নেই, কারণ ও তো রাত্রে সমস্ত ঘাস কখন যেন খেয়ে নিয়েছে।

তখন ও আর কী করে, কিছু কুচোনো খড়ই মুখে পুরে চিবুতে লাগল আর ভাবতে লাগল, আহা, ভাত-ডাল কিংবা দুধ-ভাত-এর থেকে খড়ের স্বাদের কত তফাত।

চিবোতে চিবোতে ও নিজের মনেই বলল, 'ধৈর্য ধর; অবাধ্য ছেলেদের কী দশা হয়, আমার দুর্ভাগ্য দেখে, তারা শিখবে।'

ঠিক সেই সময়েই ওর মনিব আস্তাবলে ঢুকে ওর কথা শুনতে পেল। ও চেঁচিয়ে উঠল, 'চুলোয় যাক তোর ধৈর্য। তুই কি ভাবছিস কেবল তোকে খাওয়ানোর জন্যেই আমি তোকে কিনেছি? আমি তোকে কিনেছি কাজ করার জন্যে আর তোকে দিয়ে টাকা রোজগারের জন্যে। চল, তোকে সার্কাসে নিয়ে যাই, ঠিকঠাক কাজ করবি, তোকে আমি আজ রিং-এর মধ্যে দিয়ে লাফ দেওয়া শেখাব আর মাথা দিয়ে কাগজের রিং ফাটানো শেখাব, আর তোকে পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে নাচতে শেখাব।'

বেচারা পিনোক্কিও! জোর জবরদস্তি করে ওকে লাফানো, নাচ এইসব শেখান হল। তিনমাস লাগল ওর শিখতে আর এর জন্যে ওকে যে কত চাবুকের ঘা খেতে হল, তার ঠিক নেই।

শেষপর্যন্ত ওর মনিব একটা অপূর্ব সার্কাস শো-এর আয়োজন করল। রং-বেরং-এর পোস্টার লিখে রাস্তার কোণায়, দেওয়ালে দেওয়ালে লাগান হল। তাতে লেখা আছেঃ

অভূতপূর্ব প্রদর্শনী
আজ সন্ধ্যায়
সার্কাসের সমস্ত শিল্পীদের এবং ঘোড়ার যাবতীয় খেলা
তার সঙ্গে থাকবে
ছোট্ট গাধা পিনোক্কিও
আমাদের নতুন তারকা নৃত্যশিল্পী

সার্কাস শুরু হবার একঘণ্টা আগেই সমস্ত বসার চেয়ার ভর্তি হয়ে গেল। একটাও খালি নেই। রিং-এর চারপাশের সমস্ত চেয়ারগুলো দখল করে বসে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, ওরা বিখ্যাত গাধা পিনোক্কিও-র নাচ দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

যখন শো-এর প্রথম দিকটা শেষ হয়ে গেল, তখন রিংমাস্টার দর্শকদের সামনে এল। ওর পরনে একটা কালো কোট, সাদা প্যান্ট আর বুটজুতো একেবারে হাঁটু পর্যন্ত। ও নিচু হয়ে ঝুঁকে নমস্কার করে ঘোষণা করলঃ

'সমবেত সম্মানীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

'আপনাদের এই শহরে আমরা কয়েকদিনের জন্য এসেছি। আপনাদের মত বুদ্ধিমান, মহৎ দর্শকদের সামনে আজ আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, একটি বিখ্যাত ছোট্ট গাধাকে উপস্থাপিত করব, যে গাধাটি ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভায় মহারাজাদের সামনে তার নৃত্যকৌশল দেখানোর গৌরব অর্জন করেছে।

'আপনারা যে মনোযোগ দিয়ে এবং ধৈর্য-সহকারে আমাদের এই শো দেখছেন, তার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং আশা করি, আপনাদের উপস্থিতি এবং প্রেরণা দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং কোন দোষত্রুটি হলে নিজ গুণে ক্ষমা করে নেবেন।'

দর্শকেরা সবাই এই ভাষণ শুনে হেসে উঠল আর হাততালি দিতে লাগল। আর যেই ছোট্ট গাধা পিনোক্কিও-কে রিং-এ আনা হ'ল, অমনি হাততালি আর চিৎকার এমন তুমুল হয়ে উঠল, যেন ঝড়ের আওয়াজ। কি অপূর্ব সাজেই না সাজানো হয়েছিল পিনোক্কিও-কে! ওর মুখে লাগানো লাগামটা নতুন, চকচকে পালিশ করা চামড়ার আর তাতে চকচকে পেতলের বক্‌লেস আর বোতাম বসানো। ওর দুই কানের পেছনে একটা করে ক্যামেলিয়া ফুল গোঁজা। ওর ঘাড়ের কেশরটা ছোট ছোট রিং-এর মত করে কোঁচকানো আর প্রত্যেকটি রিং থেকে সাদা সিল্ক-এর ট্যাসেল ঝুলছে। সোনালি আর রুপোলি ফিতে দিয়ে ওর সারা গা জড়ানো আর লাল-নীল ভেল্‌ভেটের ফিতে দিয়ে ওর ল্যাজটা বিনুনী করে বাঁধা। এক কথায়, ওকে দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ওকে দর্শকদের সামনে এনে, ম্যানেজার বলল, 'মাননীয় দর্শকবৃন্দ! উষ্ণমণ্ডলীয় উপত্যকায় এই বন্য জন্তুটি যখন পাহাড় থেকে পাহাড়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছিল, ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন এটাকে ধরতে এবং তারপর বশ করতে কী অসম্ভব পরিশ্রম করতে এবং কী ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা বর্ণনা করে আপনাদের ঠকাতে চাইনা। আপনাদের অনুরোধ করছি. তাকিয়ে দেখুন, কী হিংস্র দৃষ্টি ওর চোখে। ওকে পোষ মানানোর জন্যে যখন আমার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, তখন ওকে চাবুক না মেরে আমার আর উপায় ছিল না। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে এত সদয় ব্যবহার করা সত্ত্বেও, ও আমাকে ভালোবাসতে পারেনি, আর দিনের পর দিন আরো হিংস্র, আরও উদ্ধত হয়ে উঠেছে।

যাই হোক্, আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম, যে, গাধা ঘোড়াদের শরীরে কোথাও কোথাও বিশেষ ধরনের স্ফীতি থাকে, তাই খুঁজতে খুঁজতে ওর মাথার খুলিতে ওইরকম একটা ফোলা পেয়ে গেলাম, ডাক্তারি শাস্ত্র মতে যেটা থেকে নতুন করে লোম গজায় আর গ্রিস দেশের নৃত্য কলায় পারদর্শিতা জন্মায়। কাজে কাজেই, আমি ওকে তখন নাচতে শেখালাম, রিং-এর মধ্যে দিয়ে লাফাতে শেখালাম। এবার আপনাদের কাছে বিদায় নেবার আগে বলি, আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাদের শো দেখতে আপনারা আবার আসুন, তবে যদি বৃষ্টি হয়, তা'হলে আগামীকাল সন্ধ্যার পরিবর্তে সকাল ১১টায় আমাদের শো হবে।'

রিং-মাস্টার নিচু হয়ে ঝুঁকে দর্শকদের সম্মান জানাল আর পিনোক্কিও-র দিকে ঘুরে বলল, 'পিনোক্কিও, আমাদের এই সম্মানীয় দর্শকবৃন্দকে, ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয় আর শিশুদের অভিবাদন জানাও।'

পিনোক্কিও সামনের পা দুটো ভাঁজ করে নিচু হয়ে সবাইকে অভিবাদন জানাল, কিন্তু হাঁটু মুড়ে বসেই রইল। তখন রিংমাস্টার বাতাসে চাবুক চালিয়ে হুকুম করল, 'ওঠ, হাঁট!'

গাধাটা তাড়াতাড়ি উঠে রিং-এর ভেতরে গোল হয়ে ঘুরে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রিং মাস্টার চিৎকার করে হুকুম করল, 'দুলকি চাল!' 'পিনোক্কিও দুলকি চালে চলতে শুরু করল। 'দৌড়'— হুকুম শোনা মাত্র পিনোক্কিও এবার জোরে দৌড়তে লাগল।

হঠাৎ রিংমাস্টার হাত তুলে একটা পিস্তলের গুলি চালাল। গাধাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন গুলি লেগেছে এমন ভান করে ধপাস করে পড়ে গেল আর এমনভাবে পড়ে রইল, যেন মরে গেছে।

দর্শকদের তুমুল হৈ চৈ আর হাততালির মধ্যে পিনোক্কিও উঠে দাঁড়াল আর মাথা তুলে দর্শকদের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেল, এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা ওদের মধ্যে বসে আছেন, তাঁর গলায় একটা লকেট লাগানো সোনার হার দুলছে। আর সেই লকেটের ওপর একটা নাচিয়ে পুতুলের ছবি আঁকা।

'ওটা তো আমার ছবি! ও! এই ভদ্রমহিলাই তা'হলে আমার পরি।' পিনোক্কিও নিজের মনে বলে উঠল। ও তো পরিকে ঠিক চিনতে পেরেছে আর তাই ওর এত আনন্দ হয়েছে যে, ও চিৎকার করে বলতে গেল, 'ওঃ, আমার পরি, আমার প্রিয় পরি!'

কিন্তু কথার বদলে ওর গলা থেকে বেরিয়ে এল একটা লম্বা আওয়াজ, 'হী-হ!' এত জোর আওয়াজ যে, সব দর্শক. বিশেষ করে বাচ্চারা হেসে উঠল।

দর্শকদের সামনে ওরকম বিশ্রী ভাবে চেঁচানোয় রিংমাস্টার রেগে গেল আর ওকে শিক্ষা দেবার জন্যে চাবুকের হাতল দিয়ে ওর নাকের ওপব মারল। বেচারা গাধা! ওর লম্বা জিভটা বার করে প্রায় পাঁচমিনিট ধরে ও নাকটা চাটতে থাকল, যাতে ব্যথাটা কমে।

তারপর দ্বিতীয়বার মুখ তুলে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দেখল, যে চেয়ারটায় পরি বসেছিল, সেটা খালি, পরি নেই। তাই দেখে ওর চোখ জলে ভরে গেল আর ও কাঁদতে লাগল। অবশ্য কেউ ওর কান্না দেখতে পায়নি, রিংমাস্টারও না, আব তখন রিংমাস্টার আবার চাবুক হাঁকড়ে চিৎকার করল, 'সাবাস পিনোক্কিও! এবার সবাইকে দেখাও, তুমি কেমন সুন্দর রিং-এর মধ্যে দিয়ে লাফাতে পার।'

পিনোক্কিও চেষ্টা করল, একবার, দুবার, তিনবার। কিন্তু যতবারই ও রিং-টার কাছে যায়, ও না লাফিয়ে, রিংটার তলা দিয়ে দৌড়ে যায়। শেষকালে ও যেই রিং-এর ভেতর দিয়ে লাফাতে গেল, ওর পেছনের পাদুটো রিং-এ আটকে গেল আর ও দড়াম করে মাটির ওপর

আছাড় খেয়ে পড়ল। যখন ও কোন রকমে উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল ওর পা খোঁড়া হয়ে গেছে। কোনরকমে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ও আস্তাবলে ফিরে গেল।



—'পিনোক্কিও-কে নিয়ে এস! আমরা গাধার খেলা দেখতে চাই।' বাচ্চারা সবাই চিৎকার করতে লাগল। পিনোক্কিও-র এই দুর্ঘটনায় ওরা সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছিল।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় ওই ছোট গাধাটাকে আর দেখা গেল না।

পরের দিন সকালে পশুদের ডাক্তার এসে পিনোক্কিও-কে দেখলেন আর ভাল করে পরিক্ষা করে বললেন যে, ও চিরজীবনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেছে। তখন রিংমাস্টার আস্তাবলের দেখাশুনো করার ছেলেটাকে বলল, 'একটা খোঁড়া গাধা আমার কোন্ কাজে আসবে? ওকে শুধু শুধু বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না, ওকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দে।'

ওরা বাজারে পৌঁছতেই একজন খদ্দের এসে জিগ্গেস করল, 'এই খোঁড়া গাধাটার জন্যে কত দাম দিতে হবে?'

—'একশ টাকা!'

—'পাঁচ টাকা দিতে পারি। এটা তো কোন কাজে লাগবেনা। আমি এটাকে কিনব শুধু এটার চামড়ার জন্যে। ওর চামড়াটা বেশ শক্ত আছে, ওর চামড়া দিয়ে শহরের বাজনার দলের জন্যে একটা ঢোল বানাব।'



পিনোক্কিও-র কী অবস্থা, ভাব? শেষপর্যন্ত ওকে কিনা একটা ঢোল হতে হবে? পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েই ওর নতুন মনিব গাধাটাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল আর ওর গলায় একটা পাথর বেঁধে আর পায়ে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে ওকে হঠাৎ ধাক্কা মেরে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

পিনোক্কিও তো পাথরের ওজনে সোজা জলের তলায় তলিয়ে গেল আর ওর মনিব দড়িটা শক্ত করে ধরে ডাঙায় বসে রইল যতক্ষণ না গাধাটা মরে যায় যাতে ওর চামড়াটা ছাড়িয়ে নিতে পারে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক গাধাটা জলের তলায় থাকার পর ওর মনিব নিজের মনে বলতে

লাগল, 'এতক্ষণে খোঁড়া গাধাটা নিশ্চয়ই ডুবে মরেছে। এবার ওটাকে টেনে তুলি আর ওর চামড়াটা দিয়ে একটা সুন্দর ঢোল বানাই।' গাধাটার পায়ে ও যে দড়িটা বেঁধেছিল, সেই দড়িটা এবার ও টানতে লাগল। টানছে, টানছে, টানছে, শেষকালে দড়ির টানে জলের ওপর ভেসে উঠল.... কী ভেসে উঠল? মরা গাধার বদলে একটা জ্যান্ত নাচিয়ে পুতুল, বান মাছের মত মোচড়াচ্ছে।

বেচারা লোকটা জ্যান্ত পুতুলটাকে দেখে ভাবল, নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে। ও এমন হতভম্ব হয়ে গেল, যে, ওর মুখ হাঁ হয়ে গেছে আর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ বাদে একটু ধাতস্থ হয়ে ও তোতলাতে তোতলাতে কোনরকমে বলল,

—'যে গাধাটাকে আমি জলে ফেলে দিয়েছিলাম, সেই গাধাটা কোথায় গেল?'

—'আমিই সেই গাধা!' নাচিয়ে পুতুল হাসতে হাসতে বলল।

—'তুই!'

—'হ্যাঁ, আমি!'

—'ও, আমার সাথে ইয়ার্কি হচ্ছে।'

—'ইয়ার্কি! না মনিব মশাই, আমি সত্যি কথাই বলছি।'

—'কিন্তু কয়েকমিনিট আগেই যে একটা গাধা ছিল, সে একটা কাঠের পুতুল কী করে হয়ে যায়?'

—'মনে হয়, সমুদ্রের জল গায়ে লেগেই এটা হয়েছে। কখনও কখনও এরকম হয়।'

—'সাবধান, পুতুল, সাবধান! আমার সাথে ঠাট্টা করবি না। আমার মাথা গরম হয়ে গেলে মুস্কিল হবে।'

—'ঠিক আছে মনিব মশাই, আমার গল্পটা শুনবেন? যদি পায়ের দড়িটা খুলে দেন, তা'হলে আমার গল্পটা আপনাকে শোনাই।'

লোকটা আসলে ভাল ছিল, আর তাই ও তাড়াতাড়ি পিনোক্কিও-র পায়ের দড়িটা খুলে দিল। গল্পটা শোনার জন্যে ওর খুব কৌতূহল হচ্ছিল। পিনোক্কিও এখন মুক্ত, ও বলতে শুরু করল ঃ

'আপনার জানা দরকার যে, একসময় আমি একটা কাঠের নাচিয়ে পুতুলই ছিলাম, যেমনটি এখন আমায় দেখছেন। আর অন্য ছেলেদের মত আমিও একটা সত্যিকারের ছেলে হয়েও যেতাম। কিন্তু আমি লেখাপড়া করতে চাইনি, আর দুষ্টু বন্ধুদের কথা শুনে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলাম। আর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আমি একটা লম্বা কানওয়ালা, লম্বা ল্যাজ-ওয়ালা গাধা হয়ে গেছি। ওঃ, কী লজ্জা, কী লজ্জা, ভগবান না

করুন, আপনাকে যেন কখনও এমন দুর্দশায় না পড়তে হয়। তারপর আমাকে অন্য গাধাদের সঙ্গে বাজারে নিয়ে গেল আর আমাকে সার্কাসের রিংমাস্টারের কাছে বিক্রি করে দিল। সে আমাকে নাচ শেখাল, রিং-এর মধ্যে দিয়ে লাফানো শেখাল, কিন্তু একদিন সন্ধেবেলায় খেলা দেখাতে গিয়ে আমি পড়ে যাই আর আমার পা খোঁড়া হয়ে যায়। রিংমাস্টার খোঁড়া গাধা দিয়ে কোন কাজ হবে না ভেবে আমাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় আর আপনি আমাকে কিনে নেন।'

—'সে তো আমি ভালই জানি। কিন্তু তোমাকে কিনতে আমার যে পাঁচ টাকা খরচ হয়েছে, সে টাকাটা এখন আমাকে কে দেবে?'

—' কিন্তু আপনি আমাকে কেন কিনেছিলেন? আমার চামড়া দিয়ে ঢোল বানাবেন বলে, তাই না?'

—'ঠিক কথা, কিন্তু এখন আমি একটা চামড়া কোথায় পাব?'

—'কোন চিন্তা নেই, পৃথিবীতে অনেক গাধা পাওয়া যাবে।'

—'ওরে বাঁদর, তোর গল্প শেষ হল?'

—' না,' নাচিয়ে পুতুল জবাব দেয়, 'আর দুটো কথা বলেই শেষ করব। আমাকে কেনার পর আপনি আমাকে এখানে এনেছিলেন মেরে ফেলার জন্যে। দয়াপরবশ হয়ে আপনি আমাব গলায় পাথর বেঁধে আমাকে সমুদ্রে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন। এর জন্যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মনিব মশাই, আপনি তো আর পরির কথা জানতেন না!'

—' কে এই পরি?'

—'উনি আমার মা, আর সব মায়ের মতই উনি আমাকে আমার সমস্ত দোষ সত্ত্বেও খুব ভালবাসতেন, আর অন্যায় করে, দুষ্টুমি করে বিপদে পড়লেও উনি সব সময় নজর রাখতেন আর সাহায্য করতেন। তাই যখন উনি দেখলেন যে আমি জলে ডুবে মরতে বসেছি, তখন উনি আমার দিকে এক ঝাঁক মাছ পাঠিয়ে দিলেন। মাছগুলো ভাবল আমি বুঝি একটা মরা গাধা, আর তাই ওরা আমাকে খেতে লাগল। বাব্বাঃ, কী এক একটা কামড়! আমিও না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না যে. বাচ্চাদের চাইতেও ওদের রাক্ষুসে খিদে। ওরা কেউ আমার কান খেয়ে নিল, কেউ মুখ, কেউ ঘাড়, গলা, কেশর, খুর, এমনকি আমার পিঠের চামড়া পর্যন্ত। ওদের মধ্যে একটা মাছ এত দয়ালু, যে দয়া করে আমার ল্যাজটা অব্দি খেয়ে নিল।'

ওর মনিব ভয় পেয়ে বলে উঠল,'ওরে বাবা, আজ থেকে আমি মাছ খাওয়াই ছেড়ে দেব। কি জানি, কখন কোন্ মাছের পেট কেটে দেখব যে, ভেতরে একটা গাধার ল্যাজ রয়েছে।'

—'আমি আপনার সঙ্গে একমত', পিনোক্কিও হাসতে হাসতে বলল, 'যাই হোক, শুনুন না, তারপর কী হল! আমার গায়ে যে গাধার মাংস, চামড়া এই সব ছিল, সেগুলো তো মাছগুলো খেয়ে শেষ করল, আর তারপরেই বেরিয়ে পড়ল হাড়, মানে আমার গায়ের কাঠ আর কি! আসলে আমি তো খুব শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি, তাই মাছগুলো যেই কামড় বসিয়েছে, বুঝতে পারল, এটা তো মাংস নয়। শক্ত কাঠ, আর তাই বিরক্ত হয়ে দল বেঁধে সাঁতরে এদিক ওদিক চলে গেল, আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত জানিয়ে গেল না। সেইজন্যে, আপনি যখন দড়ি টেনে তুললেন, দেখলেন যে মরা গাধা নয়, একটা জ্যান্ত নাচিয়ে পুতুল দড়িতে বাঁধা।'

—'এইসব বাজে গল্প আমাকে শুনিও না,' লোকটা প্রচণ্ড রেগে গেছে,'আমি তোমার জন্য পাঁচ টাকা খরচ করেছি, এই টাকাটা আমার ফেরত চাই; ঠিক আছে, তোমাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে জ্বালানি কাঠ হিসাবে বেচে দেব।'

—'আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে বিক্রি করবেন, আমি কিছু মনে করব না,' পিনোক্কিও বলল।

বলতে বলতেই পিনোক্কিও জোরে লাফ দিল আর ঝপাং করে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। আর সাঁতরে দূরে চলে যেতে যেতে আনন্দের চোটে চেঁচিয়ে উঠল, 'বিদায় মনিব মশাই, আবার যদি কখনও ঢোল বানাবার জন্যে চামড়ার দরকার হয়, আমার কথা মনে করবেন।'

হাসতে হাসতে আর সাঁতরাতে সাঁতরাতে আরও দূরে চলে যেতে যেতে ও আবার আগের চেয়েও জোরে চিৎকার করল, 'বিদায় মনিব মশাই, যখন আপনার একটুকরো সুন্দর শুকনো জ্বালানি কাঠের দরকার হবে, আমার কথা মনে করবেন।'

চোখের পলকে ও এতদূরে চলে গেল যে, ওকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। জলের ওপরে একটা ছোট্ট কালো বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে, কখনো কখনো বিন্দুটা জলের ওপরে ডলফিনের মত লাফিয়ে উঠছে।

পিনোক্কিও একমনে সাঁতরে চলেছে, কোথায় যাচ্ছে জানেনা। হঠাৎ চোখে পড়ল সমুদ্রের মাঝখানে একটা উঁচু পাথর, সাদা মার্বেল পাথরের মত দেখাচ্ছে, আর তার ওপরে বসে আছে একটা ছোট্ট ছাগল, ম্যা ম্যা করে ডাকছে, যেন ওকেই ডাকছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ছাগলটার গায়ের চামড়া আর লোম কালোও নয়, সাদাও নয়, বা অন্যান্য ছাগলের মত সাদা কালো মেশাও নয়, একেবারে নীল, উজ্জ্বল নীল; অনেকদিন আগে ওর দেখা সেই ছোট্ট সুন্দর মেয়েটার নীল চুলের মত।

ওঃ, পিনোক্কিও-র বুক তো ধড়ফড় করতে লাগল। ও যত জোরে পারে, ওই পাথরটার দিকে সাঁতরাতে লাগল। প্রায় আধাআধি গেছে, এমন সময় দেখল, জলের ওপর দিয়ে ওর দিকে তিরের মত ধেয়ে আসছে একটা বিশাল জল-দানব, মাথাটা ওর ভয়ঙ্কর আর মুখের হাঁ-টা একটা বিশাল খাদের মত, তিন সারি ভয়ঙ্কর ছুঁচোলো দাঁত, দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

এই জলদানবটা আর কেউ নয়, সেই বিশাল হাঙরটা, যার কথা আগেই কয়েকবার বলা হয়েছে। এটার এমন রাক্ষুসে খিদে আর এমনভাবে সারা সমুদ্র তোলপাড় করে ধ্বংসলীলা চালায় যে, এটার নামই হয়ে গেছে 'জেলেদের ও মাছেদের যম'।

দানবটাকে দেখে পিনোক্কিও দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। ও ওটাকে এড়াতে চেষ্টা করল, একবার এদিক আর একবার ওদিক এঁকে বেঁকে সাঁতরে, আর ওর চেয়েও জোরে সাঁতার কাটতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওই ভয়াবহ দানবটা বিশাল হাঁ করে তিরের মত সোজা তীব্রগতিতে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

'পিনোক্কিও, তাড়াতাড়ি, ভগবানের দোহাই,' ছোট্ট সুন্দর ছাগলটা ম্যা ম্যা করে বলে উঠল।

পিনোক্কিও ওর শেষ শক্তি দিয়ে সাঁতরে এগিয়ে আসতে লাগল।

'আরো তাড়াতাড়ি পিনোক্কিও, দানবটা তোমার খুব কাছে এসে পড়েছে।'

পিনোক্কিও আরও জোরে সাঁতরাতে লাগল।

'সাবধান পিনোক্কিও, দানবটা তোমাকে ধরে ফেলল বলে। এসে গেছে, প্রায় এসে গেছে। জলদি, জলদি কর, ভগবানের দোহাই!'

পিনোক্কিও বন্দুকের গুলির মত সাঁতরে চলল। প্রায় পাথরটার কাছে এসে পড়েছে, ছোট্ট ছাগলটা জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর সামনের পা-টা বাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে পিনোক্কিও ধরে উঠে পড়তে পারে।.....

কিন্তু শেষরক্ষা হ'ল না। দানবটা একদম ওর কাছে এসে পড়ে একটা বড় শ্বাস নিয়ে ওকে কপাৎ করে গিলে ফেলল। এত জোরে গিলল যে, পিনোক্কিও ওর পেটের ভেতর সটান ঢুকে গিয়ে জোরে গোঁত্তা খেল আর মিনিট পনেরোর জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

যখন ওর জ্ঞান ফিরল, ও বুঝতেই পারল না, ও কোথায়। ওর চারিদিকে অন্ধকার, এত ঘন কালো অন্ধকার যে, মনে হ'ল ও বুঝি এক বোতল কালো কালির মধ্যে ডুবে রয়েছে। ও কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, কোনো শব্দ, কোনো আওয়াজ পায় কিনা। নাঃ, কিছুই শুনতে পেল না, শুধু কিছুক্ষণ বাদে বাদে ওর মুখে জোর হাওয়ার ঝাপ্টা লাগছিল। প্রথমে তো ও বুঝতেই পারেনি হাওয়াটা কোথা থেকে আসছে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল যে,

হাওয়াটা আসছে দানবটার ফুসফুস থেকে। এইখানে বলে রাখি যে, হাঙরটা আসলে খুব হাঁপানি রোগে ভুগছিল আর তাই যখনই ও শ্বাস নিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন ঝোড়ো বাতাস বইছে।

প্রথমদিকে পিনোক্কিও মনে সাহস আনার চেষ্টা করল, কিন্তু যখন বুঝল যে, ও হাঙরটার পেটের ভেতর বন্দি হয়ে গেছে, তখন ও কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছ, আমাকে বাঁচাও।'

অন্ধকারের মধ্যে একটা ঘড়ঘড়ে গলার স্বর শোনা গেল, 'তোমার মত হতভাগ্যকে কে বাঁচাবে?'

'কে, কে কথা বলছে এখানে?' পিনোক্কিও-র হাত-পা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল।

'আমি, একটা হতভাগ্য তুনি মাছ, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দানবটা গিলে নিয়েছে। তা, তুমি কোন জাতের মাছ?'

'মাছের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো একটা নাচিয়ে পুতুল!'

'তুমি যদি মাছই না হও, তা'হলে তুমি এই দানবটার পেটের ভেতর কেন এলে?'

'আরে আমি নিজে থেকে কেন আসব? ও তো আমাকেও গিলে নিয়েছে। তা, এই অন্ধকার জায়গায়, আমরা এখন কী করি, বলতো?'

'আমাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হবে যতক্ষণ না হাঙরটা আমাদের হজম করে ফেলে।'

'কিন্তু আমি হজম হতে চাইনা।' পিনোক্কিও আর্তনাদ করে উঠল আর আবার কাঁদতে শুরু করল।

'আমিও হজম হতে চাইনা,' তুনি মাছটা বলে চলল, 'কিন্তু আমার সান্ত্বনা এই যে, তুনি মাছ হয়ে যখন জন্মেছি, তখন মরতে তো হবেই; তবে তেলে ভাজা হয়ে মরার চাইতে, জলের ভেতর মরা অনেক ভাল।'

'বোকারাম,' পিনোক্কিও চেঁচিয়ে উঠল।

'এটা আমার নিজের মতামত,' তুনি জবাব দেয়, 'আর পণ্ডিতরা বলেন যে, অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে হয়।'

'তুমি যাই বল না কেন, আমি এখান থেকে বেরোতে চাই, পালাতে চাই।'

'যদি পার তো পালাও।'

'এই যে হাঙরটা আমাদের গিলে খেয়েছে, এটা কি খুব বড়?'

'ওর শরীরটাই প্রায় আধমাইল লম্বা, অবশ্যই ল্যাজ বাদ দিয়ে।'

যখন ওরা অন্ধকারে এইরকম কথাবার্তা বলছিল, তখন পিনোক্কিও-র মনে হল যেন বহুদূরে একটু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

'এতদূরে ওই আলোটা কী হতে পারে?' পিনোক্কিও শুধোয়।

'মনে হয় ওটাও আমাদের আর এক হতভাগ্য সঙ্গী, হজম হবার অপেক্ষায় আছে।'

'আমি ওর কাছে যাব। এমনও তো হতে পারে যে, ওটা একটা বুড়ো মাছ আর এখান থেকে পালাবার রাস্তা বলে দিতে পারে?'

'তোমার কথাই সত্যি হোক ভাই পুতুল।'

'বিদায় তুনি!'

'বিদায় পুতুল! তোমার কপাল ভাল হোক!'

'আবার কোথায় আমাদের দেখা হবে?'

'কে বলতে পারে? এসব কথা না ভাবাই ভাল।'

তুনি মাছকে বিদায় জানিয়ে পিনোক্কিও অন্ধকারেই হাঙরের পেটের ভেতর এক পা এক পা করে সাবধানে হাঁটতে শুরু করল বহুদূরের ওই কাঁপা কাঁপা আলোর ঝলকটার দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে ওর পা বারবার পিছলে যাচ্ছিল চর্বি আর তেল মেশা জলের ওপর পা পড়ে, আর এমন তীব্র মাছ ভাজার মত গন্ধ ওর নাকে আসছিল যে, ওর মনে হ'ল ও যেন কোন ভোজসভায় এসে পড়েছে।

যতই ও এগোচ্ছে, ততই ওই আলোর ঝলকটা আগের চেয়েও জোর হচ্ছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই, শেষ পর্যন্ত যখন ও আলোর কাছে এসে পৌঁছল, তখন কী দেখল? হাজার চিন্তা করেও তোমরা ভাবতেই পারবেনা। ও দেখল একটা ছোট টেবিল, তার ওপর সবুজ রঙ-এর একটা বোতলের মুখে একটা মোমবাতি বসানো, আর টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে একটা বুড়ো লোক, তার গায়ের রঙ এত সাদা, যেন বরফের তৈরি অথবা ধবধবে সাদা ক্রিম দিয়ে তৈরি। বুড়ো বসে বসে মাছ খাচ্ছে, কাঁচা, জ্যান্ত, কিছু কিছু মাছ আবার এত জ্যান্ত যে, ওর মুখের ভেতর থেকে কিলবিল করতে করতে বেরিয়ে আসছে।

বুড়োকে দেখে পিনোক্কিও-র এত আনন্দ হল যে, প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। ও হাসতে চাইছে, কাঁদতে চাইছে, একসঙ্গে অনেককিছু করতে চাইছে, কিন্তু খালি ভ্যাব্‌লার মত তোতলাতে লাগল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ও আনন্দের চোটে চিৎকার করে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল,'বাবা! বাবা! শেষপর্যন্ত তোমাকে খুঁজে পেলাম? আর কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবনা, কক্ষনো না।'

বুড়ো জোরে জোরে দু'চোখ কচ্‌লে বলল, 'তা'হলে আমার চোখ ভুল দেখেনি? তুই সত্যি সত্যিই আমার পিনোক্কিও তো?'

'হ্যাঁ বাবা, সত্যিই আমি। তুমি আমাকে ভুলে যাওনি তো বাবা? ওঃ বাবা, তুমি কী ভাল! আর আমি ভাবছিলাম যে', ...।

ওঃ তুমি তো জাননা বাবা, কী বিপদের মধ্যেই না আমাকে পড়তে হয়েছে আর কী দুর্দশাই না ভোগ করেছি। জানো বাবা, যেদিন তুমি তোমার কোটটা বিক্রি করে আমাকে বই কিনে দিলে, যাতে আমি স্কুলে যেতে পারি, সেইদিনই আমি পুতুল-নাচ দেখবার জন্যে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর তো মালিক ওর ভেড়ার মাংস রোস্ট করার জন্যে আমাকে আগুনে ফেলে প্রায় পুড়িয়ে দিতে গিয়েছিল, পরে অবশ্য আমাকে পাঁচটা সোনার মোহর দিয়েছিল বাড়ি গিয়ে তোমাকে দেবার জন্যে, কিন্তু রাস্তায় একটা খ্যাঁকশিয়াল আর একটা বিড়ালের সঙ্গে আমার দেখা হল আর ওরা আমাকে লাল-কাঁকড়া সরাইখানায় নিয়ে গেল, সেখানে ওরা গোগ্রাসে খাবার-দাবার খেল আর রাত্তির বেলা আমি একা একা বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু রাস্তায় দুটো খুনে আমাকে তাড়া করল আর আমি দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইলাম, শেষকালে ওরা আমাকে ধরে ফেলে একটা বড় ওক গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল, আর পরে নীল চুলওয়ালা এক সুন্দর পরি আমাকে আনবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দিল আর ডাক্তারগুলো আমাকে দেখেই বলে উঠল, 'ও যদি না মরে গিয়ে থাকে, তা'হলে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে' আর তখন আমি মিথ্যা কথা বললাম আর আমার নাকটা বাড়তে বাড়তে এত লম্বা হয়ে গেল যে, আমি ঘর থেকে বেরোতেই পারলাম না, আর তারপর আবার আমি খ্যাঁকশিয়াল আর বিড়ালের সাথে গেলাম, চারটে মোহর মাটিতে পুঁতে দেব বলে, কারণ আর একটা মোহর তো সরাইখানায় খরচই হয়ে গেছে, আর তখন টিয়া পাখিটা আমাকে দেখে খুব হাসল. আর দু'হাজার মোহরও পেলাম না আর আমার পোঁতা চারটে মোহরও পেলাম না,তাই জজ সাহেব সব শুনে চোরদের খুশি করার জন্যে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিল আর তারপরে যখন জেল থেকে বেরোলাম, তখন মাঠে আঙুরের বাগানে আঙুর পাড়তে গিয়ে আমার পা ফাঁদে আটকে গেল, আর তখন ওই চাষি আমার গলায় কুকুরের বকলেস পরিয়ে আমাকে ওর মুরগির ঘর পাহারা দিতে বলল, তারপর যখন বুঝল যে আমি নির্দোষ, তখন আমায় ছেড়ে দিল, আর তারপর যে সাপটার ল্যাজ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, ও খুব হাসতে আরম্ভ করল আর ওর রক্তের থলি ফেটে গেল, তাই আমি সেই সুন্দরী ছোট্ট মেয়েটার বাড়িতে গেলাম, কিন্তু মেয়েটা তার আগেই মারা গেছে আর ঘুঘুপাখিটা আমাকে কাঁদতে দেখে বলল, 'আমি দেখেছি, তোমাকে খুঁজতে যাবার জন্যে তোমার বাবা একটা নৌকো বানাচ্ছে আর আমি বললাম 'ওঃ আমার যদি পাখা থাকত,' আর তখন ঘুঘু বলল, 'তুমি কী তোমার বাবার কাছে যেতে চাও, তা'হলে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি,' আর আমি বললাম, 'কেমন করে?' আর ও বলল,

'আমার পিঠে চড়ে বস,' আর তাই ওর পিঠে চেপে আমরা সারারাত উড়ে চললাম আর সকালবেলায় দেখলাম মেছুড়েরা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে আর ওরা বলল, 'একটা ছোট নৌকোয় চড়ে একটা হতভাগ্য লোক সমুদ্রে গেছে আর লোকটা ডুবে যাচ্ছে,' আর আমি তক্ষুনি তোমাকে চিনতে পারলাম, কারণ যদিও তুমি এতদূরে ছিলে যে তোমাকে চেনা যাচ্ছিল না, কিন্তু আমার মন বলল ওটা তুমিই আর আমি তোমাকে ফিরে আসার জন্যে ইশারা করলাম.....'

'আমিও তোকে চিনতে পেরেছিলাম,' জেপেত্তো বলল, 'ফিরে আসতে তো আমিও চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম কই? ওই ঢেউগুলো এত উঁচু হয়ে আসছিল আর একটা বিশাল ঢেউ তো আমার নৌকোটাকে একেবারে উল্টে দিল। একটা ভয়ঙ্কর হাঙর সেই সময় ওইখানে সাঁতার কাটছিল আর আমাকে দেখে প্রচণ্ড জোরে সাঁতরে এসে ওর জিভ বার করে আমাকে টক করে গিলে নিল একটা মাছির মত।'

—'কতদিন তুমি এই হাঙরের পেটের মধ্যে আছ?' পিনোকিও শুধোয়।

—'সেদিন থেকে তা প্রায় দু'বছর! দু'বছর তো নয়, যেন দুশো বছর!'

—'কীভাবে এতদিন বেঁচে আছ? আর মোমবাতি কোথায় পেলে, আর মোমবাতি জ্বালাতে দেশলাই-ই বা জোগাড় করলে কোথা থেকে?'

'বলছি, সব বলছি তোকে। যে ঝড়ে আমার নৌকোটো ডুবে গেল, সেই সময় একটা জাহাজও সেই ঝড়ে ডুবে গিয়েছিল। নাবিকেরা সব বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু জাহাজটা ভেঙে গিয়েছিল। হাঙরটার সেদিন এত খিদে ছিল, যে, আমাকে গেলার পর ও পুরো জাহাজটাই গিলে খেয়েছিল।'

'অ্যাঁ! জাহাজটাকে ও একগ্রাসে খেয়ে নিয়েছিল?' পিনোকিও অবাক হয়ে বলে ওঠে।

'বলছি কী, এক গ্রাসে। কেবল মাস্তুলটা ও গিলতে পারেনি, ওর দাঁতের পাটির মাঝখানে মাছের কাঁটার মত প্রায় আটকিয়ে গিয়েছিল, তাই থু থু করে ওটাকে বার করে দিয়েছিল। আমার ভাগ্য ভাল, জাহাজটায় কী মালপত্র ছিল, জানিস? জাহাজটায় ভর্তি ছিল, টিন টিন মাংস, বিস্কুট, রুটি, বোতল বোতল মদ, শুকনো আঙুর, চিজ, কফি, চিনি, মোমবাতি আর দেশলাই। দু'বছর ধরে এই সব দিয়ে আমি বেঁচে আছি আর এখন সব ফুরিয়ে গেছে। জাহাজে আর খাবার দাবার কিছু নেই আর এই যে মোমবাতিটা দেখছিস, এটাই শেষ মোমবাতি।'

—'তা'হলে এরপর কী হবে?'

—'কী আর হবে, আমাদের অন্ধকারে থাকতে হবে।'

—'বাবা,' পিনোকিও বলল,'আর দেরি করা ঠিক নয়। আমাদের এক্ষুনি এখান থেকে বেরোবার রাস্তা বার করতে হবে।'

—'বেরোবি? কেমন করে?'

—'আমরা হাঙরটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে সমুদ্রে পড়েই সাঁতরে ডাঙার দিকে যাব।'

—'শুনতে ভালই লাগছে, কিন্তু আমি তো সাঁতার জানিনা বাবা।'

—'তাতে কী হয়েছে? আমি তো খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারি। তোমাকে পিঠে বসিয়ে সাঁতরে ঠিক সমুদ্রের তীরে পৌঁছতে পারব।'

'বৃথা চেষ্টা বাবা!' বুড়ো জেপেত্তো মাথা নেড়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, 'তুই কী ভাবছিস, তুই তিনফুট-লম্বা একটা কাঠের পুতুল, আমাকে পিঠে বসিয়ে সাঁতার কাটার মত গায়ের জোর তোর আছে?'

—'দেখই না একবার চেষ্টা করে। যদি মরতেই হয়, তা'হলে অন্তত আমরা দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে মরব, এটাই হবে আমাদের সান্ত্বনা।'

আর কোন কথা না বলে, পিনোক্কিও মোমবাতিটা তুলে নিল আর হাঙরের পেটের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর বাবাকে বলল, 'ভয় পেও না, আমার পেছন পেছন এসো।'

কিছুক্ষণ ওরা এইভাবে হাঙরটার পাকস্থলীর মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল। তারপর যখন হাঙরটার বিশাল গলার কাছটায় এল, তখন একটু দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে নিতে লাগল, যাতে ঠিক সময়ে হাঙরটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পালানো যায়।

হাঙরটার খুব বয়স হয়েছিল। আবার ওর ছিল ভীষণ রকমের হাঁপানির অসুখ আর তাছাড়া বুকের ধড়ফড়ানি ব্যামো তো ছিলই। তাই ও সবসময় মুখ হাঁ করে ঘুমোতো। যথন পিনোক্কিও ওর গলার শেষপ্রান্তে এল, আর ওপরদিকে তাকাল, ওর চোখে পড়ল একটুকরো তারায় ভরা আকাশ, আর উজ্জ্বল চাঁদ। ও বাবার দিকে ফিরে ফিসফিসিয়ে বলল, 'পালানোর এই ঠিক সময়। হাঙরটা মরার মত ঘুমোচ্ছে। সমুদ্রও শান্ত আর বাইরে একেবারে দিনের মত আলো। বাবা, ঠিক আমার পেছন পেছন এস, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একেবারে মুক্ত হয়ে যাব।'

যেমন কথা, তেমনি কাজ। ওরা হাঙরটার গলার মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে ওর বিশাল মুখের কাছে এসে পড়ল । তারপর ওর জিভের ওপর দিয়ে পায়ের ডগায় ভর করে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। জিভটা এত বড় যে, মনে হচ্ছিল ওরা কোন বাগানের ভেতরের চওড়া পথ দিয়ে হাঁটছে। তারপরে যখন ওরা লাফ দিয়ে সমুদ্রে পড়তে যাবে, ঠিক সেই সময় হাঙরটা একটা হাঁচি দিল আর ওরা ভীষণ জোরে নাড়া খেয়ে হড়হড় করে নেমে ফের ওর পাকস্থলীতে গিয়ে পড়ল। ওরা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিটা গেল নিভে, আর বাপ-ছেলে আবার ঘোর অন্ধকারে।

পিনোক্কিও চিন্তিতভাবে বলল, 'এবার কী করব?'

—'কী আর করবি বাবা, এবার আমরা শেষ।'

—'কেন, শেষ হ'ব কেন? আমার হাত ধর বাবা. আর দেখ, যেন পা পিছলে না যায়।'

—'কোথায় যাব?'

— 'আমরা আবার চেষ্টা করব। ভয় পেও না, আমার সঙ্গে এস।'

পিনোক্কিও এবার ওর বাবার হাতটা শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল আর আবার দানবটার গলার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর জিভের কাছে পৌঁছে গেল, তারপর জিভের ওপব দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর তিনসারি দাঁত টপকে সমুদ্রে লাফ দিয়ে পড়বার আগে ওর বাবাকে বলল. 'আমার পিঠে ওঠ আর শক্ত করে ধরে থাক, যা করবার আমি করছি।'



জেপেত্তো যেই না পিনোক্কিও-র পিঠে চেপে বসল, পিনোক্কিও অমনি একলাফে সমুদ্রের জলে পড়ল আর সাঁতার কাটতে শুরু করল। সমুদ্রের জল একেবারে নিথর, শান্ত, আকাশের

উজ্জ্বল চাঁদের জ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আর হাঙরটা এমন গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছে যে, বোধহয় কামান দাগলেও ওর ঘুম ভাঙতো না।

পিনোক্কিও তীরের দিকে জোরে জোরে সাঁতার কাটতে কাটতে লক্ষ করল যে, ওর বাবা ওর পিঠের ওপর বসা অবস্থায় দুই পা দু'পাশে জলের মধ্যে ঝুলিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, একেবারে ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগীর মত।

ঠান্ডায় কাঁপছে, না ভয়ে? কে জানে? নাকি দুটোই? পিনোক্কিও ভাবল ওর বাবা ভয়ের চোটে কাঁপছে, তাই বাবাকে সান্ত্বনা দিতে বলল, 'বাবা, একটু সাহস ধর, আর কয়েকমিনিটের মধ্যেই আমরা সমুদ্রের তীরে পৌঁছে যাব, আর কোন ভয় থাকবে না।'

'কোথায় তোর সমুদ্রের তীর?' বুড়ো চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বলল। প্রতি মুহূর্তেই ওর অশান্তি বাড়ছে। 'আমি তো চারিদিকেই তাকিয়ে দেখছি, কিন্তু সমুদ্র আর আকাশ ছাড়া আর কিছুই তো চোখে পড়ছে না।'

'কিন্তু আমি তো ডাঙা দেখতে পাচ্ছি,' পিনোক্কিও বলল, 'তুমি তো জান আমার চোখ বিড়ালের মত, আমি দিনের চেয়ে রাতে আরও ভাল দেখতে পাই।'

পিনোক্কিও খুব খুশি খুশি ভাব করল বটে, কিন্তু আসলে ও-ও সাহস হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া ও সাঁতার কেটে কেটে দুর্বল হয়ে পড়েছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আর ওর শরীরে আর জোর পাচ্ছে না, ডাঙাও এখনও বহুদূরে।

যতক্ষণে পর্যন্ত না ওর দম বন্ধ হয়ে যায়, ও সাঁতার কেটে চলল। তারপরে ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'বাবা, বাঁচাও, আমি মরে গেলাম।' বাপ ও ছেলের তখন প্রায় একসঙ্গে ডুবে মরার অবস্থা, ঠিক সেই সময় বেসুরো গিটারের মত একটা আওয়াজ ভেসে এল, 'কে মরে যাচ্ছে?'

'আমি আর আমার বাবা।'

'এই গলার আওয়াজ তো আমি চিনি। তুমি পিনোক্কিও না?'

'হ্যাঁ, আর তুমি?'

'আমি তুনি, হাঙরের পেটের ভেতর তোমার সঙ্গী ছিলাম, মনে নেই?'

'তুমি বেরোলে কী করে?'

'তোমাকে দেখে। তুমিই তো পথ দেখালে। তোমার পেছন পেছন আমিও বেরিয়ে এলাম হাঙরের পেট থেকে।'

—'প্রিয় তুনি ভাই, তুমি ঠিক সময়ে এসে গেছ, আমাদের বাঁচাও। আমরা মরতে বসেছি।'

—'আরে নিশ্চয়ই, আমার সর্বশক্তি দিয়ে তোমাদের বাঁচাবো। আমার লেজটা ধরো

দু'জনে, আমি তোমাদের সমুদ্রের তীরে চার মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দেব।'

জেপেত্তো আর পিনোক্কিও তো একপায়ে খাড়া। তবে ওরা দেখল যে, ল্যাজ ধরে ভেসে থাকার চাইতে পিঠে চেপে যাওয়া অনেক সুবিধার, তাই দু'জনেই তুনির পিঠে চড়ে বসল।

পিনোক্কিও বলল, 'আমাদের কী ভারী মনে হচ্ছে?'

'ভারী? আরে, তোমরা তো পালকের চেয়েও হাল্কা। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার পিঠে দুটো ঝিনুকের খোলা রয়েছে,' তুনি জবাব দিল। দু'বছরের বাছুরের মত বড়সড় ওর শরীরটা।

সমুদ্রের তীরে পৌঁছে পিনোক্কিও আগে লাফ দিয়ে ডাঙায় নামল, তারপর ওর বাবার হাত ধরে নামিয়ে নিল। তারপর তুনির দিকে ফিরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—'তুনি ভাই, আজ তুমি আমার বাবার জীবন বাঁচালে। তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে তোমাকে একটা চুমু খেতে পারি?'

তুনি জলের ভেতর থেকে ওর নাকটা উঁচু করল। পিনোক্কিও মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ওর নাকের ডগায় একটা চুমু খেল। তুনি পিনোক্কিও-র ভালবাসার চুমু পেয়ে এত অভিভূত হয়ে গেল যে, ওর চোখে জল এসে গেল। কান্না লুকোতে ও ফের জলে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সূর্য উঠেছে। জেপেত্তো এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, দাঁড়াতেই পারছেনা। পিনোক্কিও ওর বাবার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'বাবা, আমার গায়ে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে শামুকের মত হাঁটতে থাক, যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমরা থেমে বিশ্রাম নিয়ে নেব।

—'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?' জেপেত্তো জিগ্গেস করে।

—'চল না, দেখি কোন বাড়িঘর চোখে পড়ে কিনা। কোন বাড়ি-টাড়ি দেখলে, সেখানে গিয়ে খাওয়ার জন্যে একটু রুটি আর শোয়ার জন্যে একটা খড়ের বিছানা কি পাওয়া যাবে না?'

কিছুটা এগিয়ে ওরা দেখল রাস্তার ধারে দুটো কুচ্ছিত মুখ, পথচলতি লোকেদের কাছে ভিক্ষে করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ওরা আর কেউ নয়, সেই খ্যাঁকশিয়াল আর বিড়াল! কিন্তু ওদের চেহারা এত বদলে গেছে যে, দেখলে চেনাই যায় না। বিড়ালটা তো ভান করত যে ও চোখে দেখতে পায় না, অন্ধ, আর এখন ও সত্যিসত্যিই অন্ধ হয়ে গেছে! আর খ্যাঁকশিয়ালটা বুড়ো হয়ে গেছে, ওর গায়ের চামড়াটা খাওয়া-খাওয়া, পিঠের একদিকে লোম পুরো উঠে গেছে, আবার ল্যাজটাও নেই। হয়েছিল কী, ওরা এমন দুর্দশায় পড়েছিল যে খাওয়া জুটছিল না, আর তাই শেষে একটা ব্যবসায়ীকে ও ল্যাজটা বিক্রি করে দিয়ে খাবার জোগাড় করে আর ব্যবসায়ীটাও মাছি তাড়ানোর জন্যে ল্যাজটা কিনে নেয়।

—'ও পিনোক্কিও,' খ্যাঁকশিয়ালটা কাতর অনুনয় করে, 'দুটো পঙ্গুকে কিছু ভিক্ষে দাও।'

—'পঙ্গুকে।' বিড়াল বলে।

—'জোচ্চোর,' পিনোক্কিও বলে, 'একবার আমাকে বোকা বানিয়েছিলি, কিন্তু আর হবে না।'

—'বিশ্বাস কর পিনোক্কিও, আমরা সত্যিই গরিব আর দুর্ভাগা।'

—'গরিব আর দুর্ভাগা,' বিড়াল বলে।

—'তোমরা যে গরিব হয়েছ, সেটা তোমাদের পাওনা ছিল। সেই কথাটা জানিসতো, ''চুরির টাকায় ফল ধরে না।'' জোচ্চোর কোথাকার!'

—'আমাদের ওপর দয়া কর।'

—'দয়া কর।' বিড়াল বলে।

—'ওরে জোচ্চোর, মনে রাখিস সেই কথাটা, 'শয়তানের আটা ভুসি ভর্তি।'

—'আমাদের ফেলে যেও না।'

—'যেও না।'

—'বিদায় জোচ্চোর। মনে রাখিস, 'যে প্রতিবেশীর জামা চুরি করে, মরণকালে তার গায়ে জামা থাকে না।'

এই শেষ কথা বলে পিনোক্কিও আর জেপেত্তো ঠান্ডা মাথায় নিজেদের পথে এগিয়ে চলল। আর কিছুদূর গিয়েই ওরা রাস্তার পাশে ঘাসজমিতে একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়ি দেখতে পেল।

—'কেউ নিশ্চয়ই এই বাড়িতে বাস করে. পিনোক্কিও বলল, 'দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখা যাক।'

—'কে?' একটা মিহি গলার স্বর ভেতর থেকে ভেসে এল।

—'সহায়-সম্বলহীন এক হতভাগ্য বাবা আর তার হতভাগ্য ছেলে, যাদের খাওয়া বা আশ্রয়, কিছুই জোটেনি,' নাচিয়ে পুতুল বলল।

—'চাবিটা ঘোরাও, দরজা খুলে যাবে,' ওই মিহি গলায় উত্তর ভেসে এল . পিনোক্কিও চাবি ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। ওরা ভেতরে ঢুকে চারিদিকে তাকাল, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না।

—'বাড়িতে কোন লোকজন নেই নাকি?' পিনোক্কিও অবাক হয়ে বলল।

—'এই তো এখানে, ওপরে তাকাও।'

বাপ আর ছেলে অবাক হয়ে ওপরদিকে তাকিয়ে দেখল ছাদের কড়িকাঠে সেই কথা-বলা ঝিঁঝিঁপোকাটা বসে আছে।

—'আরে, এই তো আমার প্রিয় ঝিঁঝিঁপোকা,' পিনোক্কিও ঝুঁকে নমস্কার করল।

—'তা'হলে এখন আমি তোমার 'প্রিয় ঝিঁঝিঁপোকা' হয়ে গেলাম, তাই না? মনে আছে, যখন তুমি আমাকে কাঠের হাতুড়ি ছুড়ে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিলে?'

—'ঠিক বলেছ, ঝিঁঝিঁ ভাই! এখন তুমিও আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও, হাতুড়ি ছুড়ে মার, কিন্তু আমার এই হতভাগ্য বাবাকে দয়া কর।'

—'বাবা-ছেলে দু'জনকেই আমি দয়া করব, কিন্তু আমি শুধু তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে তুমি আমার প্রতি কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলে। কারণ, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করা উচিত, তা'হলে তোমার প্রয়োজনের সময় তুমিও অন্যের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাবে। এই শিক্ষাটা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।'

—'ঠিক বলেছ ঝিঁঝিঁ ভাই, তোমার কথা একদম ঠিক আর আমি তোমার কাছ থেকে এই শিক্ষাই নিলাম! এখন বল তো, এই সুন্দর কুটিরখানি তুমি কেমন করে পেলে?'

—'একটা সুন্দরী ছাগল, তার গায়ে অপূর্ব নীল লোম, সেই আমাকে গতকাল এই বাড়িটা উপহার দিয়েছে।'

—'সেই সুন্দরী ছাগল এখন কোথায়?'

—'তা তো জানি না।'

—'সে কখন ফিরবে?'

—'সে আর কখনও এখানে ফিরে আসবে না। গতকাল খুব দুঃখ নিয়ে সে এখান থেকে চলে গেছে। যাবার সময় এমন ম্যা ম্যা করে ডাকছিল, যেন বলতে চায়, 'হায় বেচারা পিনোক্কিও, ওকে তো আর কখনও দেখতে পাবনা, ওকে ওই হাঙরটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলেছে।'

—'ও এই কথা বলেছিল? তা'হলে ও নিশ্চয়ই সেই পরি, আমার প্রিয় পরি।' পিনোক্কিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল. ওর চোখ থেকে অঝোর ধারে জল ঝরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ কেঁদে-টেঁদে ও চোখ মুছে ফেলল আর বুড়ো বাপ জেপেত্তোকে একটা খড়ের বিছানা করে শুইয়ে দিল। তারপর ও ঝিঁঝিঁপোকাকে বলল, 'বলতো ঝিঁঝিঁ ভাই, আমার বাবার জন্যে এক কাপ দুধ কোথায় পাই?'

—'এখান থেকে তিনটে মাঠ পার হলে বাগানের মালি জিয়ান্‌জিও-র বাড়ি। ও গরু

পোষে। ওর কাছে গেলে তুমি দুধ পেতে পার।' পিনোক্কিও এক ছুটে জিয়ান্‌জিও -র বাড়ি গেল। জিয়ান্‌জিও জিগ্‌গেস করল, 'তুমি কতখানি দুধ চাও?'

— 'এক কাপ।'

—'এক কাপ দুধের দাম এক টাকা। আগে টাকা দাও।'

—'আমার কাছে একটা পয়সাও নেই,' পিনোক্কিও লজ্জায় মাথা নিচু করে জবাব দেয়।

—'খুব খারাপ। তোমার কাছে একটাও পয়সা নেই, আমার কাছে এক ফোঁটাও দুধ নেই।' মালি বলে।

পিনোক্কিও মাথা হেঁট করে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

—'একটু দাঁড়াও। একটা ব্যবস্থা হতে পারে। তুমি কি কুয়ো থেকে দড়ি বালতি দিয়ে জল তুলতে পারবে?'

—'চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?'

—'ঠিক আছে। তুমি আমাকে একশ বালতি জল তুলে বাগানে জল দাও, আমি তোমাকে এক কাপ দুধ দেব।'

—'ঠিক আছে।'

জিয়ান্‌জিও নাচিয়ে পুতুলকে ওর বাগানে নিয়ে গেল আর দেখিয়ে দিল কেমন করে কুয়ো থেকে জল তুলতে হয়। পিনোক্কিও সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল। কিন্তু একশ বালতি জল তুলতে তুলতে ও মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘেমে নেয়ে একাকার। আগে এরকম পরিশ্রমের কাজ ও কখনও করেনি।

—'এতদিন আমার গাধাটাই জল টেনে টেনে তুলত,' মালি বলল, 'কিন্তু বেচারা প্রাণীটা আজ মরতে চলেছে।'

পিনোক্কিও বলল, 'আমি কি ওকে দেখতে পারি?'

— 'নিশ্চয়ই, এস আমার সঙ্গে।'

পিনোক্কিও আস্তাবলে ঢুকে দেখল, একটা সুন্দর গাধা খড়ের ওপর শুয়ে আছে। বেচারা খিদেয়, কঠিন পরিশ্রমে মরতে বসেছে। পিনোক্কিও খুব মনোযোগ দিয়ে গাধাটাকে দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে এই গাধাটাকে আমি চিনি। ওর চেহারাটা তো আমার খুব চেনা!' ও গাধাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে গাধার ভাষায় বলল, 'তুমি কে?'

মৃতপ্রায় গাধাটা প্রশ্ন শুনে কোনোরকমে দু'চোখ মেলে গাধার ভাষায় ধীরে ধীরে বলল, 'আ...মি....ল্যা.....ম্প......উ....ই.....ক,' তারপরেই ওর চোখ বুজে গেল আর ও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

—'ওঃ ওঃ, বেচারা ল্যাম্পউইক।' পিনোকিও বিড়বিড় করল আর একমুঠো খড় দিয়ে গাধাটার চোখ থেকে যে জলের ধারা গড়িয়ে নেমেছিল, সেটা মুছে দিল।

—'এই গাধাটার জন্যে তোমার এত দুঃখ হচ্ছে, তুমি তো এটাকে পয়সা খরচ করে কেনো নি? আমি এটাকে পয়সা খরচ করে কিনেছিলাম, তাহলে আমি কী করব?' মালি বলে।

—'ও যে আমার বন্ধু ছিল।'

—'কী বললে?' মালি হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ল। 'একটা গাধা ছিল তোমার স্কুলের বন্ধু? তা'হলে তো খুব ভাল লেখাপড়াই শিখেছ।'

নাচিয়ে পুতুল লজ্জায় আর কোন কথাই বলতে পারল না। এক কাপ দুধ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

সেইদিন থেকে পাঁচ মাসেরও বেশি হ'ল. পিনোকিও রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মালির বাড়ি গিয়ে একশ বালতি করে জল তোলে আর বাবার জন্যে এক কাপ দুধ নিয়ে বাড়ি আসে। এ ছাড়াও অবসর সময়ে ও বাঁশের আর নলখাগড়ার ঝুড়ি বোনা শিখে নিয়েছে। সেগুলো বাজারে বিক্রি করে যে টাকা পায়, তাতে ওদের বাকি সমস্ত খরচ চলে। আবার ও বাঁশ-কাঠ দিয়ে একটা ছোট্ট গাড়ি বানিয়েছে আর তাতে ওর বাবাকে চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে যায়, যাতে তাজা হাওয়ায় ওর বাবার শরীরটা ভাল থাকে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ও এখন লেখাপড়া করে। কাছের শহর থেকে ও বই কিনে নিয়ে এসেছে। বইটার সূচিপত্র আর মলাট অবশ্য ছেঁড়া, তবে তাতে কোন অসুবিধা হয় না। একটা ছোট নলখাগড়ার নল কেটে ও একটা কলম বানিয়েছে আর ওর দোয়াত কালি কিছুই নেই বলে ও মোটেই দমে যায়নি, বরং চেরি ফলের আর ব্ল্যাক বেরি ফলের রস দিয়ে ও এক শিশি কালি বানিয়ে নিয়েছে।

মোট কথা, ওর উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে আর কঠোর পরিশ্রম করে ও ওর বাবাকে আরামেই রেখেছে, যদিও ওর বাবার স্বাস্থ্য এখনও অত ভাল নয়। তাছাড়া ও কিছু টাকাও জমিয়েছে। ওর এখন ইচ্ছা, একটা নতুন জামা-প্যান্ট কেনে।

একদিন সকালে ও বাবাকে বলল, 'আজ আমি বাজারে যাচ্ছি, একটা নতুন জ্যাকেট, একটা টুপি আর একজোড়া জুতো কিনব,' তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'যখন বাজার থেকে ফিরে আসব, আমাকে দেখে চিনতেই পারবেনা, ভাববে, কে একজন সুন্দর জামা-জুতো পরা ভদ্রলোক এসেছেন।'

ওর মনটা আজ খুব খুশি। ও দৌড়ে দৌড়ে বাজারের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় শুনল কে যেন ওকে ডাকছে! ও ফিরে দেখে কী, একটা সুন্দর ছোট্ট শামুক রাস্তার ধারের ঝোপ থেকে গুটিগুটি বের হয়ে আসছে।

—'আমাকে চিনতে পারছ না?' শামুক জিগ্‌গেস করে।

—'বোধহয়, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছিনা।'

—'কেন, সেই নীল চুল পরির কাজের মেয়ে শামুককে ভুলে গেলে? তোমার মনে পড়ছেনা, সেই ওপর থেকে নিচে নেমে এসে আমি তোমাকে দরজা খুলে দিলাম আর তখন তোমার পা দরজায় আটকে গেছিল?'

—'সব মনে আছে,' পিনোক্কিও আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, 'দয়া করে তাড়াতাড়ি বল, আমার পরিকে তুমি কোথায় রেখে এসেছ? পরি কী করছে? আমাকে ক্ষমা করেছে? আমার কথা ওর মনে আছে? আমাকে কি এখনও ভালবাসে? এখান থেকে কি অনেক দূরে আছে? আমি ওর দেখা পাব তো?'

পিনোক্কিও হুড়হুড় করে এক নিশ্বাসে সব প্রশ্ন করে গেল। কিন্তু শামুক নিজস্ব ধীরগতিতে আস্তে আস্তে জবাব দিল, 'প্রিয় পিনোক্কিও, পরি এখন হাসপাতালের বিছানায় পড়ে আছেন।'

—'হাসপাতালে?'

—'হ্যাঁ, সত্যিই। ওঁর ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা, দুঃখ দুর্দশা বয়ে গেছে। উনি এখন খুবই অসুস্থ আর একটুকরো রুটি কিনবার পয়সাও ওঁর নেই।'

—'এও কি সম্ভব? কি দুঃসংবাদই না শোনালে। ওঃ, আমার পরি, আমার যদি লাখ টাকা থাকত, আমি দৌড়ে গিয়ে সব ওঁকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার কাছে মাত্র কুড়ি টাকা আছে। এই নাও, এই টাকাটা ধর। আমি নিজের জামা-জুতো কিনতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু না, তুমি এই টাকাটা শিগ্‌গির নিয়ে গিয়ে ওঁকে দিয়ে দাও।'

—'কিন্তু তোমার নতুন জামা জুতো?'

—'আমার নতুন পোশাকের দরকার নেই। ওঁকে সাহায্য করার জন্যে আমি আমার পরনের এই ছেঁড়া জামাপ্যান্টও বিক্রি করতে রাজি। ওঃ শামুক, শিগ্‌গির যাও। যদি দু'দিনের মধ্যে ফিরে আস, তা'হলে তোমাকে আরও টাকা দেব। এতদিন পর্যন্ত বাবাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমি পরিশ্রম করছিলাম। এখন থেকে প্রতিদিন না হয় আরো পাঁচঘণ্টা বেশি কাজ করব, যাতে আমার মাকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারি। বিদায় শামুক, দু'দিনের মধ্যে ফিরে এস।'

শামুক-এর কী যে হ'ল, ওর নিজের হাঁটা ভুলে গিয়ে টিকটিকির মত দৌড় লাগাল।

পিনোক্কিও ফিরে এলে ওর বাবা জিগ্‌গেস করল, 'তোর নতুন জামাজুতো কই রে?'

'আমার মাপের পোশাক পেলামই না! ঠিক আছে, পরের বার ঠিক কিনব।'

সেদিন সন্ধেবেলায় পিনোক্কিও রাত দশটার জায়গায় রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করল,

আর আটটা ঝুড়ির জায়গায় ষোলটা ঝুড়ি বানিয়ে ফেলল।

তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, যেন পরি এসেছে, কি সুন্দর হাসি হাসি মুখ, আর ওকে চুমু খেয়ে বলছে, 'সাবাস পিনোক্কিও! তোমার এই সুন্দর স্বভাব আর উদার মনোভাব দেখে আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করলাম। যে ছেলে মেয়েরা বাবা-মাকে ভালবাসে, অসুস্থ গরিব মা-বাবার যত্ন করে, সেবা করে, তারা ভালোবাসা ও প্রশংসার যোগ্য। তোমার স্বভাব, বুদ্ধি আরো ভালো হোক, তা'হলে তুমি সুখী হবে।' ওর স্বপ্নও শেষ হ'ল আর ঘুমও ভেঙে গেল। তারপরেই ও একেবারে অবাক। একী কাণ্ড! ও তো আর কাঠের নাচিয়ে পুতুল নেই, একটা সত্যিকারের ছেলে হয়ে গেছে। ও চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, কোথায় ওর খড়ের ঘর? ও শুয়ে আছে একটা সুন্দর করে সাজানো গোছানো ছোট্ট ঘরে, সুন্দর একটা খাটের ওপর গদি-মোড়া বিছানায়। ও লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে দেখতে পেল টেবিলের ওপর একটা নতুন সুট, নতুন টুপি আর ছবির মত সুন্দর একজোড়া বুট জুতো।

নতুন পোশাকগুলো পরে নিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাতেই, ওর হাতে ঠেকল হাতির দাঁতের তৈরি একটা ছোট্ট টাকার থলি, তার ওপর লেখা আছে, 'নীল চুল পরি পিনোক্কিও-র কুড়ি টাকা ফেরত দিচ্ছে আর ওর উদারতার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।' ও তাড়াতাড়ি থলিটা খুলে দেখে, কুড়ি টাকার বদলে কুড়িটা সোনার মোহর ঝকঝক করছে যেন সদ্য টাঁকশাল থেকে তৈরি হয়ে এসেছে।

ও তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু নিজেকে ও চিনতেই পারল না। কী করে চিনবে? একটা কাঠের নাচিয়ে পুতুলের চেহারা, যেটা ও রোজ দেখে থাকে, সেটা তো দেখতে পেল না! ও দেখল আয়নার ভেতর বাদামি চুল আর নীল চোখওয়ালা বুদ্ধিমান চেহারার সুন্দর একটা ছেলেকে, যাকে দেখে খুব হাসিখুশি আর প্রাণচঞ্চল মনে হচ্ছিল।

একটার পর একটা এইসব অবাক করা কাণ্ডকারখানা দেখে পিনোক্কিও বুঝতেই পারছেনা যে সত্যি সত্যিই জেগে আছে, না. চোখ খুলে ঘুমোচ্ছে।

তারপরেই হঠাৎ ও চিৎকার করে উঠল, 'আরে, আমার বাবা কোথায়?' ও দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, ওর বাবা, বুড়ো জেপেত্তো বেশ খুশ মেজাজে বহাল তবিয়তে বসে আছে। জেপেত্তো আবার ওর নিজের পুরোনো কাঠমিস্ত্রির কাজ হাতে তুলে নিয়েছে আর সেই মুহূর্তে কাঠের ওপর ফুল, লতাপাতা আর জীবজন্তুর মাথা খুদে খুদে একটা অপূর্ব সুন্দর কাজ করে চলেছে।

—'বাবা, বল, বল, এইসব ব্যাপারের মানে কী? কী সব ঘটছে?' পিনোক্কিও বাবার গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে শুধোয়।

—'তোমার জন্যেই এই সব কিছু ঘটেছে,' জেপেত্তো জবাব দেয়।

—'কেন, আমার জন্যে কেন?'

—'কারণ, দুষ্টু ছেলেমেয়েরা যখন সত্যিসত্যিই ভালো হয়ে যায়, তখন সমস্ত পরিবারেই একটা নতুন, হাসি খুশির আনন্দের পরিবেশ গড়ে ওঠে, সবকিছু বদলে গিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে।

—'আর ওই কাঠের পিনোক্কিও, ওর কী হ'ল?'

—'ওই তো ওখানে,' জেপেত্তো চেয়ারে হেলান দিয়ে রাখা একটা বড়সড় কাঠের তৈরি নাচিয়ে পুতুলের দিকে আঙুল তুলে দেখায়, পুতুলটা একপাশে মাথা হেলিয়ে, দু'পাশে হাত দুটো ঝুলিয়ে, পা দুটো আড়াআড়ি করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন এক্ষুনি হুড়মুড় করে পড়ে যাবে।

পিনোক্কিও ঘুরে পুতুলটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল, তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে একটু পরিতৃপ্তির হাসি হেসে আপন মনেই বিড়বিড় করল, 'আমি যখন নাচিয়ে পুতুল ছিলাম, কি অদ্ভুতই না দেখতে ছিলাম। আর এখন আমি খুব খুশি, এখন আমি একটা সত্যিকারের ছেলে।'

